ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৬৫ তম বছর

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 19 August 2019 ■ আগরতলা, ১৯ আগস্ট, ২০১৯ ইং ■ ১ ভাদ্র ১৪২৬ বঙ্গাব্দ, সোমবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

ধর্ষণের বিরুদ্ধে রাজপথে গণঅবস্থান ব্ল্যাক মার্চ নামের একটি সংস্থার। রবিবার তোলা নিজস্ব ছবি।

শাশুড়িকে নৃশংসভাবে কুপিয়ে খুন করে থানায় আত্মসমর্পণ জামাতার

নিজস্ব প্রতিনিধি, চুড়াইবাড়ি, ১৮ আগস্ট।। শ্বশুরবাড়িতে ধারালো অস্ত্র দিয়ে কুপিয়ে স্ত্রী রাজশ্রী শর্মাকে খুন করতে গিয়েছিল স্বামী মধুসূদন গোস্বামী। মেয়েকে ঘাতক জামাতার হাত থেকে রক্ষা করতে গিয়ে নিজেই খুন হয়েছেন শাশুড়ি অর্চনা শর্মা (৫৫)। ঘটনা সীমান্তবর্তী উত্তর ত্রিপুরার কদমতলা থানা এলাকায় আজ, রবিবার সকাল প্রায় দশটা নাগাদ সংঘটিত হয়েছে। তবে শাশুড়ি-হন্তা জামাতা মধুসূদন পুলিশের কাছে এসে আত্মসমর্পণ করেছে।

ঘটনার বিবরণে প্রকাশ, উত্তর জেলার সদর ধর্মনগরের ভাগ্যপুর এলাকার বাসিন্দা প্রয়াত জনৈক সুখময় গোস্বামীর ছেলে মধুসূদন গোস্বামী ওরফে সমরেন্দ্রর সঙ্গে কদমতলা গ্রাম পঞ্চায়েতের ৭ নম্বর ওয়ার্ডের বেলতলা রোডের বাসিন্দা প্রয়াত স্বপন শর্মার মেয়ে রাজশ্রী শর্মার বিয়ে হয়েছিল বছর সাতেক আগে। তাদের পাঁচ বছরের এক পুত্র সন্তান রয়েছে। পারিবারিক কলহের জেরে উভয়ের মধ্যে বিগত এক বছর ধরে আদালতে বিবাহ বিচ্ছেদ (ডিভোর্স) মামলা চলছে। তখন থেকে প্রায় বছর খানেক ধরে রাজশ্রী তাঁর পাঁচ বছরের একমাত্র ছেলেকে নিয়ে মায়ের বাড়ি চলে আসেন। মা ছাড়া আর কেউ তাঁর বাবার বাড়িতে নেই। বছর কয়েক আগে রাজশ্রীর বাবা স্বপন শর্মা মারা যান। এর পর তাঁর স্ত্রী অর্চনা গ্রামের গৃহস্থদের বাড়ি বাড়ি কাজ করে কোনরকমে জীবনযাপন করতেন। তাঁর চার মেয়ে। সকলের বিয়ে হয়ে গেছে। কিন্তু ছোট মেয়ের সাথে ডিভোর্স মামলা চলায় স্বামী গৃহ ছেড়ে তিনি চলে আসেন মায়ের কদমতলা বেলতলা রোডের বাড়িতে। আজ সকাল প্রায় ১০টা নাগাদ মধুসূদন গোস্বামী তার শ্বশুরবাড়ি অর্থাৎ অর্চনাদেবীর কদমতলা বেলতলা রোডের বাড়িতে এসে স্ত্রীর সঙ্গে অযথা বচসায় লিপ্ত হয়ে পড়ে। এক সময় সে দা দিয়ে কুপিয়ে মারতে যায় স্ত্রী রাজশ্রীকে। রাজশ্রী পালিয়ে ঘর থেকে রাস্তায় বেরিয়ে যায়। উদ্যত দা নিয়ে পিছনে ছুটে চলে মধুসূদন। ইত্যবসরে পাশের বাড়ির কাজ সেরে রাস্তা ধরে ঘরে ফিরছিলেন শাশুড়ি অর্চনা দেবী। তিনি জামাতার এই রুদ্র রূপ দেখে হতভম্ব হয়ে যান। ছুটে মেয়েকে বাঁচাতে গিয়ে উন্মত্ত জামাতার রোষের মুখে পড়েন তিনি। শাশুড়িকে পদাঘাত করে রাস্তার পাশে কৃষিজমিতে ফেলে এলোপাতাড়ি কোপাতে থাকে সে। শাশুড়ি অর্চনার শরীরের বিভিন্ন জায়গায় দায়ের কোপ পড়ে। এক কোপ তাঁর গলায় পড়লে কিস্কুক্ষণ ছটফট করতে করতে ঘটনাস্থলেই মৃত্যু বরণ করেন শাশুড়ি অর্চনা শর্মা। তবে মধুসূদনের দায়ের কোপ পড়েছে স্ত্রী রাজশ্রী শর্মার ওপরও। তাঁর হাতে ও গলায় আঘাত লেগেছে। বর্তমানে গুরুতর আহত অবস্থায় ধর্মনগর জেলা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন তিনি। এরই মধ্যে আশপাশের মানুষজন ছুটে আসেন। তবে এর ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

ধর্মনগরে অজ্ঞাত পরিচয় ব্যক্তির মৃতদেহ উদ্ধার

নিহত শাশুড়ির মৃতদেহ। ইনসেটে ঘাতক জামাতা। ছবি নিজস্ব।

গৃহবধূকে ধর্ষণের চেষ্টা ধৃত যুবক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৮ আগস্ট।। রাজধানী আগরতলা শহর সংলগ্ন আড়ালিয়ার শান্তিপাড়ায় এক লম্পট ঘরের দরজা ভেঙে এক মহিলার শ্লীলতাহানি ও ধর্ষণের চেষ্টা করে। অভিযুক্তের নাম গৌতম দেব। মহিলার চিৎকারে বাড়ির লোকজন ও প্রতিবেশিরা ছুটে এসে তাকে আটক করে পুলিশের হাতে তুলে দিয়েছেন। ঘটনা গত গভীর রাতের।

ঘটনার বিবরণে জানা যায়, গৌতম দেব নামে পেশায় মিষ্টি কারিগর এক যুবক রাত আড়াইটা নাগাদ আড়ালিয়ার শান্তি পাড়ার পথ ধরে যাচ্ছিলো। ওইসময় সন্তোষ দাসের পুত্র বিশ্বজিৎ দাস বাড়ির পাশেই মনসা পূজা উপলক্ষ্যে ডেকোরেটরের কাজ সেরে গল্প করছিল। ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

মুখ্যমন্ত্রীর কড়া দাওয়াই পেয়ে মুদ্র ঋণ প্রদানে নমনীয় হচ্ছে ব্যাঙ্ক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৮ আগস্ট।। মুদ্রা ঋণ সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে রাজ্যের লিড ব্যাঙ্ক ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া রাজ্যের সবক'টি ব্রাঞ্চের কর্মকর্তাদের নিয়ে এক পর্যালোচনা সভা সংগঠিত করেছে। রবিবার ব্রাঞ্চ লেভেল সভা অনুষ্ঠিত হয় ত্রিপুরা রিজিওন্যাল অফিসে। ব্যাঙ্কের শাখাগুলিকে নিয়ে বৈঠক শেষে রিজিওন্যাল অফিসার আনন্দ কুমার জানান, যারা মুদ্রা ঋণের জন্য আবেদন করে থাকেন তাদের দ্রুত কিভাবে ঋণ প্রদান করা যায় সেসব বিষয় নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে।

কোন ধরনের গ্যারান্টার ছাড়াই মুদ্রা ঋণ প্রদানের সংস্থান রয়েছে বলে তিনি জানান। শিশু, কিশোর এবং যুবক এই তিন পর্যায়ে মুদ্রা ঋণ প্রদান করা হয়। এক্ষেত্রে যে ব্যবসা কাজে ঋণ নিয়ে থাকে তার প্রাথমিক কিছু শর্ত পরীক্ষা নিরিক্ষা করে ঋণ প্রদান করা হয় বলে জানান তিনি। উল্লেখ্য মুদ্রা ঋণ প্রদাণ নিয়ে ব্যাঙ্কগুলির তালবাহানায় যারপরানই ক্ষুব্ধ খোদ রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী। তিনি রাজ্যের লীড ব্যাঙ্ক ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়াকে স্পষ্টভাবে বার্তা দিয়েছেন তারা যদি মুদ্রা ঋণ প্রদানের ক্ষেত্রে গাফিলতি করে তাহলে লীড ব্যাঙ্কের মর্যাদা হারাতে হবে।

ইউনাইটেড ব্যাঙ্কের বিরুদ্ধে রীতিমতো অভিযোগের আঙ্গুল তুলেছেন মুখ্যমন্ত্রী। কেননা তারা মুদ্রা ঋণ প্রদানের ক্ষেত্রেও গ্যারান্টার চাইছে। অথচ দেশের প্রধানমন্ত্রী মুদ্রা ঋণ প্রদানের ক্ষেত্রে কোন ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

শিক্ষা ব্যবস্থায় আধুনিকতার ছোঁয়া দিতে এনজিও নিয়োগ করতে চলছে দপ্তর

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৮ আগস্ট।। রাজ্যের ছেলেমেয়েদের বর্তমান যুগের তথা আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত করে তোলার জন্য রাজ্য সরকার দেশের কুড়িটি প্রতিষ্ঠিত এনজিও নির্বাচন করতে চলেছে। এর জন্য রাজ্য সরকার একটি সিলেকশন কমিটি গঠন করেছে। এই কমিটি গঠন করা হয়েছে শিক্ষা দপ্তরের প্রাথমিক শিক্ষা বিভাগের অধিকর্তা, উচ্চ প্রাথমিক বিভাগের অধিকর্তা, উচ্চ শিক্ষা বিভাগের অধিকর্তা এবং এসসিইআরটির অধিকর্তাকে নিয়ে।

শিক্ষামন্ত্রী রতন লাল নাথ মহাকরণে সাংবাদিকদের এই খবর দিয়ে বলেন, এই সিলেকশন কমিটি দেশের প্রতিষ্ঠিত এনজিওগুলির মধ্যে কুড়িটি এনজিও বাছাই করবে এবং তাদের দয়িত্ব দেওয়া হবে আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত করার জন্য রাজ্যের ছেলেমেয়েদের। তাতে করে রাজ্যের শিক্ষার সার্বিক পরিবর্তন করা সম্ভব হবে বলে শিক্ষামন্ত্রীর দাবি।

তিনি আরও বলেন, ওই এনজিওগুলির সাথে দুই বছরের জন্য মৌ স্বাক্ষরিত হবে। এক্ষেত্রে শর্তাবলি হিসেবে রাখা হয়েছে কেন্দ্রীয় কিংবা রাজ্য সরকারের বিভিন্ন স্কুলের কমপক্ষে ৫০০০ ছেলেমেয়েকে বিশেষ পদ্ধতিতে ক্লাস করানোর পাঁচ বছরের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন। একটি আনুমানিক ব্যয় হিসেবে ধরা হয়েছে বছরে এই খাতে ৬৭.২৫ লক্ষ টাকা খরচ হবে রাজ্য সরকারের। তাতে বিমান ভাড়া, থাকা খাওয়ার বিষয়গুলিও অন্তর্ভুক্ত থাকবে।

শিক্ষামন্ত্রী জানান, গত ১৬ মাসের নতুন সরকার রাজ্যের শিক্ষা ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন করার উদ্যোগ নিয়েছে। তাতে ছাত্রছাত্রী, অভিভাবক, শিক্ষক শিক্ষিকারা সর্বোতভাবে সহায়তা করে চলেছেন। কিন্তু, তারপরও আশানুরূপ পরিবর্তন লক্ষ্য করা যাচ্ছে না যা জাতীয় স্তরের মানের হতে পারে রাজ্যের স্কুলগুলির পঠন পাঠন। তিনি জানান, ওই এনজিওগুলি রাজ্যের শিক্ষক শিক্ষিকাদের সহায়তা করবে। তাছাড়া শ্রেণীকক্ষের ভেতরেও ওই এনজিওগুলির কর্মীরা কাজ করবেন। গ্রন্থাগার থেকে শুরু করে বিভিন্ন ধরনের প্রশিক্ষণেরও ব্যবস্থা করবে ওই এনজিওগুলি।

জাল নোটসহ আমবাসা বাজারের ব্যবসায়ীদের হাতে আটক যুবক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৮ আগস্ট।। জাল ভারতীয় নোট-সহ গ্রেফতার হয়েছে এক যুবক। ধৃত যুবকের নাম সুবীর দাস (২৩)। এ ঘটনা ধলাই জেলার আমবাসা মহাকুমার অন্তর্গত আমবাসা বাজারের।

আমবাসা থানার ওসি দীনেশ দেববর্মা জানান, সুবীর দাস আমবাসা বাজারে একটি কাপড়ের দোকান থেকে কিছু কাপড় কিনে যে টাকা দেয় সেগুলিকে দোকানের মালিকের জাল বলে মনে হয়। তখন তিনি তাকে অন্য টাকা দিতে বলেন। এর পরে সে যে টাকা দেয় সেগুলিও জাল বের হয়। তখন দোকানদার আশেপাশে অন্য দোকানদারদের খবর দেন তিনি। সবাই মিলে সুবীর দাসের শরীরে তল্লাশি চালিয়ে মোট ৮,৩০০ টাকার জাল নোট উদ্ধার করেন। এর মধ্যে ১৬টি ৫০০ টাকার নোট এবং তিনটি ১০০ টাকার নোট ছিল। তখন তারা সুবীর দাসকে পুলিশের হাতে তুলে দেন বলে ওসি জানান। তার বাড়ি ধলাই জেলার আমবাসা মহকুমার কচুছড়া এলাকায় বলে জানিয়েছেন তিনি।

রবিবার তাকে আদালতে পেশ করে রিমান্ডের আবেদন জানানো হবে বলেও জানান ওসি। কোথা থেকে এই টাকাগুলি সে পেয়েছে, এই চক্রের সঙ্গে আর কে কে জড়িত আছে ইত্যাদি নানা প্রশ্নের উত্তর পাওয়ার চেষ্টা করা হবে বলেও জানান তিনি।

অরুণ জেটলির শারীরিক অবস্থা সংকটজনক

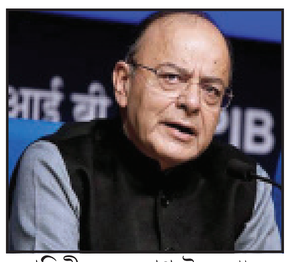

নয়াদিল্লী, ১৮ আগস্ট।। প্রাক্তন অর্থমন্ত্রী অরুণ জেটলির শারীরিক পরিস্থিতি অত্যন্ত সংকটজনক, জানাল এইমস। রবিবার ফুসফুস সঠিক ভাবে কাজ না করার ফলে বর্তমানে তাঁকে একস্ট্রাকর্পোরিয়াল মেমব্রেন অক্সিজেনেশন বিভাগে রাখা হয়েছে।

জেটলিকে দেখতে রাতে এইমস-এ পৌঁছেছেন কেন্দ্রীয় প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং। তাঁর পরেই হাসপাতালে পৌঁছচ্ছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এবং স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। বিকেলেই প্রাক্তন অর্থমন্ত্রীকে দেখে গিয়েছেন দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়াল, উপমুখ্যমন্ত্রী মনীষ সিসোদিয়া এবং কেন্দ্রীয় মন্ত্রী রামবিলাস পাসোয়ান। হাসপাতাল সূত্রে জানা গিয়েছে, গত কয়েক দিন ধরে জেটলির ফুসফুসের কঠিন সমস্যা দেখা দেওয়ায় তাঁর শারীরিক পরিস্থিতির দ্রুত অবনতি ঘটতে থাকে। এদিন সমস্যা গভীরতর হলে তাঁকে ইসিএমও বিভাগে রাখার সিদ্ধান্ত নেন চিকিৎসক দল।

গত ৯ অগস্ট নিঃশ্বাসের সমস্যা দেখা দেওয়ায় অরুণ জেটলিকে দিল্লির এইমস-এ ভরতি করা হয়। শনিবার তাঁকে দেখতে যান অমিত শাহ, পীযূষ গয়াল, হর্ষবর্ধনের মতো কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার সদস্যরা।

শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে ধুন্ধুমার কান্ড পঃ লালছড়ি পঞ্চায়েতে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৮ আগস্ট।। সারা রাজ্যে চলছে ত্রিস্তর পঞ্চায়েত নির্বাচনের শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান। সেই অনুযায়ী আমবাসা ব্লকের অধীন পশ্চিম লাল ছড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতে সদস্য-সদস্যাদের শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয় লাল ছড়ি পঞ্চায়েত অফিসে। সেই শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে ধুন্ধুমার কান্ড।

গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান ও উপপ্রধান নিয়ে শুরু হয় বিক্ষোভ। দলের পক্ষ থেকে এই পঞ্চায়েতে প্রধান হিসেবে নির্বাচিত করা হয় প্রণব দেবনাথকে। আর তা নিয়েই শুরু হয় বিক্ষোভ। একাংশ গ্রামবাসী ও পঞ্চায়েতের সদস্যরা প্রণব দেবনাথ কে প্রধান মানতে নারাজ। একাংশ গ্রামবাসীরা চায় তাপস মগ চৌধুরীকে প্রধান হিসেবে। তা নিয়েই পশ্চিম লালছড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতে দিনভর বিক্ষোভ চলে।

ঘটনার খবর পেয়ে কিছুক্ষন পর ছুটে যায় আমবাসা মণ্ডল কমিটির জেনারেল সেক্রেটারি লান্টু সাহা। গ্রামবাসীর কাছে সময় চাওয়া হয় তিন দিনের। তারপরও একাংশ গ্রামবাসীরা বিক্ষোভ দেখায়। বেলা ৪ ঘটিকায় পরিস্থিতি কিছুটা নিয়ন্ত্রণে আসে। কিন্তু প্রধান ও উপপ্রধান পাইনি এই গ্রাম পঞ্চায়েত। দলের সিদ্ধান্ত কে মানতে নারাজ একাংশ গ্রামবাসীরা। এক সাক্ষাৎকারে আমবাসা ব্লকের এক আধিকারিক বলেন পঞ্চায়েতের সকল সদস্যদের শপথ গ্রহণ করা হয়েছে, কিন্তু প্রধান ও উপপ্রধান সিদ্ধান্ত করার সময় পঞ্চায়েতের সদস্য ও একাংশ ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

রাজ্যে ডেন্টাল হাসপাতাল স্থাপনের চিন্তা ভাবনা চলছে, জানালেন মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৮ আগস্ট।। বর্তমান সরকার রাজ্যকে

একটি মেডিক্যাল হাব বানানোর প্রয়াস নিয়েছে। রাজ্য সরকার রাজ্যে একটি ডেন্টাল হাসপাতাল স্থাপনের বিষয়েও চিন্তাভাবনা করছে। আগামী ৩১-আগস্ট আগরতলায় উত্তর-পূর্বাঞ্চলের মধ্যে সবচেয়ে অত্যাধুনিক ক্যান্সার হাসপাতালের উদ্বোধন করা হবে। মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব আজ মহাকরণের ২নং কনফারেন্স হলে জাতীয় স্বাস্থ্য মিশনের উদ্যোগে আয়োজিত দন্ত শল্য চিকিৎসকদের একদিনের প্রশিক্ষণ ও কর্মশালায় প্রধান অতিথির ভাষণে একথাগুলো বলেন। এই কর্মশালায় প্রায় ১০০ জন দন্ত শল্য চিকিৎসক ও স্বাস্থ্য কর্মী অংশ নেন।

প্রধান অতিথির ভাষণে মুখ্যমন্ত্রী শ্রীদেব বলেন, ডাক্তার ও শিক্ষকগণ সমাজ বদলে দিতে পারেন। ডাক্তারী পেশা সমাজে সবচাইতে সম্মানজনক পেশা। সাধারণ মানুষ ডাক্তারদের ভগবান বলে মান্য করেন। তাই চিকিৎসকদের আরো ধৈর্যশীল হতে হবে। যে যেই গ্রামে কাজ করেন সেখানকার সমাজ ব্যবস্থার সাথে সম্পৃক্ত হতে হবে। তবেই ধীরে ধীরে সমাজের আস্থা অর্জন করতে পারবেন। মানুষ আপনাদের আপন মনে করবেন, শ্রদ্ধা করবেন। যেমনটা প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী 'মনকি বাত' অনুষ্ঠানের মাধ্যমে দেশের মানুষের সাথে কথা বলে তাদের মন জয় করেছেন। দেশবাসী নরেন্দ্র মোদীকে পুনরায় প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব দিয়েছেন। তিনি বলেন, রাজ্য সরকার রাজ্যের দন্ত চিকিৎসা ব্যবস্থাকে কিভাবে আরও আধুনিক করা যায় সে বিষয়ে সচেষ্ট রয়েছেন। বাম আমলে স্বাস্থ্য ব্যবস্থায় অনিয়ম ছিল। এখন ধীরে ধীরে ইতিবাচক পরিবর্তন আসছে। আমরাও ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

জাগরণ আগরতলা ▫ বর্ষ-৬৫ ▫ সংখ্যা ৩০৮ ▫ ১৯ আগস্ট ২০১৯ ইং ▫ ১ ভাদ্র ▫ সোমবার ▫ ১৪২৬ বঙ্গাব্দ

পাহাড় দখলের রাজনীতি

এইবার পাহাড় দখলের লক্ষ্যে তৎপর রাজ্যের ক্ষমতাসীন বিজেপি দল। আর মাত্র আঠারমাস পরেই সেই মাহেন্দ্রক্ষণ আসিয়া হাজির হইবে। ২০২০ সালের এপ্রিল মাসে এডিসি নির্বাচন হওয়ার কথা। ১৯৯৫ সাল হইতে এখন পর্য্যন্ত টানা প্রায় পঁচিশ বছর পাহাড়ের ক্ষমতায় বামেরা। রাজ্যের পঞ্চায়েত তো বিজেপি দখলে নিয়াছে। পুর ও নগর ভোটও জয় ছিনাইয়া নিবে সন্দেহ নাই। কিন্তু, উপজাতি এলাকা স্বশাসিত জেলা পরিষদের (এডিসি) ক্ষমতা দখলে বিজেপি যে মরণ কামড় দিবে সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। একথা ঠিক যে, উপজাতি অধ্যুষিত এলাকায় বিজেপির সংগঠন শক্তি বাড়িয়া উঠে নাই। সেখানে এখন সিপিএম দলও অনেকটাই ম্রিয়মান। আইপিএফটি কর্মীরা এখন কতখানি সংগঠিত এই প্রশ্নও আছে। প্রতিনিয়তই তো বিজেপি আইপিএফটির মধ্যে সংঘর্ষ বাঁধিয়া চলিয়াছে। লক্ষ্যণীয় ইহাই যে, পাহাড়ে বা এডিসি এলাকায় আইপিএফটি ও সিপিএম একযোগে ডেপুটেশন ইত্যাদি চালু রাখিয়াছে। পাহাড়ে কি সিপিএম আইপিএফটি কাছাকাছি আসিয়াছে? রাজ্যে এক অদ্ভুত রাজনীতি চালু হইয়াছে। বিজেপির সঙ্গে জোট করিয়া রাজ্যের ক্ষমতায় আছে আইপিএফটি। অথচ ময়দানে এক দল অপর দলের মুন্ডুপাত চালাইয়া যাইতেছে। বিভিন্ন স্থানে ক্ষমতাসীন দুই দলে মারামারি কাটাকাটি করিতেছে। আইপিএফটির রাজনীতি কোন পথে তাহা হিসাব করিয়া মেলানো যায় না। গত লোকসভা নির্বাচনে প্রার্থী দিয়া এই দল তো নিজের শক্তির প্রমাণ দিয়াছে। বিজেপি তখন প্রস্তাব দিয়াছিল লোকসভা ভোটে প্রার্থী না দিলে এডিসি ভোটে আইপিএফটিকে সিংহভাগ আসন ছাড়িয়া দেওয়া হইবে। এখন বিজেপি ছোট শরিক দলকে ছাড়িয়া কথা কহিবে বলিয়া মনে হয় না। তাহা ছাড়াও দুই দলের সম্পর্ক কার্য্যত তলানীতে গিয়া ঠেকিয়াছে।

রাজ্যের বিজেপি জোট সরকার ক্ষমতাসীন হইয়া অন্তত ৮০ জন এনএলএফটি জঙ্গীর আত্মসমর্পণ ঘটাইয়াছেন। বাম আমলেও ঘন ঘন আত্মসমর্পণ 'নাটক' হইত। রাজ্যে যখন উগ্রপন্থীদের তৎপরতা নাই বলিলেই চলে তখন ঘুমন্ত 'বিপ্লবীদের' কি ডাকিয়া তোলা হইল না? আসলে এই ত্রিপুরায় উপজাতি উগ্রপন্থী রাজনীতি মানুষ দেখিয়াছে। আত্মসমর্পণ করিবার পরই তাহারা সিপিএম দলের নেতা বনিয়া গিয়াছেন এমন বহু নজীর আছে। সিপিএমের ভ্রান্ত উগ্রপন্থী রাজনীতির কারণেই ত্রিপুরায় এক সময় দুঃসহ পরিস্থিতি কায়েম হইয়াছিল। অপহরণ, গৃহদাহ, হামলা ইত্যাদির ঘটনায় এক সময় গোটা রাজ্যই তো উপদ্রুত হইয়া পড়িয়াছিল। ১৯৮০ সালে বাম আমলে নজীরবিহীন দাঙ্গা হইয়া গেল। গোটা রাজ্য কার্য্যত চলিয়া গেল উগ্রপন্থীদের দখলে। শেষ পর্য্যন্ত বাম আমলে উগ্রপন্থীদের বিষ দাঁত অনেকটাই ভাঙ্গিয়াছিল জন প্রতিরোধ এবং বাংলাদেশ সরকারের মদত দান বন্ধ হওয়ার কারণে। সেই দুঃসহ ও অরাজক পরিস্থিতির কথা নিশ্চয়ই ত্রিপুরার মানুষ ভুলিয়া যান নাই। এরাজ্যে বাম সরকারের স্বাস্থ্যমন্ত্রীকে উগ্রপন্থীদের গুলিতেই প্রাণ দিতে হইয়াছিল। আসলে আগুন নিয়া খেলিলে সেই আগুনেই পুড়িয়া মরিতে হয়। কাহারা উগ্রপন্থীদের মদত দিত তাহা তো গোপন ছিল না। উগ্রপন্থী রাজনীতির কারণে ত্রিপুরার মানুষকে অনেক মাশুল দিতে হইয়াছে। বিড়ম্বনাও কম হয় নাই। আজ অনুপদ্রুত ত্রিপুরায় উগ্রপন্থীরা আত্মসমর্পণ করে। এই আত্মসমর্পণের নাটকের কারণেও এক সময় রাজ্যে উগ্রপন্থীদের ভীড় বাড়িয়া গিয়াছিল। অস্ত্র হাতে তুলিয়া নিলেই উগ্রপন্থী তকমা লাগিয়া যায়। এই অবস্থার পরিবর্তন না হইলে আবার উগ্রপন্থার আগুনে পুড়িবে ত্রিপুরা। কথায় আছে সাপ নিয়া খেলিতে জীবনের ঝুঁকি থাকে। এই ছোবলে কত জনের প্রাণ গিয়াছে সেই হিসাব তো কম নহে।

২০২০ সালের এপ্রিল মাসে এডিসি ভোটের রাজনীতি কোন খাতে বহিবে তাহা বলা মুশকিল। ইতিমধ্যে বিজেপি পাহাড়ে সংগঠন কতখানি বিস্তার করিতে পারিবে তাহাও বলা মুশকিল। আইপিএফটির সঙ্গে যে তিক্ত সম্পর্ক সেখানে বিজেপি জনমনে কি বার্তা দিতে পারিবে? এডিসির হাতে আরও ক্ষমতার দাবীতে বিজেপি নিশ্চয়ই এখন তৎপর হইবে। পাহাড়ে দলের ভিত শক্ত করিতে বিজেপিকে নতুন রণকৌশল নিতে হইবে। তবে আইপিএফটির সঙ্গে এখন যে সম্পর্ক সেখানে জোট সম্পর্কে মানুষ উৎসাহী হইবে না। বরং এই জোট সমালোচিত হইবে। ত্রিপুরার উপজাতি এলাকার উন্নয়নে কেন্দ্রের বিজেপি সরকার দরাজ হইতে পারে। কিন্তু, সেই সুবাদে বিজেপি সেখানে জাগিয়া উঠিতে পারিবে কিনা সেই প্রশ্নই বড়। একথা ঠিক, বারবার ত্রিপুরার মানুষ উগ্রপন্থার আতংকের মাঝে কাটাইয়াছে। এই আতংক আবার যাহাতে কোনও অবস্থাতেই প্রত্যাবর্তন করিতে না পারে তাহা নিশ্চয়ই বড়। এরাজ্যের মানুষ অনেক প্রাণ বলি বহু যুদ্ধ দেখিয়াছে। এখন কার্য্যত শান্তির ত্রিপুরা। কোনও অবস্থাতেই, সামান্য ভুলের জন্য এরাজ্যের এতটুকু সর্বনাশ যাহাতে না হয় তাহা নিশ্চিত করিতে হইবে। পাহাড় দখলের রাজনীতি অতীতেও হইয়াছে। এইবার নতুন গতিতে হইবার সম্ভাবনা বাড়িয়াছে। পাহাড়ে শিক্ষা, খাদ্য ও কর্মসংস্থানের সুযোগ বাড়াইতে না পারিলে, ক্ষুধার্ত উপজাতিদের বিড়ম্বনা রুখিতে না পারিলে শান্তির গান সুফল আনিবে মনে হয় না।

কুলতলিতে বাঘ দেখে আতঙ্ক গ্রামবাসিদের, গ্রামের বাসিন্দাদের তাড়ায় বাঘ ঢুকল জঙ্গলে

বারুইপুর, ১৮ আগস্ট (হি.স.): সুন্দরবনের জঙ্গল থেকে বাঘ নদীর ধারে জল খেতে এলে তা দেখে আতঙ্ক ছড়াল কুলতলির দেউলবাড়ির গাজি পাড়ার বাসিন্দাদের মধ্যে। গ্রামের বাসিন্দারা বাঘ নদি সাঁতরে গ্রামে আসতে পারে এই আতঙ্কে লাঠি সোটা নিয়ে চীৎকার শুরু করে। বাঘবাবাজি গ্রামের বাসিন্দাদের তাড়ায় হেরোভাঙ্গা ৯ নম্বর জঙ্গলে ঢুকে পড়ে। রবিবার সকালে এই ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়ায় কুলতলিতে।

রবিবার সকালে মৎস্যজীবী কার্তিক মন্ডল তার ছেলেকে নিয়ে মাছ শিকারে বেরোলে দেখে একটি বাঘ নদিতে জল খাচ্ছে। সেই দেখে আতঙ্ক ছড়ায়। কাতর্কি মন্ডল জানায়, বাঘ দেখে মনে করি গ্রামে যে কোন সময় আসতে পারে। পরে গ্রামে ফিরে এসে খবর দিই। বনদফতরকেও খবর দেওয়া হয়। গ্রামের লোকজন লাঠি সোটা নিয়ে পাড়ে এসে চিৎকার করে কার্যত তাড়া করে। আচমকা বাঘটি সেই চিৎকারে গ্রামের দিকে না এসে জঙ্গলের দিকে চলে যায়।

যদিও কুলতলি বিট অফিস থেকে জানানো হয়, বাঘ বেরনোর খবর আমরা পাইনি। তবে খোঁজ নিয়ে দেখা হবে।

তৃণমূলের দুই গোষ্ঠীর মধ্যে সংঘর্ষ বাসন্তীতে

বাসন্তী, ১৮ আগস্ট (হি. স.) : তৃণমূলের যুব ও মাদার গোষ্ঠীর মধ্যে সংঘর্ষের জেরে নতুন করে উত্তেজনা ছড়াল দক্ষিণ ২৪ পরগণার বাসন্তী থানার অন্তর্গত সচিয়াখালী এলাকায়। ঘটনার জেরে এলাকায় বোমাবাজিও চলে দুই পক্ষের মধ্যেই। পরে বাসন্তী থানা থেকে বিশাল পুলিশবাহিনী এসে পরিস্থিতি সামাল দেয়। মূলত এলাকায় জমি দখলকে কেন্দ্র করেই এই দুই পক্ষের মধ্যে বোমাবাজির ঘটনা ঘটে।

দুই পক্ষের মধ্যে একদফায় মারামারি হয় রবিবার সকালে। খবর পেয়ে বাসন্তী থানার পুলিশ এসে পরিস্থিতি সামাল দেয়। অভিযোগ, পুলিশ চলে যাওয়ার পরেই দুই পক্ষ নতুন করে নিজেদের মধ্যে বোমাবাজি শুরু করে। মূলত এলাকার একটি জমি চাষ করা নিয়েই বিবাদ। ওই জমি এবার যুব তৃণমূলের কর্মীরা চাষ করেছে। কিন্তু মূল তৃণমূল কর্মীদের দাবি, জমিটি তাঁদের। তাই এদিন এলাকার যুব তৃণমূল কর্মী মামুদ খাঁ, ছামাদ আলি খাঁ, মহম্মদ খাঁ-দের কাছে এ বিষয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করতে গিয়েছিলেন মাদার তৃণমূল কর্মী জলিল শেখ, আব্দুর কাদের শেখরা। অভিযোগ, সেই সময়ই একে অপরের দিকে লক্ষ্য করে বোমাবাজি শুরু করে। ছয়ের পাতায় দেখুন

ডোকলামে এখনও মতলবে রয়েছে চিন

দীপক কুমার চক্রবর্তী

ডোকলাম-কাণ্ডের পর থেকে যে ভাবে বেজিং থিস্পুর সাথে ঘনিষ্ঠতা বাড়িয়ে চলেছে, তাতে নতুন ভুটান সরকারের 'বিদেশনীতি-দর্শন' প্রকৃতপক্ষে ভারত বিরোধী কিনা, তা বিবেচনা করে দেখছেন সাউথ ব্লকের কর্তারা। প্রসঙ্গত ভুটানে জিতে আসা ডি এন টি (দ্রুক নিয়ামরূপ সোগপা) সরকার ক্ষমতাসীন হওয়ার মুখে দুটি বিষয়ে স্পষ্ট বার্তা দিয়েছে গোটা বিশ্বে।

প্রথমত, তারা কোনও একপেশে বিদেশীনীতির ওপরে নির্ভর করে এগোতে পাইছে না। দ্বিতীয়ত, বিদেশনীতির প্রশ্নে কোনও সঙ্কট তৈরি হলে রাজার পরামর্শেই এগোবেন ডি এন টি নেতা সারগেও লোতে।

কূটনৈতিক সূত্রে বক্তব্য, ভুটানে যে দলই ক্ষমতায় আসুক, শেষ পর্যন্ত রাজতন্ত্রের নির্দেশেই তারা চালিত হয়। কখনও ভারত কখনও চিন অথবা কখনও শুধুমাত্র ভারত-বাণিজ্যস পরিকাঠামো এবং নিরাপত্তার প্রশ্নে---যখন যাকে প্রয়োজন হয়, তাকে কাজে লাগাতে চায় রাজতন্ত্র।

তবে প্রতিবেশী প্রশ্নে কোণঠাসা ভারত কিন্তু কোনও সময় নষ্ট না করে ডি এন টি সরকারের কাছে পৌঁছতে পদক্ষেপ শুরু করে দিয়েছে। সিদ্ধান্ত হয়েছে, ভুটানের আগামী পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা খাতে সে দেশকে আরও বড় মাপের অনুদান দেওয়া হবে। ভুটানের একাদশতম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় দেওযা হয়েছিল সাড়ে চার হাজারকোটি টাকা। স্থির হয়েছে ভুটানের স্বাস্থ্য পরিষেবার জন্য বাড়তি ৫০০ কোটি টাকার অনুদান দেওয়া হবে থিম্পুকে।

ভুটানে ভোটের কয়েক সপ্তাহ আগেই চিনের উপ-বিদেশমন্ত্রী কং জুয়াং ইউ সফর সেরেছেন সেদেশে। রাজা জিগমে ওয়াংচুকের সঙ্গে তিনি দীর্ঘ বৈঠক করেছেন। ভুটানকে ঢেলে সাহায্যের প্রতিশ্রুতিও দিয়েছে বেজিং। ৫৩টি দেশের সঙ্গে ভুটানের কূটনৈতিক সম্পর্ক থাকলেও এখনও চিনের সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্খ নেই থিম্পুর। চিনা মন্ত্রী সফরে আলোচনা হয়েছে ভুটানে চিনা দূতাবাস খোলা নিয়েও আপাতভাবে সংঘাতের বাতাবরণ নেই। কিন্তু গোটা বিষয়টাই চাইচাপা হয়ে রয়েছে। যে কোনও সময়ে ফের উত্তপ্ত হয়ে উঠতে পারে ডোকলাম। যার প্রভাব পড়তে পারে শিলিগুড়ি করিডরে।

লোকসভা ভোটের আগে যাতে কোনও বিড়ম্বনায় পড়তে না হয়, তার জন্য সরকারের শীর্ষ স্তর থেকে যাবতীয় সতর্কতা নিতে বলা হয়েছে। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র, প্রতিরক্ষা এবং বিদেশমন্ত্রককে বলেছে, উদ্বেগের কারণ নেই। কিন্তু মন্ত্রকেরই সংসদীয় স্থায়ী কমিটির রিপোর্টে যেমন বিপদের আভাস দেখা যাচ্ছে, তেমনই ভারতীয় প্রতিরক্ষা এবং গোয়েন্দা সূত্র বলছে, পরিস্থিতি নিরঙ্কুশ নয়।

সূত্রের খবর, ৮৯ বর্গকিলোমিটারের ডোকলাম মালভূমির প্রায় ৫০ বর্গকিলোমিটার এখন চিনের নিয়ন্ত্রণে রয়েছে। বাকি ৩৯ গর্বকিলোমিটার ভারতের আওতায়। চিনের সেনা, প্রশাসন বা আম নাগরিকদের গতিবিধি ভুটানের 'হা' জেলায় ক্রমশ বাড়ছে। ডোকলামও ওই 'হা' জেলার মধ্যে। কিন্তু সরাসরি ডোকলামের রাস্তা এড়িয়ে অন্য পথে চিন ক্রমশই শিলিগুড়ি করিডরের দিকে এগিয়ে আসছে। এক প্রতিরক্ষা বিশেষজ্ঞের কথায় "ভারত-ভুটান-চিনের সীমান্ত মিশেছে তিব্বতেরচুম্বি উপত্যকার খুব কাছে। সিকিমের কুপুপের কাছে এখন যেখানে চিনা সেনার ঘাঁটি রয়েছে, সেখান খেকে শিলিগুড়ি করিডরের নাগরাকাটা আকাশপথে মোটামুটি ৪৫-৫০ কিলোমিটার। সেই দূরত্ব কমাতেই চিনা সেনা ডোকলাম কব্জা করতে চাইছে। কারণ ডোকলাম থেকে নাগরাকাটার আকাশপথে দূরত্ব বড়োজোর ২৫ কিলোমিটার"।

ডোকলামে স্থিতাবস্থা চলছে বলে এখন 'হা' জেলার মধ্যেই অন্য রাস্তা খুঁজছে চিন। যাতে ভুটানের মধ্য দিয়ে শিলিগুড়ি করিডরের খুব কাছে ঘাঁটি গাড়া সম্ভব হয়। ডোকলামে ইতিমধ্যেই বেশ কয়েকটি কংক্রিট হেলিপ্যাড, কংক্রিটের ছাউনি, সুড়ঙ্গ, নজরদারি টাওয়ার তৈরি করেছে চিনা সেনা। বেশ কিছু নতুন বাঙ্কারও বানিয়েছে। আর সেই সঙ্গে রাস্তা তো তৈরি করেইছে। তবে ডোকলামের সর্বোচ্চ অংশটিতে ভারতীয় সেনা মোতায়েন থাকায় নজরদারির দিকে দিয়ে তারা কিছুটা সুবিধাজনক অবস্থানে রয়েছে।

সূত্র অনুসারে ভুটানের সঙ্গে সীমান্ত-বিবাদ নিয়ে চিনের আলোচনা চলছে ঠিকই। কিন্তু তার আগেই ভুটানের পশ্চিম দিকে ক্রমেই এগিয়ে অসাছে চিন। টহলদারি চালাচ্ছে। এক গোয়েন্দা কর্থার কথা অনুযায়ী, বুটানের মিডল সেক্টরের ৪৯৫ বর্গকিলোমিটার এলাক ছেড়ে দিতে চায় চিন। তার বদলে পশ্চিম ভুটানে ২৬৯ বর্গকিলোমিটার এলাকা নিতে চায় তারা। এই অংশ সিকিম ও কালিম্পং এলাকার লাগোয়া। খুবই সম্প্রতি চিনের উপ-বিদেশমন্ত্রী কং শুয়াং ইউ থিম্পুতে গিয়ে ফের একই প্রস্তাব দিয়ে এসেছেন। ওই গোয়েন্দা কর্তার বক্তব্য, আনুষ্ঠানিক ভাবে দুদেশের মধ্যে যা কথাবার্তাই হোক না কেন, পশ্চিম ভুটানের ২৬৯ বর্গকিলোমিটারের মধ্যে প্রায় ১৫০ কিলোমিটার এলাকায় চিনা সেনার অবাধ গতিবিধি লক্ষ্য করা যাচ্ছে। আগে মাসে একবারকি দু'বার চিনের সেনা লং রুট পেট্রলিং-এ ভুটানের ভিতরে যেত। এখন প্রায়ই তাদের এই এলাকায় দেখা যাচ্ছে। চিনের আম নাগরিকরাও মাঝে মধ্যে ভুটানি সেনার শিবিরে এসে কথাবর্তা বলে যাচ্ছেন। এ সবে ভুটানের দিক থেকেও তেমন কোনও বাধা আসছে না।

এ ব্যাপারে প্রতিরক্ষা, স্বরাষ্ট্র ও বিদেশমন্ত্রককে সর্তক করেছেন গোয়েন্দারা। ভুটানের পারোতে ভারতীয় সেনার উপস্থিতি রয়েছে। হাসিমারাও পানাগড় বিমানঘাঁটি যে কোনও পরিস্থিতি মোকাবিলার ক্ষমতা রাকে। তবু সরকার কোনও ঝুঁকি নিতে চাইছে না। কারণ ডোকলামে কিছু না ঘটলেও ২০১৭-র ২৮ ডিসেম্বর অরুণাচলের আপার সিংয়া জেলার শিয়াং লা-তে সীমান্ত পেরিয়ে ঢুকে এসেছিল চিনা সেনা। ভারতের আপত্তি ও সীমান্ত বৈঠকের পরে তারা ফিরে যায়।

গত কয়েক বছরে কলকাতা হোক বা ভারতের অন্য শহর এ দেশে চিনাদের আসা বাড়ছে। দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য কিংবা সাংস্কৃতিক বিনিময়ের সাপেক্ষে তা ইতিবাচক সঙ্কেত বলেই বিদেশমন্ত্রক মনে করে। কিন্তু গত বেশ কয়েকমাসে অন্তত ১৮ জন চিনা নাগরিকের হদিশ পাওয়া গিয়েছে, যাঁরা এদেশে নামার পর উধাও হয়ে গিয়েছেন। ফলে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক উদ্বিগ্ন।

মন্ত্রকের এক কর্তার কথায়, বাংলাদেশি বা পাকিস্তানি নাগরিকদের অনেকেই এদেশে এসে ভিসার শর্ত না মেনে থেকে যান। সেই সংখ্যাও প্রতিবছর বাড়ছে। পাশাপাশি চিনা নাগরিকরাও যে ভাবে এদেশে নেমেই উধাও হয়ে যাচ্ছেন, তা চিন্তার, রহস্যজনক চিনা নাগরিক তালিকা তৈরি করছে মন্ত্রক।

মন্ত্রকের দাবি জালালউদ্দিন মহম্মদ নামে এক চিনা নাগরিক ২০১৭ সালের শেষে কলকাতায় নামেন। এ নিয়ে ৬-বার তিনি ভারতে এসেছেন। বাংলাদেশেও যাতায়াত রয়েছে ৮-টি জাহাজের এই মালিকের। কিন্তু তিনি আসার পর থেকে আর খোঁজ মেলেনি তাঁর। পরে জাকার্তা চলে যান বলে খবর। খোঁজ নিয়ে দেখা গেছে কলকাতার মানিকতলা এলাকায় বেশ কিছুদিন ছিলেন। ফান গুওলিয়ান নামে আর একজন চিনা নাগরিকও পর্যটক ভিসা নিয়ে এসেছিলেন। তারপর তিনি আমেদাবাদে পলিমার কারখানায় কাজ শুরু করেন। ঘুরে বেড়ান পশ্চিম ভারত। এর আগে দু'বার পাকিস্তান যান। তাঁর ঘোরাঘুরির কথা নিরাপত্তা সংস্থাগুলি পরে জেনেছে।

কুইবিন মিয়াও একজন ২০১২ সাল থেকে বছরে অন্তত চারবার করে কলকাতা এসেছেন। প্রতিবার মাস দুয়কের বেশি থেকেছেন। কিন্তু যে হোটেলে তাঁর থাকার কথা ছিল, সেখানে তিনি ছিলেন না। জানা গিয়েছে, পূর্ব মেদিনীপুরের ভগবানপুরে বেনোডিয়া গ্রামে একটি বাড়িতে তিনি ছিলেন। চুলের ব্যবসা করতে তিনি এসেছেন জানালেও মিয়াও-এর গতিবিধি গোয়েন্দাদের অজানা থেকে গিয়েছে বলে সূত্রের খবর। উত্তরপ্রদেশের রুপাইডিহা সীমান্তে নেপাল থেকে ভারতে ঢোকার সময়ে ৬ জন চিনা নাগরিককে (২ জন মহিলা সহ) আটকেছেন সশস্ত্র সীমা বলের জওয়ানরা সম্প্রতি।

'বিজনেস ভিসা' নিয়ে অনেকে চাকরি করতে আসেন ভারতবর্ষের বিভিন্ন সংস্থায়। ঝাড়খণ্ড, ওড়িশায় বেশ কয়েকটি বিদ্যুৎ প্রকল্পে চিনারা কাজ করছেন। উত্তর-পূর্বের রাজ্যগুলিতেও তাঁদের যাতায়াত বাড়ছে। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের পরিসংখ্যান অনুযায়ী ২০১৭-য় অসমে ২৪১, সিকিমে ৩২০ জন চিনা এসেছিলেন। ২০১৮-য় অসমে ১৩৮ জন, এবং সিকিমে ৭৯ জন চিনা এসেছেন। অরুণাচলপ্রদেশ, মিজোরাম ও মণিপুরে বিশেষ অনুমতি ছাড়া বিদেশিদের প্রবেশ নিষেধ। কিন্তু অসমে পৌঁছানো চিনারা অরুণাচল প্রদেশ বা অন্যত্র যাচ্ছেন কিনা, তা নিয়ে সংশয়ে গোয়েন্দারা।

এদিকে বাংলাদেশে ভোটের ঘণ্টা বেজে যাওয়ায় বাংলাদেশের রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় মাথা গলাচ্ছে বেজিং। ৩০ ডিসেম্বর ২০১৮ বাংলাদেশে নির্বাচনের দিন ঘোষণা করেছেন প্রধান নির্বাচন কমিশনার।ঢাকার রাজনৈতিক সূত্রের খবর অনুযায়ী,সে দেশের বিরোধী দল বি এন পি-কে বিভিন্ন ভাবে সহায়তার জন্য ঝাঁপি খুলে দিয়েছে চিন। বিপুল অঙ্কের অর্থ সাহায্য করা হচ্ছে খালেদা জিয়া তারেক রহমানেরদলকে—আওয়ামি লিগ চাড়াও বিভিন্নে সূত্রে এমন খবরও মিলছে। এখনও বি এন পি-কে তখতে বসানোটা চিনের লক্ষ্য নয়। বরং আওয়ামি লিগের ওপর চাপ তৈরি করতেই তারা বি এন পি-কে ব্যবহার করছে। পাশাপাশি ভারতকে চাপে রাখাটাও পরোক্ষ উদ্দেশ্য বেজিংরে। সম্প্রতি বেজিং এবং ঢাকার সম্পর্কে বেশ কিছু মতান্তর তৈরি হয়েছে। চিনের ঋণের ফাঁদ এড়াতে বাংলাদেশের পদ্মা সেতুর কাজে তাদের বিনিয়োগের প্রস্তাব ফিরিয়েছে শেখ হাসিনা সরকার। পাশাপাশি বেশ কিছু ঘরোয়া প্রকল্পের ও চিনকে দূরে রাখা হছে। সম্প্রতি ঢাকা বিমান বন্দরের নতুন তৃতীয় টার্মিনাল তৈরির প্রকল্পটি রূপায়ণে চিন মরিয়া ছিল। বাংলাদেশের এক কর্তার কথায়, "এ ব্যাপারে জাপানের সঙ্গে বাংলাদেশের কথা অনেক দূর এগিয়ে যাওয়ার পরেও চিন প্রায় ঝাঁপিয়ে পড়েছিল প্রকল্পটি পেতে। তার জন্য সব রকম আর্থিক মূল্য তারা দিতে রাজি ছিল। কিন্তু বিশ্বস্ত সহযোগী দেশ জাপানের সঙ্গে চুক্তিভঙ্গ করার প্রশ্ন ওঠে না বলে চিনকে খালি হাতে ফেরাতে হয়েছে।"

কূটনৈতিক শিবিরের মতে,চিন যে সাহায্য বি এন পি-কে করেছে, তাতে পাকিস্তানের গুপ্তচর সংস্থা আই এস আই-এর হাত রয়েছে। আওয়ামি লিগের পক্ষ থেকে বারবার বলা হয়ছে, খালেদা জিয়ার পুত্র তারেকের সঙ্গে আই এস আই-এর ঘনিষ্ট যোগাযোগ রয়েছে। গত বছর চিকিৎসা ও পরিবারের সঙ্গে সময় কাটানোর কথ াবলেলন্ডনে গিয়ে খালেদা আই এস আই-এর কর্মকর্তাদের সঙ্গে গোপন বৈঠক করেছেন---এমন অভিযোগেও উঠেছিল। আওয়ামি লিগের আরও অভিযোগ, তারেক উপমহাদেশের সক্রিয় মৌলবাদী ও জিহাদি নেতাদের সঙ্গেও নিবিড় যোগাযোগ রেখে চলেছেন।

বি এন পি ও তাদের নির্বাচনী জোট 'জাতীয় ঐক্যফ্রন্ট-'এর নেতারা ঠিক করেছেন তাঁদের নেত্রী খালেদা জিয়াকে মুক্তি না দিলে তাঁরা নির্বাচনে যাবেন না। কিন্তু দলের সাদারণ কর্মী-সমর্থকরা মনে করেন, গতবারের মতো এবারেও নির্বাচনে অংশ না নিলে বি এন পি-র অস্তিত্ব লোপ হয়ে যেতে পারে। সূত্রে খবর, দলের বিদেশী বন্ধুরাও যে কোনও মূল্যে নির্বাচনে অংশ নেওয়ার পরামর্শ দিয়েছে বি এন পি নেতৃত্বকে।

এমন একটা পরিস্থিতিতে শেখ হাসিনা খালেদা জিয়ার পরে আরও এক মহিলা রাজনীতকের উত্থান হতে চলেছে বাংলাদেশে। কর্মীদের চাঙ্গা করে নতুন উদ্যামে ভোটের ময়দানে নামাতে এবং দলে জিয়া পরিবারেব. ঐতিহ্য ধরে রাখতে তারেক রহমানের স্ত্রী জুবায়দা রহমানকে নেতৃত্বে আনার বিষয়টি একরকম চূড়ান্ত করে ফেলেছে বর্তমান রাজনীতিতে কোনঠাসা বি এন পি। সূত্রের খবর অনুযায়ী, কারাবন্দি খালেদা এবং লন্ডন থেকে তারকেও এ বিষয়ে অনুমোদন দিয়েছেন। পেশাদার চিকিৎসক বছর চল্লিশের জুবায়দা ঘনিষ্ঠদের জানিয়েছেন রাজনীতিতে নামতে তিনি তৈরি। এরপরে প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান ও প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার পুত্রবধুর অভিষেক কেবল সময়ের অপেক্ষা। জুবায়দাকে আপাতত প্রাথমিক সদস্য পদ দিয়ে ভাইস চেয়ারম্যান,করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন দল। এবং এও জানা গেছে, সিলেট, বগুড়া এবং ফেনির একাধিক আসনে প্রার্থী হিসাবে তাঁর নাম রাখা হচ্ছে। আপাতত অস্থায়ী চেয়ারম্যান তারকের নির্দেশে দল চালাবেন তিনি। 'জাতীয় ঐক্যফ্রন্ট' ও ২০ দলের নেতারা আলাদা আলাদা সাংবাদিক বৈঠক করে ভোটে অংশ নেওয়ার কথা জানান।

এখন প্রশ্ন হল,পোড় খাওয়া রাজনীতিক শেখ হাসিনার সঙ্গে লড়াইয়ে কতটা ছাপ ফেলতে পারবেন জিয়া পরিবারের এই নবাগতা রাজনীতিক?

আর একদিকে চিন-পাকিস্তান অক্ষ গড়ে ভোটের আগে বিএনপি-কে শক্তি জোগানুর কোনও কৌশল নিয়েছে কিনা, সেদিকে কড়া নজর রাখছেন কূটনৈতিক বিশেষজ্ঞরা।

(সৌজন্যে - নবোত্থান)

কংগ্রেস ফাঁকি দিয়েছে মোদি সাহস দেখালেন

ড. রতন কুমার ঘোষাল

জম্মু-কাশ্মীরের উপত্যকার মানুষজন তাদের জীবনের সমস্যা জর্জরিত অন্ধকার থেকে মুক্ত হয়ে আলোর দিশা পেতে চলেছেন। স্বাধীনতা-উত্তর যুগে ভারতে একটা ঐতিহাসিক গৌরবময় পরিবর্তন আনলেন বর্তমান প্রধানমন্ত্রী মাননীয় নরেন্দ্র মোদিজি। সংবিধানের ৩৭০ ধারা ও ৩৫-এ ধারা বাতিলের মাধ্যমে লাদাখ উপত্যাকা ও কাশ্মীরকে পৃথক করা হল এবং কাশ্মীরকে আলাদাভাবে ভারতের কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের মর্যাদা দেওয়া হল, যেখানে বিধানসভা থাকবে না। কিন্তু উভয় অংশের জন্য উপরাজ্যপালের পদ থাকবে। একথা আমরা সকলেই জানি যে, কাশ্মীরের অর্থনীতি দাঁড়িয়ে আছে প্রধানত পর্যটন শিল্প ও সামান্য কৃষিকার্যের উপর। তার মধ্যেই রয়েছে পাকিস্তানি জঙ্গিহানাজনিত ভয়, আতঙ্ক ও সন্ত্রাস।

জম্মু-কাশ্মীরের অতীতের দিকে একটু তাকানো যাক। ইংরেজরা ভারত ছেড়ে যাওযার আগে দেশকে দুভাগ করে। এক ভাগ প্রধানত মুসলমানদের হাতে যা ভারত থেকে কেটে নিয়ে দেওয়া হয় এবং ওই প্রদেশকে পাকিস্তান আখ্যা দেওয়া হয়। অন্যদিকে আরে এক অংশ যা হিন্দু প্রধান তা ভারতবর্ষে হিসেবে থেকে যায়। ইংরেজ ভারত ছাড়ার সঙ্গে সঙ্গে ইংরেজ আমলের কোনও কোনও রাজা তাঁদের সীমানার প্রকৃতি অনুযায়ী পাকিস্তানের সঙ্গে তাঁদের রাজ্যকে জুড়ে দিলেন (যেমন ভাওয়ালপুর, কালাত)। আবার কোনও কোনও প্রদেশের রাজারা (যেমন জয়পুর, গোয়ালিয়র, কোচবিহার) তাঁদের রাজ্যকে ভারতের সঙ্গে জুড়ে দিলেন। কাশ্মীরের মহারাজা হরি সিং কিন্তু তখন কোনও পক্ষেই যাননি। যদিও তখন কাশ্মীরে মুসলমান প্রজার সংখ্যাধিক্য ছিল। তখন থেকেই পাকিস্তান কাশ্মীরকে দখল করার জন্য সেখানে ক্রমাগত হাজার হাজার হানাদার পাঠিয়ে গ্রামের পর গ্রামে হিন্দু মুসলমান নির্বিশেষে লুঠতরাজ ও অকথ্য অত্যাচার আরম্ভ করে। তখন অন্য কোনও উপায় না দেখে রাজা হরি সিং স্বাধীনতার পর ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরুকে সাহায্য চেয়ে কাশ্মীরে সৈন্য পাঠাবার আবেদন করে ২৫ অক্টোবর ১৯৪৭ সালে চিঠি লেখেন। যেহেতু তখনও কাশ্মীর ভারতের অন্তর্ভুক্ত নয়, সেজন্য নেহরুজি এবং তৎকালীন ভারতের বড়লাট লর্ড মাউন্টব্যাটেন তাতে আপত্তি জানান। ফলত ২৬ অক্টোবর ১৯৪৭ সালে কাশ্মীরের রাজা হরি সিং চুক্তির দলিল সই করে নিজের রাজ্যকে ভারতের সঙ্গে যুক্ত করেন। স্বভাবতই এতে পাকিস্তানের মুসলমানদের কাশ্মীর দখলের আশায় ছাই পড়ল। সেই রাগে এখনও পর্যন্ত পাকিস্তানের মুসলিম জঙ্গিরা (অতীতে যাদের হানাদারবলা হত) পর্যায়ক্রমে কাশ্মীরের উপর বিভিন্ন কৌশলে জঙ্গি হানা চালিয়েই যাচ্ছে। পরিবর্তীকালে জম্মু ও কাশ্মীর উপত্যকাকে ভারত সরকার বিশেষ মর্যাদা দিলেও কাশ্মীরের উপর পাকিস্তানি হানা বন্ধ হয়নি। পরন্তু কাশ্মীরের পাক মদতে হিন্দু মুসলিম অন্তর্কহল এবং তার ফলে হিন্দু ব্রাহ্মণদের উপর অকথ্য অত্যাচার শুরু হয়। বহু হিন্দু ব্রাহ্মণ পরিবার ভিটেছাড়া হয়ে রাজ্য ছেড়ে চলে যায়।

ভারতের সংবিধান অনুযায়ী কাশ্মীরের জন্য বিশেষ মর্যাদা বহাল ছিল। কিন্তু তা সত্ত্বেও ভারতের অন্যান্য রাজ্যগুলি যে আর্থিক সুযোসুবিধা পায়, কাশ্মীর এ পর্যন্ত তা পেত না। এছাড়া কাশ্মীরে বাইরের কোনও বিনিয়োগকারী জমি কিনে ছোট বড় শিল্পের জন্য বিনিয়োগ করতে পারত না। এর ফলে কাশ্মীরের অধিকাংশ মানুষ সামাজিক অর্থনৈতিক দিক থেকে পশ্চাদপদ থেকেই গেছে। এর সঙ্গে রয়েছে ভয়, আতঙ্ক ও পাক জঙ্গিদের অতর্কিতে হানা। পাশাপাশি কাশ্মীরে কিন্তু যথেষ্ট সংখ্যক সামাজিক অর্থনৈতিক দিক থেকে সমৃদ্ধ মানুষজনও রয়েছে। কাশ্মীরে অর্থনৈতিক বৈষম্য উল্লেখযোগ্যভাবেই রয়েছে।

স্বাধীনতার পর থেকে ২০১৪ সাল পর্যন্ত ভারতে প্রধানত কংগ্রেসই সরকারে ছিল। খুব কম সময়ের মধ্যে জোট ও বিজেপি সরকার ক্ষমতায় ছিল। লোক দেখানোর জন্য বিভিন্ন সময়ে কংগ্রেস সরকার কাশ্মীর সমস্যার সমাধানের জন্য চেষ্টা করেছিল,কিন্তু তা কতটা আন্তরিকভাবে দৃঢ়তার সঙ্গে করা হয়েছিল তা নিয়ে সন্দেহ আছে। আসলে অত্যন্ত দৃঢ়তার সঙ্গে কাশ্মীরবাসীদের দুঃখদুর্দশা মুক্তির জন্য ও অর্থ সামাজিক এবং সামরিক সুরক্ষার জন্য কোনও বলিষ্ঠ পদক্ষেপ অতীতে কখনও নেওয়া হয়নি যা প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি সাহসিকতার সঙ্গে এখন নিলেন। তবে এক্ষেত্রে অবশ্যই উল্লেখ্য যে দেশপ্রাণ ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি অত্যন্ত দৃঢ়তার সঙ্গে কাশ্মীর সমস্যার সমাধানের জন্য যতেষ্ট সচেষ্টা হয়েছিলেন বলেই তাঁকে কাশ্মীরের মাটিতে ষড়যন্ত্রের শিকার হয়ে দেহত্যাগ করতে হয়েছিল। তারপর থেকে কাশ্মীর সমস্যাকে সমাধানের বদলে বরং জিইয়ে রাখা হয়েছিল। সুতরাং ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি কাশ্মীর সমস্যার সমাধানের জন্য যে বলিষ্ঠ পদক্ষেপ নিলেন তা শুধুমাত্র কাশ্মীরবাসীদের কাছেই নয়, আপমর ভারতবাসীর কাছে স্মরণীয় হয়ে থাকবে। আশা করা যায় কাশ্মীর ও লাদাখের মানুষজন এখন থেকেই তাদের তমসাচ্ছন্ন সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবনে মুক্তির আলো দেখতে পাবে। ভয় আতঙ্কমুক্ত জীবন যাপন করতে পারবে।

(সৌজন্যে-দৈঃ স্টেটসম্যান)

এক নজরে বাংলাদেশ

মনির হোসেন, ঢাকা,

দেশের উন্নয়ন ত্বরান্বিত করার জন্য মন্ত্রণালয়গুলোকে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে প্রকল্প গ্রহণের নির্দেশ দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

নিজস্ব প্রতিনিধি,ঢাকা,আগষ্ট ১৮।। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা যথাযথভাবে বাজেট বাস্তবায়নের মাধ্যমে দেশের উন্নয়ন ত্বরান্বিত করার জন্য মন্ত্রণালয়গুলোকে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে প্রকল্প গ্রহণের নির্দেশ দিয়েছেন।প্রধানমন্ত্রী বলেন,আমরা বাজেট দিয়েছি এবং উন্নয়ন প্রকল্প নিয়েছি। কিন্তু তা বাস্তবায়নে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়কে প্রকল্প অনুযায়ী তাদের কাজের অগ্রাধিকার ঠিক করতে হবে।এ প্রসঙ্গে প্রধানমন্ত্রী তাঁর কার্যালয়কে (পিএমও) বিষয়টির উপর ল্য রাখার নির্দেশ দিয়ে বলেন,যেহেতু আমাদের একটা ভালো সেটআপ আছে তাই এই দপ্তর থেকেই এই বিষয়টা নিয়ে নজরদারি করা দরকার যাতে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়গুলো তাদের কাজের অগ্রাধিকার ঠিক করতে পারে, আমাদের অর্জনগুলো আমরা ধরে রাখতে পারি।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা রোববার সকালে তাঁর তেজগাঁওস্থ কার্যালয়ের কর্মকর্তাদের সঙ্গে ঈদের শুভেচ্ছা বিনিময়কালে প্রদত্ত ভাষণে একথা বলেন।শেখ হাসিনা বলেন, তার সরকার বিশাল বাজেট পেশ করেছে এবং মন্ত্রণালয়গুলোকে অগ্রাধিকার নিয়ে তাদের ভৌত কাজ বন্যার পরই যাতে শুরু করা যায় সে লয পেপার ওয়ার্ক শেষ করে দ্রুত উন্নয়ন কাজ করতে হবে।তিনি উল্লেখ করেন, প্রাকৃতিক নিয়মেই বাংলাদেশে বন্যা হবে এবং এ দেশের মানুষকে প্রকৃতির সঙ্গেই বসবাস করতে হবে।প্রধানমন্ত্রী বলেন, বন্যার পরই বিভিন্ন প্রকল্প বাস্তবায়নে কাজের গতি বাড়াতে হবে যাতে এসব প্রকল্প সঠিক সময়ে সম্পন্ন হয় এবং দেশের উন্নয়ন ত্বরান্বিত হয়।

দারিদ্র্য বিমোচনেরেে ত্র প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়কে আরো সক্রিয় দায়িত্ব পালনের আহবান জানান প্রধানমন্ত্রী।তিনি বলেন,প্রত্যেকটি এলাকায় একটু খোঁজ নেয়া দরকার আমরা সতর্ক করে দিয়েছি কোন এলাকায় কেউ গৃহহীন থাকবে না, কেউ ভিা করবে না। যেখানেই গৃহহীন থাকবে তাদের একটা ঘর করে দিতে হবে।প্রধানমন্ত্রী এ সময় তাঁর ‘ঘরে ফেরা’ কর্মসূচি পুনরায় চালুর ওপর গুরুত্বারোপ করে বলেন,যারা ঘরে ফিরে যেতে চায় তাদের পুনর্বাসনের উদ্যোগ হিসেবে আমরা বস্তিবাসীর উপর সার্ভে করেছিলাম। এই কাজগুলো আবার করতে হবে।তিনি ‘শান্তি নিবাস’ এবং ‘অবসর’ কর্মসূচিও পুনরায় চালুর কথা বলেন।

তাঁর সরকার প্রবৃদ্ধি ৮ দশমিক ১ ভাগে উন্নীত করেছে এবং এরপর আরো যত উপরে ওঠার চেষ্টা করা হবে অর্থনীতির নিয়ম অনুযায়ীই তা দুরুহ হবে উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী এ সময় কাজের প্রতি সকলকে যতবান হওয়ার পরামর্শ দেন।তিনি বলেন,এখন কিন্তু অত দ্রুত প্রবৃদ্ধি অর্জন করা সম্ভব হবে না, অর্থনীতির নিয়ম অনুযায়ীই এটা হয়ে থাকে। আর এর থেকে যেন পিছিয়ে না যাই সেদিকে দৃষ্টি দিতে হবে।

প্রধানমন্ত্রীর উপদেষ্টা এইচ টি ইমাম, ড় মশিউর রহমান এবং ড়তৌফিক-ই-এলাহী চৌধুরী,পিএমও’র এসডিজি বিষয়ক মুখ্য সমন্বয়ক মো. আবুল কালাম আজাদ, পিএমও সচিব সাজ্জাদুল হাসান, প্রেস সচিব ইহসানুল করিম এবং প্রধানমন্ত্রীর স্পিচ রাইটার মো. নজরুল ইসলাম এ সময় অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন। প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব মো.নজিবুর রহমান অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন।দুর্নীতি প্রতিরোধ এবং দুর্নীতি দমনে তাঁর সরকারের বিভিন্ন পদেপের উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন,যে ঘুষ খাবে সেই কেবল অপরাধী নয়, যে দেবে সেও অপরাধী। এই বিষয়টা মাথায় রেখেই পদপে নিলে এবং এ বিষয়গুলো নিয়ন্ত্রণ হলে অনেক কাজ আমরা দ্রুত করতে পারবো।এ সময় তাঁর সরকারের দুর্নীতি দমন কমিশন সক্রিয় থাকার উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী উপার্জন অনুযায়ী ট্যাক্স প্রদানের বিষয়টিও ল্য রাখার প্রয়োজনীয়তা উল্লেখ করেন।তিনি বলেন,কে কত ট্যাক্স দিলো আর কে কত খরচ করলো তারও একটা হিসেবে নেয়া দরকার।

দেশের কয়েকটি অঞ্চলে বন্যা সম্পর্কে প্রধানমন্ত্রী বলেন, আষাঢ়, শ্রাবণ ও ভাদ্র মাসে বাংলাদেশে বৃষ্টি ও বন্যা হয় এবং এটা স্বাভাবিক। তবে, এতে জান-মালের য়-তি যেন কম হয় সেদিকে সবাইকে ল্য রাখতে হবে এবং বন্যা মোকাবেলায় আমরা যে দীর্ঘ মেয়াদি পরিকল্পনা নিয়েছি সেটাও বাস্তবায়ন করতে হবে।বাংলাদেশ পলিবাহিত ব-দ্বীপ হওয়ায় এর মাটির উর্বরতা বৃদ্ধি এবং ভ’গর্ভস্থ পানির স্তর রায় বন্যার প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ করে শেখ হাসিনা বলেন,কিন্তু এর তিটা আমাদের কমিয়ে আনতে হবে। যে কোন পরিকল্পনায় মাথায় রাখতে হবে বন্যা বন্ধ করে নয় বরং বন্যার সঙ্গে বসবাস করা আমাদের শিখতে হবে।দেশে ডেঙ্গু সমস্যা সম্পর্কে প্রধানমন্ত্রী দেশবাসীকে আরো সচেতন থাকার এবং এ বিষয়ে চিকিৎসকদের পরামর্শ মেনে চলার আহ্বান জানান।তিনি বলেন, এবার শুধু আমাদের দেশেই নয়, আশপাশের অনেক দেশেই ডেঙ্গুটা দেখা গেছে। দণি এবং দণি পূর্ব এশিয়ার অনেক দেশে মহামারি আকারে যেমন ফিলিপাইনে মহামারি আকারে দেখা গেছে।

প্রধানমন্ত্রী এ সময় ডেঙ্গু প্রতিরোধে পিএমও এবং স্বাস্থ্যমন্ত্রণালয় এবং সিটি কর্পোরেশনগুলোর প্রচেষ্টায় সন্তোষ প্রকাশ করে এ ব্যাপারে জনগণকে সতর্ক এবং পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন থাকার পরামর্শ দেন।

তিনি বলেন, নিজের ঘর-বাড়ি এবং কর্মস্থলের চারপাশের পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতার বিষয়ে নিজেকে সচেতন হতে হবে। যাতে কোথাও পানি জমে এই রোগ সৃষ্টিকারী লার্ভা জন্মাতে না পারে।প্রধানমন্ত্রী বলেন, এখনও এই রোগের প্রকোপ অনেকটা রয়ে গেছে এবং বিভিন্ন জেলাতেও ছড়িয়ে পড়েছে। কাজেই এ ব্যাপারে আমাদের আরেকটু সতর্ক হতে হবে।

দেশের মানুষকে পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতা সম্পর্কে আরো সচেতন হওয়ার আহবান জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী নিজের কাজটি নিজেই করার ওপরও গুরুত্বারোপ করেন,পাশ্চাত্য বিশ্বের অনেক কিছুই আমরা অনুকরণ করতে চাই। কিন্তু তারা যেভাবে নিজেদের কাজটা নিজেরা করে তা আমরা অনুকরণ করি না।যুক্তরাষ্ট্রের প্রতি ইঙ্গিত করে তিনি বলেন,যারা একদা বাংলাদেশের স্বাধীনতার শুধু বিরোধিতাই করে নাই তারা বলেছিল বাংলাদেশ স্বাধীন হয়ে একটা বটমলেস বাস্কেট হবে। সেই দেশটার থেকেও যেন আমাদের দারিদ্রের হার কমাতে হবে।তাদের চেয়ে অন্তত এক শতাংশ হলেও দারিদ্র কমাতে হবে, সেটাই আমাদের ল্য। তারা উন্নত দেশ হতে পারে কিন্তু আমরা যে পারি সেটা আমাদের প্রমাণ করতে হবে’ যোগ করেন তিনি।

দারিদ্র বিমোচন এবং দেশের সার্বিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত করাররেে ত্র প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালনের সুযোগ রয়েছে উল্লেখ করে যেকোন কাজে তাঁর কাছে যেকোন সময় যে কাউকে আসার অনুমতি দেন প্রধানমন্ত্রী।

তিনি বলেন,আমাকে জনগণ ভোট দিয়ে প্রধানমন্ত্রী করেছে এটা ঠিক, কিন্তু আমি জাতির পিতার কন্যা কাজেই সেই হিসেবে, মনে করি দেশের প্রতি আমার একটা দায়িত্ব ও কর্তব্য রয়েছে। সেখানে প্রটোকলের বাধা আমি কখনও মানি না, মানতেও চাই না।শেখ হাসিনা বলেন,আমি চাই সকলের সাথে মিশতে, জানতে এবং কাজ করতে। আমরা সকলে একটা টিম হিসেবে কাজ করবো যাতে দেশের উন্নয়নটা ত্বরান্বিত হয়।

প্রধানমন্ত্রী তাঁর ভাষনের শুরুতে সকলকে পবিত্র ঈদুল আযহার শুভেচ্ছা জানিয়ে শোকের মাস এই অগাস্টে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেছা এবং ১৫আগষ্টের শহীদদের শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করেন।৭৫ এর ১৫ই আগস্টের নির্মম হত্যাকা-ের কথা উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, পরিবার-পরিজন হারিয়ে এবং শোক ও ব্যথা নিয়ে জাতির পিতার আকাঙ পূরণের জন্যই তিনি কাজ করে যাচ্ছেন।

এ সময় প্রধানমন্ত্রী তাঁর সম্প্রতি যুক্তরাজ্যে সরকারি সফরের উল্লেখ করে বলেন, চোখের চিকিৎসার কারণে তিনি এবার দীর্ঘদিন চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী দেশের বাইরে থাকতে বাধ্য হন।

অবিলম্বে নবম ওয়েজবোর্ড রোয়েদাদের গেজেট ঘোষণার দাবিতে সাংবাদিক সমাবেশ

নিজস্ব প্রতিনিধি,ঢাকা,আগষ্ট ১৮।। সংবাদপত্রের মালিকদের সংগঠন নোয়াবের মামলাকে রাষ্ট্রপকে আইনিভাবে মোকাবিলা করে অবিলম্বে নবম ওয়েজবোর্ড রোয়েদাদের গেজেট ঘোষণার দাবি জানিয়েছে সাংবাদিক-শ্রমিক-কর্মচারি ঐক্য পরিষদ।

সাংবাদিক-শ্রমিক-কর্মচারী ঐক্য পরিষদের নেতারা রোববার সকালে রাজধানীর জাতীয় প্রেস কাবের সামনে অনুষ্ঠিত এক সাংবাদিক সমাবেশে এ দাবি জানান।

অবিলম্বে নবম ওয়েজবোর্ড রোয়েদাদের গেজেট প্রকাশ, গণমাধ্যম কর্মী আইন প্রনয়ন ও ছাটাই বন্ধের দাবিসহ নোয়াবের মামলার প্রতিবাদে সারাদেশে বিএফইউজে’র অঙ্গ সংগঠনসমুহ ও সাংবাদিক-শ্রমিক-কর্মচারী ঐক্য পরিষদের উদ্যোগে এই সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।

বিএফএইজে-বাংলাদেশ ফেডারেল সাংবাদিক ইউনিয়নের সভাপতি মোল্লা জালালের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সমাবেশে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন বিএফইউজে’র ভারপ্রাপ্ত মহাসচিব আব্দুল মজিদ, ঢাকা সাংবাদিক ইউনিয়ন-ডিইউজে’র ভারপ্রাপ্ত সভাপতি খন্দকার মোজাম্মেল হক, সাধারণ সম্পাদক সোহেল হায়দার চৌধুরী, বাংলাদেশ সংবাদপত্র কর্মচারী ফেডারেশনের সভাপতি মো. মতিউর রহমান, বাংলাদেশ ফেডারেল ইউনিয়ন অব নিউজপেপার প্রেস ওয়ার্কাসের সভাপতি মো. আলমগীর হোসেন খান ও মহাসচিব কামাল উদ্দিন।

সমাবেশে মোল্লা জালাল বলেন, অবিলম্বে নবম ওয়েজবোর্ড রোয়েদাদের গেজেট প্রকাশ করতে হবে এবং সংসদেও আগামী অধিবেশনে গণমাধ্যম কর্মী আইন পাশ করতে হবে।তিনি বলেন, অন্যথায় দেশের গণমাধ্যম শিল্পে চরম নৈরাজ্য সৃষ্টি হবে। যা রাষ্ট্র, সরকার ও সাংবাদিক-শ্রমিক-কর্মচারিরা চায় না। নোয়াবকে হুঁশিয়ার করে মোল্লা জালাল আরো বলেন, সংবাদপত্র বের করতে হলে দেশের আইন মোতাবেক ওয়েজবোর্ড রোয়েদাদ মেনেই করতে হবে।

আবদুল মজিদ বলেন, নোয়াবের মামলাকে আইনিভাবে মোকাবিলা করার দায়িত্ব রাষ্ট্রপরে। এনিয়ে সাংবাদিকদের কোনো বক্তব্য নেই। সাংবাদিকরা আন্দোলন সংগ্রাম করেই ওয়েজবোর্ড রোয়েদাদ আদায় করে ছাড়বে।

সোহেল হায়দার চৌধুরী বলেন, যেসব পত্রিকা ওয়েজবোর্ড রোয়েদাদ অনুযায়ী সাংবাদিকদের বেতন-ভাতা দেবে না, তাদের রেট কার্ড বাতিল করতে হবে।

সমাবেশ শেষে একটি বিভে মিছিল বের করা হয়। মিছিলটি সচিবালয়ের প্রধান ফটক পর্যন্ত প্রদণি করে। এরপর ১৪ দফা দাবি সম্বলিত একটি স্মারকলিপি সচিবালয়ে তথ্যমন্ত্রী ড় হাছান মাহমুদের সঙ্গে সাাৎ করে তাঁর কাছে হস্তান্তর করেন সাংবাদিক-শ্রমিক-কর্মচারি ঐক্য পরিষদের নেতৃবৃন্দ।

খালেদা জিয়াকে পাকিস্তানি সেনাদের খাতিরের কারণ কি তথ্যমন্ত্রী ড. হাছান মাহমুদ

নিজস্ব প্রতিনিধি,ঢাকা,আগষ্ট ১৮।। বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়ার কারাবাস নিয়ে দলটির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীরের মন্তব্যের পরিপ্রেিত তথ্যমন্ত্রী ড় হাছান মাহমুদ পাকিস্তানি সেনাদের খালেদা জিয়াকে খাতিরের কারণ নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন।

রোববার (১৮ আগস্ট) বিকেলে রাজধানীর কাকরাইলে তথ্য ভবনে জাতীয় শোকদিবস উপলে চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর, গণযোগাযোগ অধিদপ্তর এবং চলচ্চিত্র সেন্সর বোর্ড আয়োজিত সভায় প্রধান আলোচকের বক্তব্য রাখছিলেন তথ্যমন্ত্রী।

জিয়াউর রহমানের স্ত্রী খালেদা জিয়ার কারাবাস নিয়ে বিএনপি মহাসচিবের মন্তব্য ”বেগম জিয়া পাকিস্তানি সেনাদের কাছে যে সম্মান পেয়েছিলেন, এখন তাও পাচ্ছেন না”- এর পরিপ্রেিত তথ্যমন্ত্রী বলেন, এমন মন্তব্যে স্বভাবতই প্রশ্ন জাগে, যেখানে মুক্তিযুদ্ধের সময় মুক্তিবাহিনীর কাউকে পানি খাওয়ানোর অপরাধেই পাকিস্তানি সেনারা মানুষ হত্যা করেছে, দু”লাখ ৭০ হাজার মা-বোনের ইজ্জত লুণ্ঠন করেছে, সেই পাকিস্তানি সেনারাই খালেদা জিয়াকে এত খাতিরের কারণ কী? তদন্তের মাধ্যমে তা জানার চেষ্টা করা উচিত।

বঙ্গবন্ধু হত্যার পরই ষড়যন্ত্রকারীরা ইতিহাস বিকৃতির পাঁয়তারা শুরু করে উল্লেখ করে তথ্যমন্ত্রী বলেন, বিএনপির এক সময়ের নেতা সাদেক হোসেন খোকা বলেছিলেন তিনি নাকি ঢাকা থেকে চট্টগ্রাম বেতারে দেওয়া জিয়াউর রহমানের ঘোষণা শুনে যুদ্ধে গিয়েছিলেন, যা সর্বৈব মিথ্যা। কারণ, চট্টগ্রাম বেতারের তখনকার সম্প্রচার আওতা ছিল ১০ কিলোওয়াট, যা কার্যত ছিল ৬ কিলোওয়াট। এখন তা ১০০ কিলোওয়াট হলেও চট্টগ্রামের বাইরে বেশিদূর তা শোনা যায় না।

স্বাধীনতার ঘোষণা প্রসঙ্গে ড় হাছান মাহমুদ আরো বলেন, বঙ্গবন্ধুর দেওয়া স্বাধীনতার ঘোষণা প্রথম চট্টগ্রাম বেতার কেন্দ্র থেকে পাঠ করেন চট্টগ্রাম আওয়ামী লীগের সভাপতি এম এ হান্নান। তারপর তারা একজন সেনা অফিসার দিয়ে ঘোষণা পাঠ করানোর জন্য জিয়াকে পাঠ করতে দেন। প্রথমবার জিয়াউর রহমান ভুল পড়েন, পরে তা শুধরে আবার পাঠ করেন। তিনি সেটা চার দেয়ালের মধ্যে পাহারায় থেকে পাঠ করেছিলেন আর চট্টগ্রাম আওয়ামী লীগ অফিসের কর্মচারি নূরুল হক জীবন বাজি রেখে ২৬ মার্চ সারা চট্টগ্রাম শহরে বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতার ঘোষণা রিকশায় মাইকিং করেন।স্কুলের পিয়ন ঘণ্টা বাজালে ছুটি হয়, তার মানে এই নয় যে ছুটি দেওয়ার মালিক সে, তেমনি স্বাধীনতার ঘোষণাদানকারীর আর ঘোষণার পাঠকের পার্থক্যও না বোঝার কোনো কারণ নেই, বলেন তথ্যমন্ত্রী।হাছান মাহমুদ বলেন, জিয়াউর রহমান বঙ্গবন্ধু হত্যায় ওতপ্রোতভাবে জড়িত। জিয়াসহ হত্যাকাণ্ডের নেপথ্য কুশীলবদের বিচার না হওয়া পর্যন্ত জাতির পিতার হন্তারকদের বিচার সম্পূর্ণ হবে না।

বঙ্গবন্ধু হত্যার নেপথ্য কুশীলবদের বিচারের জন্য একটি কমিশন গঠন এখন সময়ের দাবি উল্লেখ করে তথ্যমন্ত্রী বলেন, বিচার এখনও সম্পূর্ণ হয়নি। কারণ, পলাতক খুনি ও বঙ্গবন্ধু হত্যার নেপথ্যের কুশীলবদের বিচার এখনও হয়নি। এজন্য একটি কমিশন গঠন করে বিচার সম্পন্ন হলে তা ন্যায় প্রতিষ্ঠার উদাহরণ হয়ে থাকবে।তথ্যমন্ত্রী বক্তব্যের শুরুতে জাতির পিতার জীবনকে অকুতোভয় সংগ্রামের এক অনন্য উদাহরণ হিসেবে উল্লেখ করে তার পরিবারের সদস্যদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানান।তথ্য প্রতিমন্ত্রী ডা. মো. মুরাদ হাসান তার বিশেষ আলোচকের ভাষণেও বঙ্গবন্ধু হত্যার নেপথ্য ভূমিকার জন্য জিয়াউর রহমানের মরণোত্তর বিচার দাবি করেন।

চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক মোহাম্মদ ইসতাক হোসেনের সভাপতিত্বে সভায় তথ্যসচিব আবদুল মালেক, গণযোগাযোগ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক মোহাম্মদ জাকির হোসেন, চলচ্চিত্র সেন্সর বোর্ডের ভাইস চেয়ারম্যান মো. নিজামুল কবীর তাদের বক্তব্যে বঙ্গবন্ধুর জীবন ও কর্মের ওপর আলোকপাত করেন। প্রধান তথ্য অফিসার সুরথ কুমার সরকার, তথ্য মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব মো. আজহারুল হক, বাংলাদেশ চলচ্চিত্র উন্নয়ন করপোরেশনের ব্যবস্থাপনা পরিচালক আবদুল করিম, বাংলাদেশ বেতারের মহাপরিচালক নারায়ণ চন্দ্র শীল, জাতীয় গণমাধ্যম ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক শাহিন ইসলাম, ফিল্ম আর্কাইভের মহাপরিচালক বিধান চন্দ্র কর্মকার, প্রেস কাউন্সিলের সচিব মো. শাহ আলম, তথ্য অধিদফতরের অতিরিক্ত প্রধান তথ্য অফিসার ফায়জুল হকসহ তথ্য মন্ত্রণালয় সংশ্লিষ্ট সংস্থাগুলোর কর্মকর্তা-কর্মচারীরা সভায় অংশ নেন।

ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী জয়শঙ্কর আজ বাংলাদেশে যাচ্ছেন

নিজস্ব প্রতিনিধি,ঢাকা,আগষ্ট ১৮।। দুই দিনের সফরে ঢাকা যাচ্ছেন ভারতের নতুন পররাষ্ট্রমন্ত্রী সুব্রামানিয়াম জয়শঙ্কর।

বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী এ কে আব্দুল মোমেন আজ সোমবার রাত সাড়ে ৯টার দিকে হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে তাকে স্বাগত জানাবেন।সফর সূচি অনুযায়ী আগামীকাল মঙ্গলবার পররাষ্ট্রমন্ত্রী মোমেনের সঙ্গে দ্বিপীয় বৈঠক ছাড়াও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সঙ্গে সাাৎ করবেন জয়শঙ্কর।বুধবার সকালে ঢাকা ছাড়ার আগে তিনি ধানমণ্ডি ৩২ নম্বরে বঙ্গবন্ধু জাদুঘর পরিদর্শন করবেন বলে আশা করা হচ্ছে। ভারতের পররাষ্ট্র সচিব হিসেবে বেশ কয়েকবার ঢাকা সফর করা জয়শঙ্কর পররাষ্ট্রমন্ত্রী হওয়ার পর এটাই হচ্ছে তার প্রথম বাংলাদেশ সফর।গত ২৯ জুলাই মোমেন বলেছিলেন, জয়শঙ্কর আগেই ঢাকা আসতে চেয়েছিলেন, কিন্তু তার হজ করার পরিকল্পনার কারণে ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রীর সফর পিছিয়ে যায়।গত ৫ জুন তাজিকিস্তানে অনুষ্ঠিত এশিয়ায় যোগাযোগ বৃদ্ধি ও পারস্পরিক আস্থা তৈরির পদপে নিয়ে সম্মেলনের ফাঁকে বৈঠক করেন মোমেন ও জয়শঙ্কর।

বাংলাদেশ-ভারত কূটনৈতিক সম্পর্ক ‘সেরা সময়ের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে’ বলে অনেকেই মনে করেন। গত ১০ বছরে দুই দেশের মধ্যে শখানেক চুক্তি হয়েছে, এর মধ্যে গত তিন বছরেই সই হয়েছে ৬৮টি চুক্তি।ছিটমহল আর সমুদ্রসীমা নিয়েও দুই দেশ সমাধানে পৌঁছাতে পেরেছে। তবে তিস্তার পানির বণ্টন এখনও ঝুলে রয়েছে।

স্বাধীনতা বিরোধী শক্তি রাজাকার, আল-বদর ও আল-শামস এখনো দেশের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করছে : আইনমন্ত্রী আনিসুল হক

নিজস্ব প্রতিনিধি,ঢাকা,আগষ্ট ১৮।। আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী আনিসুল হক বলেছেন, স্বাধীনতা বিরোধী শক্তি রাজাকার, আল-বদর ও আল-শামস এখনো দেশের বিরুদ্ধে নানা ঘড়যন্ত্র করছে। স্বাধীনতা বিরোধীদের কিছু লিগ্যাসি আছে। এই লিগ্যাসি দিয়েই তারা এখন ঘড়যন্ত্র করছে। রোববার ঢাকায় নিবন্ধন অধিদপ্তর প্রাঙ্গণে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪৪ তম শাহাদাত বার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবস উপলে এক আলোচনা সভায় সভাপতির বক্তৃতায় এসব কথা বলেন তিনি। আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে আয়োজিত আলোচনা সভায় অন্যদের মধ্যে লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগের সিনিয়র সচিব মোহাম্মদ শহিদুল হক, আইন ও বিচার বিভাগের সচিব মো. গোলাম সারোয়ার, নিবন্ধন অধিদপ্তরের মহাপরিদর্শক খান মো. আব্দুল মান্নান, লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগের অতিরিক্ত সচিব নরেন দাস বঙ্গবন্ধুর জীবন আলেখ্য নিয়ে আলোচনা করেন।

মন্ত্রী আনিসুল হক বলেন, স্বাধীনতা বিরোধীরা এখন যে ঘড়যন্ত্র করছে তা বাংলাদেশকে আরো ৫০ বছর পিছিয়ে দেয়ার ঘড়যন্ত্র। এই ঘড়যন্ত্রের ব্যাপারে সবাইকে সজাগ থাকতেই হবে এবং সব ষড়যন্ত্র নির্মূল করতে হবে। জাতির পিতাকে হত্যার কলঙ্ক আমরা কোন দিন ঘুচাতে পারবো না। আমরা বঙ্গবন্ধু হত্যার বিচার করেছি। এখন আমরা যদি বাংলাদেশের সকল মানুষের মুখে হাসি ফুটাতে পারি তাহলে বঙ্গবন্ধুর প্রতি আমাদের ঋণ কিছুটা হলেও শোধ করতে পারবো।তিনি বলেন, আমাদের এখন প্রধানত দুটি কাজ। একটি হচ্ছে স্বাধীনতা বিরোধী শক্তির ঘড়যন্ত্র সম্পর্কে সজাগ থাকা ও তা প্রতিহত করা এবং অন্যটি হলো বাংলাদেশের সকল মানুষের মুখে হাসি ফুটানো। জননেত্রী শেখ হাসিনার হাতকে শক্তিশালীকরণের মাধ্যমেই কেবল এটা সম্ভব।মন্ত্রী বলেন, বঙ্গবন্ধু একজন স্বাধীনচেতা ও অত্যন্ত আত্মসম্মান জ্ঞান সম্পন্ন মানুষ ছিলেন। তিনি কারো সঙ্গে কখনো আপোষ করেননি। তিনি নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনের পথ বেছে নিয়েছিলেন, নিজের কষ্টের পথ বেছে নিয়েছিলেন এবং তিনি সেভাবেই জনগণকে উদ্বুদ্ধ করে তাঁর কাঙ্খিত লয টেনে নিয়েছিলেন। তিনি নিজের জন্য কিছুই করার চেষ্টা করেননি। যেটাই করেছেন সেটা বাংলার জনগণের জন্য করেছেন। এটাই তাঁর মাহত্ত্ব।মন্ত্রী বলেন,বঙ্গবন্ধু আমাদেরকে স্বাধীন হওয়ার চিন্তাভাবনা করতে শিখিয়েছেন। আমাদেরকে স্বাধীনতা, দেশ, পতাকা ও সংবিধান দিয়ে গেছেন। শুধু তাই নয় একটা স্বাধীন রাষ্ট্র নিজের পায়ে দাঁড়ানোর জন্য যেসব আইন প্রয়োজন মাত্র সাড়ে তিন বছরে সেটা তিনি তৈরি করে দিয়ে গেছেন। সভা শেষে বঙ্গবন্ধু ও ১৫ আগস্টে শহীদদের রুহের মাগফিরাত কামনা করে বিশেষ দোয়া করা হয়।

সরকারকে বেকায়দায় ফেলতে বিএনপি চামড়া কিনে ফেলে দিয়েছে : শিল্পমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি,ঢাকা,আগষ্ট ১৮।। সরকারকে বেকায়দায় ফেলতে বিএনপি চামড়া কিনে ফেলে দিয়েছে বলে মন্তব্য করেছেন শিল্পমন্ত্রী নুরুল মজিদ মাহমুদ হুমায়ুন। তিনি বলেন, চট্টগ্রামে ৩০ ট্রাক চামড়া বিএনপি কিনে ফেলে দিয়েছে। এ খাতে ভবিষ্যতে যাতে এ ধরনের বিশৃঙ্খলার সুযোগ কেউ না নিতে পারে সেজন্য টেকসই পদপে নিতে হবে বলেও জানান তিনি রোববার (১৮ আগস্ট) বিকেলে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের সভাকে সরকার, ট্যানারি মালিক, আড়ৎদার ও কাঁচা চামড়া সংশ্লিষ্টদের ত্রিপীয় বৈঠকে তিনি এ কথা বলেন। বৈঠকে আলোচনার পর পরবর্তী সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।

বৈঠকে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বেসরকারি খাত উন্নয়ন বিষয়ক উপদেষ্টা সালমান এফ রহমান, শিল্প প্রতিমন্ত্রী কামাল আহমেদ মজুমদার এবং বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব মো. মফিজুল ইসলাম। এফবিসিসিআই’র সহ-সভাপতি সভাপতি সিদ্দিকুর রহমান। এছাড়া ট্যানারি অ্যাসোসিয়েশনের নেতারা, চামড়া আড়ৎদার ও কাঁচা চামড়া সংশ্লিষ্টরা উপস্থিত রয়েছেন।

জানা গেছে, সরকারের মধ্যস্ততায় ট্যানারি মালিকদের কাছে চামড়া বিক্রি করতে সম্মত হয়েছেন আড়ৎদাররা। তবে ট্যানারি মালিকদের কাছে যে বকেয়া পাওনা রয়েছে, তা আদায়ে ২২ আগস্ট এফবিসিসিআইয়ের মধ্যস্ততায় সমাধান হবে বলে সিদ্ধান্ত এসেছে ত্রিপীয় বৈঠকে।

চট্টগ্রামে ৩০ ট্রাক চামড়া ফেলে দেওয়া হয়েছে এমন প্রশ্নের জবাবে শিল্পমন্ত্রী বলেন, চামড়া নিয়ে যে জটিলতা সৃষ্টি হয়েছে সেখানে কিছু কিছু রাজনৈতিক উদ্দেশ্য থাকতে পারে বলে জেলা থেকে যারা এসেছেন তারা জানিয়েছে। বিএনপি রাজনীতির কোনো কিছুতে না পেরে চামড়ায় বিনিয়োগ করেছে। এগুলো আমরা গুরুত্ব দেই না। আমরা এ বিষয়ে সচেতন। এখন কেউ চামড়া মাটিচাপা দিয়ে ও পুড়িয়ে ছবি দিলে আমাদের কিছু করার নেই।

নুরুল মজিদ হুমায়ুন বলেন, চামড়া দেশের গুরুত্বপূর্ণ অর্থনৈতিক খাত। চামড়া শিল্পে কোনো সমস্যা নেই। চামড়ার বিষয়ে নীতিমালা হচ্ছে। আর আজকের বৈঠকে বিষয়টি সমাধান হয়েছে। আগামী ২২ আগস্ট আড়ৎদার ও ট্যানারি মালিকরা এফবিসিসিআইয়ের মধ্যস্ততায় বসে সিদ্ধান্ত নেবে। এটা গতানুগতিক, এখানে তেমন কোনো সমস্যা নেই। আজকেই সব সমাধান হয়েছে।

মাত্র ১০ হাজার চামড়া নষ্ট হয়েছে। চামড়া কেনা ইতোমধ্যে শুরু হয়ে গেছে।

প্রধানমন্ত্রীর বেসরকারি খাত উন্নয়ন বিষয়ক উপদেষ্টা সালমান এফ রহমান বলেন, একটি কুচক্রী মহল সরকারকে বিপদে ফেলতে চামড়া ব্যবসায়ীদের বিভ্রান্ত করেছে। ফলে চামড়ার বিশাল দরপতন হয়েছে। কোরবানিতে এক কোটি চামড়া হয়। এবার তার মধ্যে মাত্র ১০ হাজার চামড়া নষ্ট হয়েছে। প্রতিবছর কিন্তু ৫ হাজার চামড়া এমনিতেই নষ্ট হয়। এবার মূলত বেশি গরমের জন্যই চামড়া বেশি নষ্ট হয়েছে। জেলা থেকে আগত প্রতিনিধিরা এ কথা জানিয়েছেন বলে জানান তিনি।

বাংলাদেশে আশ্রয় নেয়া রোহিঙ্গাদের প্রত্যাবাসন শুরু করতে প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি চলছে

নিজস্ব প্রতিনিধি,ঢাকা,আগষ্ট ১৮।। বাংলাদেশের কক্সবাজার জেলার উখিয়া ও টেকনাফে আশ্রয় নেয়া রোহিঙ্গাদের প্রত্যাবাসন শুরু করতে প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি চলছে।এ উপলে সীমান্তের কেরুনতলী এবং ঘুমধুম পয়েন্টে দু’টি ট্রানজিট ক্যাম্প সংস্কার করা হচ্ছে।

রোহিঙ্গাদের প্রত্যাবাসন প্রস্তুতির অংশ হিসাবে রোববার রোহিঙ্গা প্রত্যাবাসন সম্পর্কিত টাস্কফোর্সের সভা কক্সবাজারে শরণার্থী ত্রাণ ও প্রত্যাবাসন কমিশনার কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত হয়েছে।টাস্কফোর্সের কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, রোহিঙ্গারা স্বদেশে ফিরতে রাজি হলে দ্রুত এই প্রত্যাবাসন শুরু করা হবে।

টাস্কফোর্স সূত্রে জানা গেছে, বাংলাদেশের প থেকে এই পর্যন্ত ২২ হাজার রোহিঙ্গার তালিকা মিয়ানমারের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে। এই তালিকা থেকে ৩ হাজার ৩’শ জনের অনুমোদন দিয়েছে মিয়ানমার।সভায় সভাপতিত্ব করেন শরণার্থী ত্রাণ ও প্রত্যাবাসন কমিশনার মো. আবুল কালাম। এতে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন চট্টগ্রামের অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার নুরুল আলম নিজামী, কক্সবাজারের জেলা প্রশাসক মো. কামাল হোসেন, পুলিশ সুপার এবিএম মাসুদ হোসেন ও অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক এসএম সরওয়ার কামাল।

শরণার্থী ত্রাণ ও প্রত্যাবাসন কমিশনার মো. আবুল কালাম জানান, টাস্কফোর্সের সভায় রোহিঙ্গা প্রত্যাবাসন শুরু করতে প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি নিয়ে আলোচনা হয়েছে।প্রত্যাবাসনের জন্য টেকনাফের কেরুনতলী এবং নাইংছড়ির ঘুমধুম পয়েন্টকে প্রস্তুত রাখার সিদ্ধান্ত হয়েছে।আবুল কালাম জানান, এ ব্যাপারে এখনও চূড়ান্ত কোন নির্দেশনা পাওয়া যায়নি। তবে প্রত্যাবাসন নিয়ে আমাদের প্রস্তুতি রয়েছে।তিনি জানান, সীমান্তের দু’টি ট্রানজিট পয়েন্ট কেরুনতলী এবং ঘুমধুমকে প্রস্তুত করা হচ্ছে। সব কিছু চূড়ান্ত হলে দু’টি পয়েন্টে প্রত্যাবাসন শুরু করা যাবে।

মিয়ানামারের ছাড়পত্র পাওয়া ৩ হাজার ৩’শ রোহিঙ্গার একটি তালিকা

ছয়ের পাতায়

হরেকরকম হরেকরকম হরেকরকম

গরমে প্রয়োজন কুল ট্রিটমেন্ট

এখন গরম। এই গরমে ত্বক একটু বেশি রকম সমস্যার জর্জরিত হয়। সিবাসিয়াস গ্ল্যান্ড থেকে অতিরিক্ত তেল নির্গত হতে থাকায় ত্বক তেলতেলে হয়ে যায়। তার ওপর ঘামের প্রভাব ত্বককে নাজেহাল করে দেয়। ব্রণ সৃষ্টি হয়। এর সহেগ অ্যাকনে র‍্যাসেড দাপট তো আছেই। এই সব সমস্যা থেকে মুক্তি পেতে গরমে প্রয়োজন কুল ট্রিটমেন্টের, তার জন্য যে ট্রিটমেন্টটি উপযুক্ত তার নাম টারম্যানরিক জেল ফেসিয়াল বা ট্রিটমেন্ট। এই ট্রিটমেন্ট করানোর আগে হলুদের গুণাগুণ সম্বন্ধে জেনে নেওয়া দরকার। হলুদের ব্যবহার রূপচর্চা বা ওষুধ হিসাবে আমাদের দেশেক প্রাচীনকাল থেকেই চলে আসছে। এটি কেটি ভেষজ উপদান। হলুদ আয়রন এবং ম্যাঙ্গানিজের উৎস। হলুদে আছে ভিটামিন বি, ফাইবার এবং পটাশিয়াম। সাধারণ টাকাছেঁড়ায় লহুদ অ্যান্টিসেপটিকের কাজ করে। ক্ষতিগ্রস্ত ত্বক বা যাদের ত্বকে অ্যালার্জির প্রকোপ বেশি তা কমাতে এবং নতুন কোষ গঠনেও হলুদ উপকারী। এটি ত্বকের দাগ দূর করে। ত্বকের ট্যানও নির্মুল করে।এই চারম্যারিক জেল ফেসিয়ালের উপকারিতা অনেক। এটি তৈলাক্ত ত্বকের পক্ষে উপকারী। এই ম্যাসাজ জেলটি তৈলাক্ত ত্বকের অতিরিক্ত তেল নিয়ন্ত্রণ করার দন্য খুব উপযোগী, ব্রণ নির্মূল করতে সাহায্য করে। এই প্রাকৃতিক ভেষজ পর্দাথ যাথা টিট্রি অয়েল, অ্যালোভেপরা জুস ও টারাম্যারিক কবা হলুদের নির্যাস সমৃদ্ধ হওয়ায়া ত্বককে নরম ও উজ্জ্বল বানায়।

এই ফেসিয়ালটি বেশ কয়েকটি ধাপে হয়। ক্লনজিং, এক্সফোলিয়েশন, নারিশিং, ম্যাসাজ ওবং প্রোটেক্ট প্যাক ণাগানোর মাধ্যমে করা হয়।

প্রথম ধাপে ঠান্ডা জলে তোয়ালে ভিজিয়ে তা দিয়ে মুখ মুছে লেমন ক্লিনজার দিয়ে দু'মিনিট কহালকা ম্যাসাজ করে ময়লা তুলে ফেলা হয়। এই লেমন ক্লিজারটি তৈলাক্ত ত্বকের জন্য উপযুক্ত। এই তেল নিয়ন্ত্রণকারী ক্লিনজারি ভেষজ উপাদান যথা লেমন নির্যাস, পুদিনা নির্যাস, নিম নির্যাস ও ভিটামিন, সি-তে সমৃদ্ধ। এরপর তোয়োলে দিয়ে মুখে মুছে নিম স্কারাবার ব্যবহার করা হয়। এটি নিম নির্যাস সমৃদ্ধ হওয়ার তৈলাক্ত ও সেনসেটিভ ত্বকের পক্ষে খুব উপযোগী। তাছাড়া এটি খুব মসৃণ দানা যুক্ত হওয়ায় তৈলাক্ত ও ক্ষতযুক্ত ত্বকে ব্যবহার কার হয়। এই নিম স্ক্রাবার দিয়ে দু'মিনিটে হালকা ম্যাসাজ দেওয়া হয়। এই এক্সফোলিয়নের মাধ্যমে ত্বকের উজ্জ্বলতা ফিরে আসে। ত্বক দ্বাগমুক্ত হয়। ত্বক মোলায়েম করার জন্য না ঘষে মর্নিং মিস্ট লোশন লাগনো হয় আলতোভাবে। তারপর টারাম্যারিক ম্যাসাজ জেল দিয়ে মুখেথর ও ঘাড়ের সঠিক প্রেশার পয়েন্টের মাধ্যমে লিম্ফোটিকক ম্যাসাজ দেওয়া হয়। এই ম্যাসাজ ক্রিমটি টিট্রি অয়েল ও হলুদের গুণ সমৃদ্ধ হওয়ায় ত্বককে নগরং ও তরুণ করে কোলে। লিম্ফোটিক ম্যাসাজের মাধ্যমে শরীরের সমস্ত বর্জ্যপদার্থ বের করে জি টক্সিফাই করা হয়। পাঁচ-ছয় মিনিট হাতে এই ম্যাসাজ দেওয়ার পর ওজোন মেশিন চালানো হয়।

যাতে এই ক্রিমটি ত্বকের ডারমিস স্তরে পৌছায় ও ত্বকের সুপার ফেসিয়াল ডেড সেলগুলিকে রিমুভ করে।ত্বকের ভিতরে বর্জ্যপদার্থ বের হতে সাহায্য করে এবং ব্রণ থাকলে সেখানে ইনফেকশন ফ্রি জোন তৈরি করে। ত্বক জীবাণউমুক্ত করে । এরপর ঠান্ডা জল দিয়ে মুখ মুছে ফেলা হয়।

এবার টি ট্রি গ্লো লাগানোর পালা। এই প্যাকটিতে নিহিত বেষজ উপাদান আলট্রায়োলেট রশ্মি ও পরিবেশের ক্ষতিকারক প্রভাব ত্বকের ওপর পড়তে দেয় না। এবং অতিরিক্ত তেলের জন্য যে ব্রণ তা থেকে ত্বককে গভীরে গিয়ে জমে যাওয়া মৃত কোষগুলিকে সাফ করে দেয়। ত্বকের ময়েশ্চার ও অয়েলের সমতা বজায় রাখে। মুখ গলা ও ঘাড়ে মোটা করে প্যাকটি লাগিয়ে ২০- ৩০ মিনিট পর শুকিয়ে গেলে জল স্প্রে করে হালকাভাবে একটু ম্যাসাজ দিয়ে তুলে ফেলতে হবে।

হলুদের গুণ সম-দ্ধ টারাম্যারিক জেল ফেসিয়ালটি তৈলাক্ত ত্বক বা ব্রণর জন্য উপকারী হলেও এই গরমে যাঁদের শুষ্ক ত্বক তাঁরা এই ফেশিয়ালটি অর্থাৎ কুলিং ট্রিটমেন্ট করাতে পারেন। তংদের ক্ষেত্রে প্রথমে অ্যালেভেরা যুক্ত ক্লিনজার দিয়ে মুখ পরিশকার করে ম্যাসাজ জেলের সঙ্গে আমন্ড ক্রিম ক্লিনজার দিয়ে মুখ পরিশকার করে ম্যাসাজ জেলের সঙ্গে আমন্ড ক্রিম বা ক্যারট ক্রিম মিশিএয় লিণে'াটিক ম্যাসাজ দিতে হবে।

এর পরে গ্যালভানিক মেশিন চালাতে হবে। এতে রোদের কালো ছোপ এবং ট্যান দূর হয়ে ত্বকের গ্লো ফিরে আসবে। এই অ্যাপেল জুস, লেমন জুস, টম্যাটো জুস ও পুদিনা পাতার রসসমৃদ্ধ যা ত্বকের ভাব দূর করে। ত্বককে টানটান রাখে। এটি পরিবেশের দূষণজনিকত ও ক্ষতিকারক প্রভাবে থেকে ত্বককে রক্ষা করে। সবচেশেষে সামারকুল জেল ও সানস্কিত্রন মিসিয়ে মুখে মাখতে হবে।

এই ট্রিটমেন্টে গরমে ঝলসে যাওয়া ত্বক, কালো ছোপযুক্ত ত্বকের সমস্যা দূর হয়। হিট র‍্যাশ, আকনে ত্বহক থেকে নির্মূল হয়। ত্বকের সমস্যা অনুযায়ী ৩/৪ টি সিটিং নেওয়া প্রয়োজন।

ঘরোয়াভাবে ও হলুদ দিয়ে আপনি রূপচর্চা করতে পারেন। তাতওে তাঁদের ত্বকে দু'চামচ আঙুরের রস ও কাঁচা হলুদ বাটা ও গোলাপ জল মিশিয়ে হালকা ম্যাসাজ করে ঠান্ডা ভেজা তোয়ালে দিয়ে মুখ মুছে টোনার লাগানো ব্রণ পিম্পল চলে যাবে। বলিরেখার জন্য হলুদের গুঁড়ো, দুধের সরের সঙ্গে মিশিয়ে চোখের চারপাশে ও বলিরেখা যুক্ত জায়গায় লাগিয়ে দশ- পনেরো মিনিট রেখে জল দিয়ে ধুয়ে ফেলতে হবে। বেসন, চালের গুঁড়ো দই বা দুধ পাতিলেবুর রস, কাঁচা হলুদ মিসিয়ে স্ত্রার তৈরি করে সপ্তাহে তিন দিন করে লাগালে ত্বক উজ্জ্বল ও মসৃণ হয়। কাঁচা হলুদ বাটা নিয়মিত ব্যবহার করলে ও মাখলে ত্বক রোদে কম পোড়ে এবং কালো হওয়াডসম্ভাবনা কম থাকে। ম্যাসাজের জন্য দুধের সর, মধু ও কাঁচা হলুদ ব্যবহার করা যেতে পারে। হলুদ শুধু রূপচর্চায় নয়। আমাদের দৈনন্দিন জীবনে নানাভাবে কাজে লাগে। অ্যাজমা থেকে শুরুর করে ক্যানসারের মতো মারাত্মক ব্যাধিতেও হলুদ কার্যকরী ভূমিকা রাখে। অধিকাংশষ রান্নায় হলুদ ব্যবহৃত হওয়ায় খাবার জীবাণুমুক্ত হয়।

শ্যুটিং চলাকালীন কুকুরের আক্রমণে গুরুতর জখম টেলিভিশন অভিনেত্রী

শ্যুটিং চলাকালীন কুকুরের আক্রমণে গুরুতর জখম টেলিভিশন অভিনেত্রী রীনা আগরওয়াল। সূত্রের খবর, ক্যেয়া হাল মিস্টার পঞ্চাল'র শ্যুট চলাকালীন কুকুরের আক্রমণে জখম হন তিনি। শ্যুটিংয়ের দৃশ্যটি ছিল কুকুরের সঙ্গেই। শ্যুট চলতে চলতে হঠাৎই কুকুরটা আক্রমণাত্মক হয়ে ওঠে, এবং রীনার মুখে কামড় বসায়। গুরুতর জখম অবস্থায় হাসপাতালে ভর্তি করতে হয় তাঁকে।

হাসপাতালে সূত্রে জানা গিয়েছে, বেশ কয়েকটি সেলাই করতে হয়েছে তাঁর মুখে। ডাক্তাররা স্পষ্ট জানিয়ে দেন যেহেতু মুখে চোট পেয়েছেন আর স্টিচও রয়েছে তাই তাঁকে কমপক্ষে এক মাসের জন্য বেডরেস্টে থাকতে হবে।

'ক্যেয় হাল মিস্টার পঞ্চাল' সিরিয়ালের ঘনিষ্ঠ সূত্র মারফত শোনা যায়, রীণার চোট গুরুতর। কুকুরটি তার ঠিক ডান চোখের নীচে দাঁত বসিয়েছে। কোকিলাবেন আম্বানি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার পর তাঁকে প্রায় পাঁচটা ইজেকশন দেওয়া হয়। এরপর প্রয়োজন পরলে আরও

কয়েকটি দিতে হবে। হাসপাতালের কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে আঘাতটি ঠিক হতে কুড়ি তিরিশ দিন সময় লাগবেই।

গরমে রোগ সারাতে কাঁচা আম

গরম এসে গেছে আর এখনই কাঁচা আমের মৌসুম। আমরা জানি আমকে বলা হয় ফলের রাজা। সব বয়সের মানুষ পাকা আম পছন্দ করে এবং অন্য যেকোনো ফলের চেয়ে এই ফলটি বেশিরভাগ মানুষ পছন্দ করে। কিন্তু কাঁচা আমের স্বাস্থ্য উপকারিতার কথা জানলে আপনি বুঝতে পারবেন কাঁচা আম খাওয়ার প্রয়োজনীয়তার কথা। কাঁচা আমের গন্ধে মন ভরে যায় সতেজতায়। চাষের ধরন অনুযায়ী আম বিভিন্ন আকার আকৃতির হয়ে থাকে। আসলে আমের বিভিন্ন রকম ১০০০ টি প্রজাতি আছে। স্কুলের বাচ্চাদের ও অনেক পূর্ণ বয়স্ক মানুষের প্রিয় কাঁচা আম প্রোটিন, কার্বোহাইড্রেট, ভিটামিন, মিনারেল ও জলে ভরপুর। কাঁচা আম সাধারণত আচার বানানোর কাজে ব্যবহার করা হয়। এছাড়াও জুস, চাটনি, সস, জ্যাম এবং ফলি হিসেবে খাওয়া হয়। তবে সবচাইতে আকর্ষণীয় হচ্ছে কাঁচা আমের ভর্তা। আসুন তাহলে জেনে নেই কাঁচা আমের স্বাস্থ্য উপকারিতাগুলো সম্পর্কে।

এসিডিটির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে ঃ খাদ্যাভ্যাসের জন্য বেশিরভাগ মানুষই এসিডিটির সমস্যায় ভুগে থাকেন। কাঁচা আম খেলে এডিডিটির সমস্যা থেকে মুক্তি পাওয়া যায়। ওষুধ গ্রহণ ছাড়াই আপনার হজমে সাহায্য করবে কাঁচা আম।

জলের ঘাটতি রোধ করেঃ গরমে আমাদের শরীর থেকে অনেক জল বাহির হয়ে যায়। শরীরের তৃষ্ণা মেটানোর জন্য এবং জলের ঘাটতি পূরণের জন্য সামান্য লবণ দিয়ে কাঁচা আম খান।

পেটের সমস্যা দূর করেঃ গরমের সময় বেশিরভাগ মানুষের পেটে সমস্যা হতে দেখা যায়। ডায়রিয়া আমাশয় ও বদহজমের মত সমস্যাগুলোর বিরুদ্ধে কাজ করে। খাদ্য হজমে সহায়তা করে কাঁচা আম। অন্ত্রকে পরিষ্কার করে ও কোষ্ঠকাঠিন্য থেকে মুক্তি দেয় কাঁচা আম।

ওজন কমায়ঃ মিষ্টি আমের চেয়ে কাঁচা আমে চিনি কম থাকে বলে এটি ক্যালরি খরচে সাহায্য করে।,

স্কার্ভি ও মাড়ির রক্ত পড়া প্রতিরোধ করে ঃ কাঁচা আম খেলে আপনার শরীরের জন্য প্রয়োজনীয় ভিটামিন সি সরবরাহ করে। স্কার্ভি, অ্যানেমিয়া ও মাড়ির রক্ত পড়া কমায় কাঁচা আম। কাঁচা আমের পাউডার বা আমচুর স্কার্ভি নিরাময়ে অত্যন্ত কার্যকরী।

মুখের স্বাস্থ্য রক্ষা করে ঃ সবুজ কাঁচা আম খাওয়া মাড়ির জন্য উপকারী। এটি খুব মাড়ির রক্ত পড়াই বন্ধ করে না নিঃশ্বাসের দুর্গন্ধ এবং দাঁতের ক্ষয়রোধ করে।

মর্নিং সিকনেস এর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে ঃ বিশেষ করে গর্ভবতী নারীদের মর্নিং সিকনেস দূর করতে চমৎকারভাবে কাজ করে কাঁচা আম। সামান্য লবণ লাগিয়ে কাঁচা আম খেলে বমি বমি ভাব দূর হয়।

দৃষ্টি শক্তির উন্নতি ঘটায় ঃ কাঁচা আম আলফা ক্যারোটিন ও বিটা ক্যারোটিনের মত ফ্লাভনয়েড সমৃদ্ধ। এইসব উপাদান দৃষ্টিশক্তির উন্নতি ঘটায়।

লিভারের সবচেয়ে ভালো বন্ধু ঃ লিভারের রোগ নিরাময়ের একটি প্রাকৃতিক উপায় হচ্ছে কাঁচা আম। যখন কাঁচা আম চিবানো হয় তখন পিত্ত থলির অ্যাসিড ও পিত্ত রস বৃদ্ধি পায় । এর ফলে যকৃতের স্বাস্থ্য ভালো হয় এবং অন্ত্রের ব্যাকটেরিয়ার ইনফেকশন পরিষ্কার করে।

গরমে জ্বর ও টাইফয়েড প্রকোপ বাড়ে

এই ঋতুতে একটু সাবধানতা অবলম্বন না করলেই সমস্যা। এই সময় জলবাহিত রোগের প্রাদুর্ভাব ভয়ংকর ভাবে বেড়ে যায়। টাইফয়েড, জন্ডিস, কলেরার প্রকোপে আমাদের জীবন জেরবার হয়ে পড়ে। এবার আমি টাইফয়েড নিয়ে আলোচনা করব। কারণ এই রোগটি বাংলার মানুষজনকে বহুদিন ধরে ভোগাচ্ছে।

যেসময় অ্যান্টিবায়োটিক ছিল না, সেই আমলে এই রোগটি ত্রাস সৃষ্টি করেছিল। তখন মানুষজন হোমিওপ্যাথি ও আয়ুর্বেদিক চিকিৎসা করিয়ে এই টাইফয়েডের মারাত্মক ছোবল থেকে রেহাই পেতেন। এরপর এল অ্যান্টিবায়োটিকের যুগ। ফলে চিত্রটা বহুলাংশেই পাল্টে গেল। তা সত্ত্বেও টাইফয়েডের আক্রমণ থেকে সদ্য রেহাই পেয়েছেন এমন বহু মানুষকে বলতে শোনা যেত— রোগ তো সেরেছে কিন্তু হজমের বারোটা বেজে গেছে। কেউ কেউ চুল উঠে যাচ্ছে, কেউবা কানে কম শুনছেন বা স্মৃতিভ্রংশ হচ্ছে বলে অভিযোগ করতেন।

টাইফয়েডের পুরনো ওষুধ ক্লোরাম ফেনিকল এখন খুব একটা ব্যবহার হয় না। তবে কোনো কোনো চিকিৎসক এখনো এই ওষুধটি দেন, তারা পছন্দ করেন। কিন্তু ক্লোরাম ফেনিকাল:- পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া নেই বললেই চলে। আগে টাইফয়েড রোগটি নির্ণয় করতেও অনেক সময় লাগত। সাতদিনের আগে রোগটি টাই ফয়েড কী না বোঝা যেত না। বর্তমানে বহু উন্নত অ্যান্টিজেন কিট এসে গেছে। যার মাধ্যমে দ্রুত রোগটি কি তা বোঝা যায়। ফলে খুব তাড়াতাড়ি ব্রড স্প্রেকটাম অ্যান্টিবায়োটিক প্রয়োগ করার যাচ্ছে।টাইফয়েড ব্যাকটেরিয়া ঘটিত অসুখ। আগে টাইফয়েড রোগটি নির্ণয় করতেও অনেক সময় লাগত। সাতদিনের আগে রোগটি টাই ফয়েড কী না বোঝা যেত না। বর্তমানে বহু উন্নত অ্যান্টিজেন কিট এসে গেছে। যার মাধ্যমে দ্রুত রোগটি কি তা বোঝা যায়। ফলে খুব তাড়াতাড়ি ব্রড স্প্রেকটাম অ্যান্টিবায়োটিক প্রয়োগ করার যাচ্ছে।

টাইফয়েড ব্যাকটেরিয়া ঘটিত অসুখ। জলের মাধ্যমে আমাদের শরীরে প্রবেশ করে পাকস্থলীতে গিয়ে পৌঁছায়। এবং সেখানে যুদ্ধকালীন পরিস্থিতিতে নানা কান্ডকারখানা ঘটায়। অবশেষে যা হওয়ার তাই হয়। পাকস্থলীর ওই অংশের লিমপ্যাটিককে আক্রমণ করে ঘা তৈরি করে। বহুক্ষেত্রে রুগির পাকস্থলী পাতলা ফিনফিনে হয়ে যায়। আগেকার দিনের চিকিৎসকরা এজন্য রোগীদের হালকা সহজপাচ্য খাওয়ার খেতে বলতেন। শক্ত কিছু লাগলে তো ওই অংশটা ফুটো হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। কিন্তু উন্নত অ্যান্টিবায়োটিক এসে যাওয়ার দরুণ বর্তমান চিকিৎসকরা এখন সব ধরনের খাওয়ারই খেতে বলেন। আমি কিন্তু এখনো হালকা সহজপাচ্য খাওয়ারই খেতে বলি।

হোমিওপ্যাথিতে টাইফয়েডের অনেক ভালো ওষুধ আছে। আমাদের শাস্ত্রে কাঁটা দিয়ে কাঁটা তোলা হয়। আমরা সেই বিষকেই প্রয়োগ করি যা সেটা তৈরি করতে পারে।

হোমিওপ্যাথি ওষুধের মাধ্যমে যখন সেই বিষটি প্রয়োগ করা হয় তখন সেটি শরীরের রোগপ্রতিরোধ ক্ষমতাকে চমৎকার ভাবে বাড়িয়ে দেয়। ফলে অসুখটি খুব সহজেই নিয়ন্ত্রণে চলে আসে।

হোমিওপ্যাথিতে ব্যাপটিসিয়া অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি ওষুধ। রোগীর মুখে,প্রস্রাব ও মলে প্রস্রাব দুর্গন্ধ রয়েছে। এক্ষেত্রে নিম্নমাত্রায় ব্যাপটিসিয়া ৩ এক্স বা ৬ বারে বারে প্রয়োগ করে চমৎকার ফল পাওয়া যায়। প্রবল অ্যান্টিবায়োটিক ব্যবহার করেও রোগীর জ্বর কমান যাচ্ছে না। এই ওষুধটি ব্যবহার করার আটচল্লিশ ঘন্টার মধ্যে তার জ্বর কমে যেতেও দেখেছি। আগেকার দিনে টাইফয়েড বা এন্টারিক ফিভার হয়েছে কি না বুঝতে বেশ কিছুদিন সময় লাগত। এখন তো সে সমস্যা নেই। কী হয়েছে সেই ফলটা খুব দ্রুত জানা যায়। আমরা যদিও রোগীর লক্ষণ দেখে ওষুধ দিই। তবুও এই দ্রুতরোগ নির্ণয় করাটা আমাদের সবার পক্ষেই শুভ হয়েছে।

টাইফয়েডে আক্রান্ত রোগীদের জন্য আর একটি চমৎকার ওষুধ হল টাইপয়েডিনাম। টাইফয়েড থেকে তৈরি এই ওষুধটি খুবই অদ্ভুত কাজ করে। এটি শুধু অসুস্থ অবস্থায় নয়। টাইফয়েড জনিত যেসব সমস্যায় রোগী আক্রান্ত হন তা নির্মূল করতেও এটি প্রয়োগ করা হয়। একবার বিখ্যাত এক চিকিৎসক ডাঃ দুবে আমাকে একটা ঘটনা বলেছিলেন— একটি বাচ্চা ভীষণভাবে টাইফয়েডে আক্রান্ত হয়েছিল। তার গায়ের কাছে গেলেই সে প্রায় আঁতকে উঠে বলছিল তোমরা কাছে এস না, আমার শরীরে প্রবল ব্যথা। দুবে ছেলেটির রোগলক্ষণ দেখে আর্নিকা খেতে দেন। এই ওষুধটি খাওয়ার পর তার জ্বর এবং অন্যান্য উপসর্গ ধীরে ধীরে চলে গেল।

হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা খুব মুক্তমনে করতে হয়।

টাইফয়েডের ওষুধ কেবলমাত্র ক্লোরাম ফেনিকল ভেবে চিকিৎসা করলে চলবে না। এ টু জেড সব ওষুধই এক্ষেত্রে ঘুরে ফিরে আসতে পারে।

টাইফয়েডিনাম যেমন আসতে পারে তেমনিই আর্নিকা, ব্যাপটিসিয়া ব্যবহার করা হয়। হোমিওপ্যাথিতে এই রোগের কমন ওষুধ ব্যাপটিসিয়া, ব্রায়োনিয়া, হিপারসলেফ, বেলেডানা ঘুরে ফিরে আসে। এতে জ্বরও অন্যান্য উপসর্গ খুব তাড়াতাড়ি কমে যায়। রোগীর মাথা ভার, গলা ধরে আছে। গায়ে চাদর চাপা দিয়ে শুলে ঘাম হচ্ছে। কিন্তু চাপা সরালেই ঠান্ডা লাগছে, শীত করছে। ঘাম হচ্ছে অথচ জ্বর সারছে না— এক্ষেত্রে হিপারসালফ দারুণ কাজ করবে। টাইফয়েডের কারণে যাদের চুল উঠে যায় তাদের ক্ষেত্রে সালফার, থ্যালাসিয়াম, ফসফরাস দারুণ কাজ দেয়। তবে চিকিৎসকের পরামর্শ ছাড়া কখনোই কোনো ওষুধ খাওয়া উচিত নয়। টাইফয়েডের পর বহুক্ষেত্রে তোতলামি আসতে দেখেছি। এক্ষেত্রে টাই ফয়েডিনাম দারুণ কাজ করে।তবে একটা কথা অবশ্যই মনে রাখবেন— টাইফয়েড ভালো হয়ে গেছে বলে লাফালাফি করার দরকার নেই। সেরে যাওয়ার পরও অবশ্যই হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা করা দরকার। এসময় শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা ভীষণই নেমে যায়। এই সমস্ত সমাধান আমাদের ওষুধ ছাড়া কিছুতেই হবে না। আবার অসুস্থ হয়ে পড়বেন। পোস্ট টাইফয়েডের ক্ষেত্রে রোগী খুবই দুর্বল হয়ে পড়েন। তার দুর্বলতা ও রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াবার জন্য সালফার ওষুধটি অবশ্যই চিকিৎসকের পরামর্শমতো খেতে হবে। তা নাহলে রোগটি পুনরায় ফিরে আসার সম্ভাবনা থেকে যাবে।

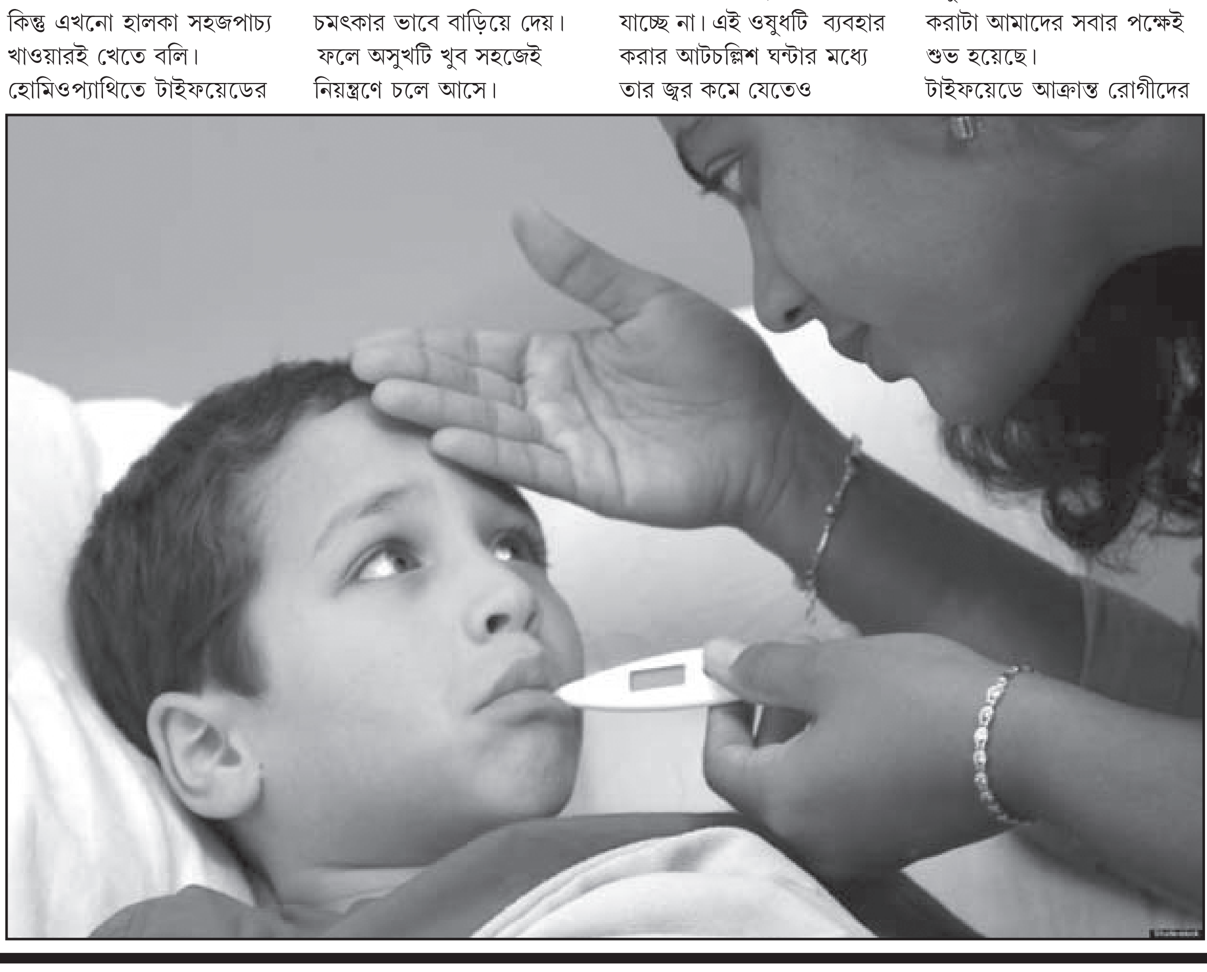

রবিবার রাজধানীতে আয়োজিত বিনা খরচে চক্ষু পরীক্ষার শিবিরের উদ্বোধন করা হয়। ছবি- নিজস্ব।

গ্রেফতার করিমগঞ্জের প্রাক্তন জেলাশাসক, বর্তমান কো-অপারেশন কমিশনার প্রদীপকুমার তালুকদার

করিমগঞ্জ (অসম), ১৮ আগস্ট (হি.স.) : গ্রেফতার হলেন করিমগঞ্জের প্রাক্তন জেলাশাসক প্রদীপ কুমার তালুকদার। সুতারকান্দির ল্যান্ডপোর্ট অথরিটির বহু কোটি টাকার জমি কেলেংকারির সঙ্গে জড়িত অভিযোগে রবিবার ভোরে তাঁকে তাঁর গুয়াহাটির বাসগৃহ থেকে গ্রেফতার করা হয়েছে। গুয়াহাটি পুলিশের সহযোগিতায় তালুকদারকে গ্রেফতার করে করিমগঞ্জের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়েছে অতিরিক্ত পুলিশ সুপার ড় দেবজিত নাথ প্রমুখ পুলিশের পদস্থ আধিকারিকরাউ প্রসঙ্গত, প্রদীপ কুমার তালুকদার বর্তমানে দিশপুরে কো-অপারেশন কমিশনার হিসেবে কর্মরত ছিলেন।

করিমগঞ্জের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার ড় দেবজিত নাথ বিশাল পুলিশ বাহিনী নিয়ে রবিবার সাতসকালে গুয়াহাটির হাতিগাঁও এলাকার বশিষ্ঠপুর চার নম্বর লেনে তাঁর ২০ নম্বর নিজস্ব বাড়ি থেকে প্রদীপ তালুকদার (এসিএস)-কে গ্রেফতার করেন। অতিরিক্ত পুলিশ সুপার ড় দেবজিত নাথকে এ ব্যাপারে পূর্ণোদ্যমে সহযোগিতা করেছেন গুয়াহাটির হাতিগাঁও থানার ওসি-সহ পুলিশের অন্য কর্মীরা। অতিরিক্ত পুলিশ সুপার রবিবার রাতেই প্রদীপ কুমার তালুকদারকে করিমগঞ্জে নিয়ে আসেন। সম্ভবত সোমবার তাঁকে আদালতে সোপর্দ করা হবে। সুতারকান্দির কয়লা মাফিয়া আব্দুল আহাদের সঙ্গে দহরম মহরমের ফল এবার হাতেনাতে পেয়ে গেছেন তদানীন্তন জেলাশাসক প্রদীপকুমার তালুকদার। আহাদের পাতা দুষ্কর্মের ফাঁদে পা দিয়ে বর্তমানে জেলের অন্ধকার কুঠুরিতে আবদ্ধ হয়ে দিন গুজরান করছেন আরেক এসিএস আধিকারিক তথা করিমগঞ্জের প্রাক্তন সার্কল অফিসার হোমেন গোহাঁই বরুয়া এবং দুই অফিস কর্মী মিহির রঞ্জন মালাকার ও প্রণীত নাথ। অন্য আরেক সিনিয়র এসিএস আধিকারিক তথা করিমগঞ্জের প্রাক্তন এডিসি নবারুণ ভট্টাচার্য বর্তমানে চাকরি থেকে সাময়িকভাবে বরখাস্ত হয়ে গ্রেফতারের ভয়ে গা ঢাকা দিয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছেন। প্রসঙ্গত, নবারুণ ভট্টাচার্য করিমগঞ্জ থেকে বদলি হয়ে শিলচরে কাছাড় ডিস্ট্রিক্ট ডেভেলপমেন্ট কমিশনার পদে কর্মরত ছিলেন।

জানা গেছে, নিজের দেহরক্ষীকে নিয়ে অতিরিক্ত পুলিশ সুপার ড় দেবজিত নাথ তদানীন্তন জেলাশাসক প্রদীপ কুমার তালুকদারকে গ্রেফতার করতে গতকাল, শনিবারই পৌঁছেন গুয়াহাটি। প্রদীপ তালুকদারের গুয়াহাটিতে বশিষ্ঠপুরের বাড়ির সামনে ভোররাত থেকে বিশাল পুলিশ বাহিনী নিয়ে ভোরের অপেক্ষা করছিলেন দেবজিত নাথ। সঙ্গে ছিল হাতিগাঁও থানার পুলিশ বাহিনী। আজ সকাল আনুমানিক আটটা নাগাদ বাড়ির সদর গেট খোলার পর পুলিশ বাহিনী নিয়ে বাড়ির ভেতরে প্রবেশ করে অভিযুক্ত প্রদীপ তালুকদারকে গ্রেফতার করেন দেবজিত নাথ। প্রদীপ তালুকদারকে গ্রেফতারের পর নিয়মমাফিক তাঁর শারীরিক চিকিৎসা করানোর পর সময় নষ্ট না করে তড়িঘড়ি সড়কপথে করিমগঞ্জের উদ্দেশে রওয়ানা দেন দেবজিত নাথ। কথাগুলি প্রতিবেদককে নিজেই জানান অতিরিক্ত পুলিশ সুপার ড় নাথ।

এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে, সুতারকান্দির জমি কেলেঙ্কারি মামলায় সার্কল অফিসার হোমেন গোহাঁই বরুয়া এবং আমিন প্রণীত নাথ ও কানুনগো মিহির রঞ্জন মালাকারকে গ্রেফতারের পর গত ৩ জুলাই করিমগঞ্জের প্রাক্তন জেলাশাসক তালুকদার ও এডিসি নবারুণ ভট্টাচার্যের বিরুদ্ধে পুলিশ ভারতীয় বিচার বিধির ৪১ নম্বর ধারায় নোটিশ জারি করে তাদেরকে সশরীরে থানায় হাজির হওয়ার তলব করেছিলেন সদর ডিএসপি সুধন্য শুক্লবৈদ্য। কিন্তু জেলা পুলিশের জারিকৃত নোটিশের কোনও গুরুত্ব না দিয়ে দুই আমলা থানায় হাজিরা দেননি। যার ফলে সুতারকান্দির বহু চর্চিত এই জমি কেলেঙ্কারি মামলার তদন্ত প্রক্রিয়া মাঝপথে স্তব্ধ হয়ে পড়ে। এর মধ্যে ডিসি প্রদীপ কুমার তালুকদার ও এডিসি নবারুণ ভট্টাচার্য আগাম জমিনের জন্য গৌহাটি হাইকোর্টের দরজায় কড়া নাড়েন।

এদিকে পুলিশের নোটিশ জারি হওয়ার অগ্রিম খবর পেয়ে দুজন তাঁদের কর্মস্থলে লাগাতর গড়হাজির থাকার ফলে শেষ পর্যন্ত সরকার গত ৯ আগস্ট তাদের চাকরি থেকে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করে। সরকারের কাছে এই জমি কেলেঙ্কারিতে প্রাক্তন ডিসি ও এডিসি জড়িত থাকার খবর রয়েছে।

প্রাপ্ত তথ্য মতে, সুতারকান্দির ল্যান্ডপোর্টের জমি কেলেঙ্কারি ঘটনা অত্যন্ত পরিকল্পনামাফিক সংগঠিত করা হয়েছিল। এই জেলায় সংগঠিত বিভিন্ন কেলেঙ্কারির বিতর্কিত খলনায়ক আব্দুল আহাদের মস্তিষ্কপ্রসূত এই পরিকল্পনায় জমির উত্তরাধিকারীদের বঞ্চিত করে ক্ষতিপূরণের বিশাল অর্থ ভুয়ো উত্তরাধিকারীদের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে। এই মামলায় রাজসাক্ষী হিসেবে রয়েছেন জেলাশাসক কার্যালয়ের রাজস্ব বিভাগের জ্যেষ্ঠ করণিক রজতকান্তি রায় ও পিয়ন প্রতাপ দেব।

তাঁরা পুলিশ ও আদালতকে যে বয়ান দিয়েছেন তা রীতিমতো আঁতকে ওঠার মতো। শুধু একটি ভুয়ো পওয়ার অব অ্যাটর্নিকে প্রাধান্য দিয়ে খোদ জেলাশাসকের নির্দেশে আহাদের হাতে প্রায় ৬৫ লক্ষ টাকা তুলে দেওয়া হয়েছে। ক্ষতিপূরণের নোটিশ জমি মালিকদের বাড়ির ঠিকানায় না পাঠিয়ে জেলাশাসকের কার্যালয়ের বারান্দায় আহাদের সঙ্গীদের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছিল বলে জানা গেছে। প্রাক্তন জেলাশাসক প্রদীপ কুমার তালুকদারের পর এবার প্রাক্তন এডিসি নবারুণ ভট্টাচার্যের বিরুদ্ধে পুলিশ কী পদক্ষেপ গ্রহণ করে তা দেখতে জেলাবাসী অপেক্ষা করছেন।

উল্লেখ্য সুতারকান্দি জমি কেলেঙ্কারি ঘটনায় মোট ২১টি মামলার তদন্ত করছে করিমগঞ্জ পুলিশ, জানান অতিরিক্ত পুলিশ সুপার ড় দেবজিত নাথ।

আন্দোলনরত পার্শ শিক্ষকরাদের পাশে বিজেপি, রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে সরব অর্জুন সিং

বারাকপুর, ১৮ আগস্ট (হি.স.) : আন্দোলনরত পার্শ শিক্ষকরাদের পাশে বিজেপি উ রবিবার দুপুরে জেলার বিজেপি কর্মী ও আন্দোলনরত পার্শ শিক্ষকরাদের নিয়ে মিছিল করে কল্যাণী থানায় যান বারাকপুরের বিজেপি সাংসদ অর্জুন সিং। প্রথমে থানা ঘেরাও কর্মসূচি পালন করেন তিনি। তারপর পুলিশের কাছে স্মারকলিপি জমা দেন। তিনি রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে সরব হন উ

সল্টলেকের পর বেতনবৃদ্ধির দাবিতে শনিবার কল্যাণীতে বিক্ষোভে বসেন আংশিক সময়ের শিক্ষকরা। দিনভর তাঁদের বুঝিয়ে বিক্ষোভ তোলার চেষ্টা করলেও ব্যর্থ হয় পুলিশ। অভিযোগ, এরপরই রাতে আলো নিভিয়ে শিক্ষকদের উপর অত্যাচার চালায় পুলিশ। ব্যাপক লাঠিচার্জ করা হয়। মারধর করা হয় পুরুষদের। মহিলাদের অনেকেরই শাড়ি, ব্লাউজ ছিঁড়ে দেওয়া হয়। এরই প্রতিবাদে রবিবারও ফের জমায়েত করলেন পার্শ শিক্ষকরা। রবিবার সকাল থেকেই কল্যাণী স্টেশনের বাইরে জমায়েত শুরু করেন তাঁরা। এদিন দুপুরে সেখানে যান অর্জুন সিং উ জেলার বিজেপি কর্মী ও আন্দোলনরত পার্শ শিক্ষকরাদের নিয়ে মিছিল করে কল্যাণী থানায় যান অর্জুন সিং। এদিনের মিছিলে অর্জুন সিং ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন নদিয়া জেলা বিজেপির সভাপতি মানবেন্দ্র রায়। প্রথমে থানা ঘেরাও হল উ তারপর পুলিশের কাছে স্মারকলিপি জমা দেন। সূত্রের খবর, পুলিশের শীর্ষ কর্তাদের কাছে একাধিক দাবি জানান বারাকপুরের সাংসদ। শনিবার সন্ধেয় কেন আলো নিভিয়ে প্যারা টিচারদের উপর অত্যাচার চালাল পুলিশ, সেই প্রশ্ন করেন তিনি।

এদিন তিনি বলেন, "রাজ্যে গণতন্ত্র বিপন্ন। সাধারণ মানুষ সরকারের বিরুদ্ধে বললেই অত্যাচার করা হচ্ছে। গোটা রাজ্যে পিসি-ভাইপো প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি চলছে।"

বিজেপি ছাড়াও পার্শ শিক্ষকরাদের দাবিকে সমর্থন করেছে কংগ্রেস, এসএফআই। যদিও এই আন্দোলনের সঙ্গে কোনও রাজনৈতিক যোগ নেই বলেই দাবি করেছেন বিক্ষোভকারীরা। তাঁদের স্পষ্ট বক্তব্য, "আমাদের বিক্ষোভের সঙ্গে কোনও যোগ নেই। তবে সমস্ত রাজনৈতিক দলকেই স্বাগত জানাব আমরা।

লালগড় রেঞ্জে হাতির হানায় মৃত্যু হল এক মহিলার

ঝাড়গ্রাম, ১৮ আগস্ট (হি.স.): জমিতে চারা ধান রোপন করতে যাওয়ার সময় ফের হাতির সামনে পড়ে মৃত্যু হল এক মহিলার। ঘটনাটি ঘটেছে রবিবার সকালে ঝাড়গ্রাম জেলার লালগড় রেঞ্জের ডাইনটিকরী এলাকায়। বনদফতর সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃত ওই মহিলার নাম ভাদু কালসার (৪৮) বাড়ি বিনপুর থানার মুরখনিয়া গ্রামে।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, ভাদু দেবীর স্বামী মারা যাওয়ার পর থেকে লালগড়ের ডাইনটিকরী গ্রামে দাদার বাড়িতে থাকতেন। রবিবার ভোর সাড়ে চারটা নাগাদ জমিতে চারা ধান রোপন করতে যাচ্ছিলেন। সেই সময় ছ''টি হাতির সামনে পড়ে যায় ভাদু দেবী। যার ফলে একটি হাতি ভাদু দেবীকে শুড়ে ধরে আছড় মারলে ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় তার। পরে স্থানীয় মানুষনেরা বনদফতরকে খবর দেন। খবর পাওয়ার পরেই বনদফতরের কর্মী ও স্থানীয় মানুষজনেরা মৃতদেহ উদ্ধার করে ঝাড়গাম জেলা হাসপাতালে পাঠিয়ে দেন ময়নাতদন্তের জন্য। বনদফতর সূত্রে জানা গিয়েছে এদিন বিনপুরের মালাবতীর জঙ্গলের দিক থেকে ছ'টি হাতি কংসাবতী নদী পার হয়ে লালগড়ের দিকে আসছিল সেই সময় হাতির দলের সামনে পড়ে যান ওই মহিলা।মেদিনীপুর বন বিভাগ সূত্রে জানা গিয়েছে বর্তমানে মেদিনীপুরী বনবিভাগের লালগড় রেঞ্জ, বাঁশবেড়ে ৩৫-৪০টি, কামরাঙ্গীর জঙ্গলে-১০-১২টি নয়াবসত রেঞ্জর উখলাতে ১ টি, চাঁদড়া রেঞ্জর গাররা- ১টি ভাদুতলা রেঞ্জ, ভুতাশোল, কদমডিহা -১টি আড়াবাড়ি রেঞ্জ, মহিষড়ুবি- ১ টি হাতি রয়েছে।স্থানীয় মানুষজনের অভিযোগ লালগড়ের এলাকায় হাতির দল তান্ডব চালাচ্ছে। বনকর্মীদের বারে বারে হাতি তাড়াতে বলেও হাতি তাড়ানোর ব্যাপারে কোনও উদ্যোগ নেয়নি বনকর্মীরা।উল্লেখ্য চলতি মাসের ৬ তারিখ মাণিকপাড়া রেঞ্জের ঠাকুরথান গ্রামের এক গৃহবধু মেঘ বৃষ্টির রাতে বাড়ির বাইরে শৌচকর্ম করতে গিয়ে হাতির সামনে পড়ে প্রাণ হরিয়ে ছিলেনে।এবিষয়ে মেদিনীপুর বন বিভাগের ডিএফও সন্দীপ বাড়ুয়াল বলেন, সরকারি নিয়ম অনুয়ায়ী মৃত ব্যক্তির পরিবার ক্ষতিপুরন পাবেন। হাতি গুলি এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় যাচ্ছিল। তার সাথে বৃষ্টি পড়ছিল।

কংগ্রেসে কোনও কার্যকর্তা নেই, সবাই নেতা, তাই আদর্শবান বিজেপিতে এসেছি রাষ্ট্রবাদী কাজ করার তাগিদে : ভুবনেশ্বর

গুয়াহাটি, ১৮ আগস্ট (হি.স.) : নরেন্দ্র মোদী নেতৃত্বাধীন এনডিএ সরকার প্রথম মেয়াদের সেই ২০১৪ সালের প্রথম দিন থেকেই এক নির্দিষ্ট আদর্শ ও নীতির বলে আক্ষরিক অর্থেই দেশের সেবায় রাষ্ট্র নির্মাণে নিরন্তর কাজ করে চলেছে। মোদী ও অমিত শাহ, সর্বোপরি বিজেপির সর্বস্তরের কার্যকর্তা যেভাবে রাষ্ট্রবাদের ওপর ভিত্তি করে নিঃস্বার্থে কর্মকাণ্ডে নিযোজিত রয়েছেন তা অন্তকরণে অনুভব করেই প্রায় চার দশকের বেশি যে দলে ছিলেন সেই কংগ্রেস ছেড়ে গেরুয়া বসন পরেছেন তিনি। আজ এভাবেই তাঁর বিজেপিতে যোগদানের কারণ বর্ণনা করেছেন চারবারের প্রাক্তন কংগ্রেসি সাংসদ, অসম প্রদেশ কংগ্রেসের দশ বছরের সভাপতি, রাজ্যের প্রাক্তন কংগ্রেসি মন্ত্রী ভুবনেশ্বর কলিতা।

গত ৯ আগস্ট দিল্লিতে বিজেপিতে যোগদান করে আজ প্রথম গুয়াহাটিতে দলের প্রদেশ সদর দফতরে পদার্পণ করেন ভুবনেশ্বর। দলের প্রদেশ সভাপতি রঞ্জিতকুমার দাস, রাজ্যের দুই মন্ত্রী তথা নেডা-র আহ্বায়ক হিমন্তবিশ্ব শর্মা এবং ভবেশ কলিতারা তাঁকে উষ্ণ সংবর্ধনা জানান। সংবর্ধনা অনুষ্ঠানের পর আয়োজিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে বক্তব্য পেশ করেন নবাগত বিজেপি সদস্য ভুবনেশ্বর কলিতা ও নেডা-র আহ্বায়ক হিমন্তবিশ্ব শর্মা।

সাংবাদিক সম্মেলনে বক্তব্য পেশ করতে গিয়ে বিজেপিতে যোগদানের কারণ বাখ্যা করে কলিতা বলেন, "আমি সবসময় নীতিগত ও আদর্শ রাজনীতিতে বিশ্বাসী। ভারতীয় জনতা পার্টির নীতি ও আদর্শ গ্রহণ করে একজন সাধারণ কার্যকর্তা হিসেবে এই দলে যোগদান করেছি।" তিনি বলেন, "কংগ্রেস ও বিজেপির মধ্যে নীতি ও আদর্শের মধ্যে আকাশপাতাল পার্থক্য। বিজেপির নীতি-আদর্শের ধারে-কাছেই আসতে পারবে না কংগ্রেস। আমার পুরনো দলে কোনও আদর্শও নেই নীতিও নেই, সব ব্যক্তি স্বার্থে জড়িত।"

তিনি বলেন, "আজ আমি অত্যন্ত সুখি। কংগ্রেসে এখন আর কোনও কর্মী বা কার্যকর্তা নেই, যাঁরা আছেন তাঁরা কেবল নেতা। অথচ দেখুন, বিজেপির একজন প্রধানমন্ত্রীও কার্যকর্তা, মন্ত্রীরাও কার্যকর্তা এবং খোদ সভাপতিও কার্যকর্তা। দলে প্রত্যেকের সমান স্থান, সমান মর্যাদা। এটাই ভারতীয় জনতা পার্টির বিশেষত্ব। এই বিষয়টিই আমাকে বেশি আকর্ষিত করেছে।"

কংগ্রেসের প্রাক্তন বরিষ্ঠ নেতা কলিতা আরও বলেন, নরেন্দ্র মোদী নেতৃত্বাধীন কেন্দ্রীয় সরকার সর্বক্ষেত্রে সফল। তিন তালাক, ৩৭০ ধারা বাতিল-সহ অন্য বেশ কয়েকটি যুগান্তকারী পদক্ষেপ ভারতবর্ষকে দ্রুত শিখরে নিয়ে যাচ্ছে। দেশ আজ বিশ্বের বুকে বিশেষ স্থান লাভ করতে সক্ষম হয়েছে। এই বিষয়গুলো কংগ্রেস দল কখনও ভাবতেই পারেনি।

নাগরিকত্ব আইন সংশোধনী বিল সংক্রান্ত সাংবাদিকদের এক জিজ্ঞাসার জবাবে এবার বিজেপির সুরেই ভুবনেশ্বর বলেন, 'রাজ্যর জনসাধারণ একে গ্রহণ করেছেন। তাই তো গত লোকসভা নির্বাচনে রাজ্যের জনতা দু হাতে বিজেপিকে ভোট দিয়েছেন। রাজ্যবাসীর মনে এখন ক্যাব প্রসঙ্গ নেই। হারিয়ে যাওয়া এক বিষয় নিয়ে আলোচনা না করাই ভালো।' বলেন, 'ভারতীয় জনতা পার্টির নির্বাচনী ইস্তাহারে যদি ক্যাব প্রসঙ্গে কিছু প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়ে থাকে, তা-হলে এর যোগ্য উত্তর অসমের জনসাধারণ লোকসভার নির্বাচনে দিয়ে দিয়েছেন। মানে রাজ্যের মানুষ এই বিল গ্রহণ করেছেন।' প্রসঙ্গত, এই কিছুদিন আগে পর্যন্ত নাগরিকত্ব সংশোধনী

ছয়ের পাতায়

রবিবার রাজধানীতে আয়োজিত ইউনাইটেড ব্যাঙ্কের সাংবাদিক সম্মেলনে ব্যাঙ্কের কর্মকর্তারা। ছবি- নিজস্ব।

বহু গণ্ডার হত্যায় জড়িত কুখ্যাত চোরাশিকারি বিদ্যা রংফার গ্রেফতার

জখলাবন্ধা (অসম), ১৮ আগস্ট (হি.স.) : বহু গণ্ডার হত্যার সঙ্গে জড়িত মোস্ট ওয়ান্টেড বিদ্যা রংফারকে অবশেষে গ্রেফতার করেছে জখলাবন্ধা পুলিশ। রবিবার তাকে পুলিশ ও কাজিরঙা বন সুরক্ষা বাহিনীর যৌথ দল অভিযান চালিয়ে গ্রেফতার করেছে।

জখলাবন্ধা থানার পুলিশ কর্তৃপক্ষ জানান, নির্দিষ্ট তথ্যের ভিত্তিতে আজ সকালে দেওপানি গুবিন গ্রামের এক বাড়ি থেকে দুর্ধর্ষ এই চোরাশিকারিকে প্রথমে আটক করে নিয়ে আসে। পরে তার স্বীকারোক্তির ভিত্তিতে তাকে বন্যপ্রাণী হত্যা সংক্রান্ত আইনের নির্দিষ্ট ধারায় গ্রেফতার করা হয়েছে। তার বিরুদ্ধে কাজিরঙায় বেশ কয়েকটি গণ্ডার হত্যার অভিযোগ রয়েছে বলে থানা কর্তৃপক্ষ জানান। তিনি আরও জানান, সে গণ্ডার হত্যা করে নাগাল্যান্ডের ডিমাপুরে আন্তর্জাতিক চক্রের হাতে গণ্ডারের খড়্গ পাচার করত। দীর্ঘদিন ধরে সে পলাতক থাকায় ধরা যাচ্ছিল না। অবশেষে জখলাবন্ধার দেওপানি গুবিন গ্রামের এক বাড়িতে সে এসেছে বলে গোপন তথ্যের ভিত্তিতে আজ সকালে অভিযান চালিয়ে তাকে পাকড়াও করা হয়েছে।

ডুলুং নদীর জল বেড়ে যাওয়ায় সমস্যায় ঝাড়গ্রামবাসী

ঝাড়গ্রাম, ১৮ আগস্ট (হি.স.): দু দিনের টানা বর্ষনে ডুলুং নদীর জল বেড়ে ঝাড়গ্রাম সদর বা স্থানীয় বাজার এলাকার সাথে যোগাযোগ একেবারে বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছে। যার ফলে চরম সমস্যায় পড়েছেন সাধারণ মানুষজনেরা। কোথাও আবার নতুন সেতুর দাবিতে সোচ্চার হচ্ছেন স্থানীয় বাসিন্দারা।

গত দুদিনের টানা বর্ষণের গোপীল্লভপুর দুই ব্লকের বেলিয়াবেড়া এবং মহুলি গ্রামের মাঝে ডুলুং নদীতে জল বেড়ে যাওয়ার ফলে কজওয়েটি একেবারে জলের তলে চলে গিয়েছে। ফলে দুই প্রান্তের কয়েকশ গ্রামের মানুষ রীতিমত তীব্র সমস্যায় পড়েছেন। বেলিয়াবেড়া এবং মহুলিতে স্থায়ী সেতুর দাবি আবারও তীব্র হয়েছে। কিছুদিন আগেই এখানে স্থানীয় সেতুর দাবি নিয়ে স্থানীয় মানুষ জন ব্লক প্রশাসনের দ্বারস্থ হয়েছিলেন। প্রতিবর্ষাতেই এখানে ডুলুং নীদতে জল বেড়ে যাওয়ার ফলে গোপীবল্লভপুর দুই ব্লকের বেলিয়াবেড়া, মহুলি, কেন্দুকুটা, ডাহি, কইমা, ভাদুয়া, রাঙ্গিয়া, মুচিড়ারা, গোকুলপুর এবং ঝাড়গ্রাম ব্লকের পটাশিমূল, আগুইবনি অঞ্চলের গ্রাম গুলি সহ বহু গ্রামের সঙ্গে একে বারে বিচ্ছন্ন হয়ে যায়। এর ফলে গ্রাম গুলির মানুষ জন পড়ে বিপাকে। স্কুল, কলেজ, ব্যাবসা সহ বভিন্ন প্রয়োজনে মানুষ জনকে ঘুর পথে যেতে হয়। জেলা সদর ঝাড়গ্রামে আসতেও হয় অনেকটা রাস্তা ঘুরে। গোপীবল্লভপুর দুই ব্লকের সদরে যেতেও হয় ঘুর পথে। গত দুদিনের বৃষ্টিতে জল বেড়ে যাওয়ার ফলে চরম সমস্যায় পড়েছেন স্থানীয়রা।

এলাকার বাসিন্দা সুকুমার খিলাড়ি বলেন, " আমরা খুবই কষ্টের মধ্যে রয়েছি। প্রতি বর্ষায় আমাদের গ্রাম গুলি বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়।ব্লক প্রশাসনের কাছে স্থায়ী সেতুর জন্য আমারা স্মারকলিপিও দিয়েছি। স্কুল, কলজে যেতে পারছে না পড়ুায়ারা। বেলিয়াবেড়া যেতে হলে অনেক রস্তা ঘুরে যেতে হচ্ছে। ঝাড়গ্রাম যেতে হলেও একই দশা। স্থায়ী সেতু হলে সমস্যা মিটিত।"

অন্যদিকে ঝাড়গ্রাম জেলার জামবনি ব্লকের চিল্কিগড়ে প্রতি বছরের মতোই এখানে দুদিনের বৃষ্টিতে ডুলুং নদীর জল বড়ে গিয়ে যোগযোগ বিচ্ছন্ন ব্লকের অসংখ্য গ্রাম।বাস চলাচল বন্ধ হয়ে গিয়েছে। ব্লক সদর গিধনি সহ ব্লকের অসংখ্য গ্রাম ঝাড়গ্রাম জেলা সদরের সঙ্গে বিচ্ছিন্ন। সড়ক পথে ঝাড়গ্রাম আসতে হলে অনেক ঘুর পথে যেতে হচ্ছে। অন্যদিকে, চিল্কিগড়ে কজওয়ের উপর দিয়ে জল তীব্র স্রোতে পের হচ্ছে। বাইক আরোহী, পথচারী দের স্থানীয় যুবকেরা ঝুঁকি নিয়ে পারপার করিয়ে দিচ্ছে সামান্য অর্থের বিনিময়ে। চিল্কিগড়েও ডুলুং নদীর উপর স্থায়ী সেতুর দাবি রয়েছে দীর্ঘ বাম জমানা থেকে।তবে বর্তমানে এখানে সেতু তৈরি প্রক্রিয় শুরু হয়েছে বলে জানা গিয়েছে প্রশাসন সূত্রে।

ফের জমায়েত করলেন পার্শ শিক্ষকরা, এবার কল্যাণী স্টেশনের বাইরে

কল্যাণী, ১৮ আগস্ট (হি.স.) : ফের জমায়েত করলেন পার্শ শিক্ষকরা। রবিবার সকাল থেকেই কল্যাণী স্টেশনের বাইরে জমায়েত শুরু করেন মাস্টারমশাই দিদিমণিরা। ফের শুরু হয়েছে অবস্থান। বক্তব্য একটাই, পুলিশ যাই করুক, দাবি আদায় না হওয়া পর্যন্ত আন্দোলন চলবে।

শনিবার সন্ধে বেলা পুলিশের একাংশের হাতে বেধড়ক মার খেয়েছিলেন তাঁরা। নির্বিচার লাঠিচার্জে ছত্রভঙ্গ হয়ে গিয়েছিল কল্যাণী সেন্ট্রাল বাস টার্মিনাসে প্রাথমিক ও উচ্চ প্রাথমিকের পার্শশিক্ষকদের অবস্থান। কিন্তু রবিবার সকাল হতেই ফের জমায়েত করলেন পার্শ শিক্ষকরা। তবে জায়গাটা একটু পাল্টে নিলেন তাঁরা। পার্শ শিক্ষকদের উপর লাঠিচার্জের ঘটনায় ঝড় বইছে রাজ্য রাজনীতিতে। সরগরম সোশ্যাল মিডিয়াও। পুলিশের বিরুদ্ধে শ্লীলতাহানির অভিযোগ তুলেছেন শিক্ষিকারা। তাঁদের দাবি, অন্ধকারে পেটানোর সময়েই একাধিক দিদিমণির পোশাক ছিঁড়ে দিয়েছে পুলিশ। সোশ্যাল মিডিয়ায় শনিবার রাত থেকেই ভাইরাল হতে শুরু করে পার্শ শিক্ষকদের উপর পুলিশি 'হামলা'র ক্লিপিং ও ছবি। পুলিশের বিরুদ্ধে কার্যত ফুঁসছেন 'আক্রান্ত' শিক্ষক-শিক্ষিকারা। এক পার্শ শিক্ষিকা বলেন, "এটাই এখন এ রাজ্যের পুলিশের চরিত্র। এঁরা টালিগঞ্জ থানায় গুন্ডাদের হাতে মার খায়, আর ন্যায্য দাবিতে আন্দোলন করলে পেটায়।" তবে রবিবার পার্শ শিক্ষকরা বোঝাতে চাইলেন, আরও বড় আন্দোলনের প্রস্তুতি নিচ্ছেন তাঁরা।

রবিবার রাজধানীতে আয়োজিত ইউকো ব্যাঙ্কের সাংবাদিক সম্মেলনে ব্যাঙ্কের কর্মকর্তারা। ছবি- নিজস্ব।

৭ সদ্যোজাত কুকুর শাবককে উদ্ধার করল ট্রাফিক পুলিশ

কলকাতা, ১৮ আগস্ট (হি.স): ফের কলকাতা পুলিশের মানবিক মুখ দেখল শহর কলকাতা। বৃষ্টিতে ৭ সদ্যোজাতকে নিয়ে অসহায় হয়ে পরেছিল মা কুকুর। তাদের উদ্ধার করে আশ্রয় দিলেন কলকাতার ট্রাফিক পুলিশের কর্মীরা। কর্তব্যরত এক পুলিশ কর্মীর কথায় , 'এখানেই থাকে কুকুরটি। বাচ্চা দিয়েছে। চোখ ফোটেনি এখনও। কোথায় থাকবে সেটাই ভাবছিলাম। এমন কাজ করে ভাল লাগছে'।

শুক্রবার বিকেল থেকে টানা বৃষ্টি শুরু হয়েছে শহর কলকাতায়। শনিবার সকাল থেকে বৃষ্টির বেগ আরও বাড়ে। প্রবল বৃষ্টিতে জলমগ্ন হয়ে পড়েছে শহর। কোথাও হাঁটুজল তো কোথাও আবার কোমর সমান জল। বৃষ্টি থামলেও কোথাও কোথাও জল রবিবারেও নামেনি। এরই মাঝে সায়েন্স সিটি মোড়ের কাছে খোলা আকাশের নিচে ফুটফুটে সাতটি শাবকের জন্ম দিয়েছিল পথের এক কুকুর। লাগাতার বৃষ্টির জেরে সদ্য জন্মানো শাবকদের নিয়ে আশ্রয় খুঁজছিল মা কুকুরটি। একনাগাড়ে বৃষ্টি, সঙ্গে ব্যস্ত রাস্তায় অনবরত চলতে থাকা গাড়ি। রাস্তার এক ধারে কোনও মতে সাত শাবককে নিয়ে দিন কাটাচ্ছিল কুকুরটি। বিষয়টি চোখে পড়ে পথচারী কিছু পশুপ্রেমীর। কুকুর ও তার শাবকদের করুণ পরিস্থিতি নজরে আসে সায়েন্স সিটি মোড়ে কর্তব্যরত তিলজলা ট্রাফিক গার্ডের পুলিশ কর্মীদেরও। সঙ্গে সঙ্গে সাহায্য করতে এগিয়ে আসেন তাঁরা। বৃষ্টি থেকে বাঁচাতে প্রথমে মা কুকুর ও বাচ্চাদের সরিয়ে এনে ব্রিজের নিচে রাখেন তাঁরা। তারপর পশুপ্রেমীদের উদ্যোগে প্রগতি ময়দান থানার পাশে মা কুকুর ও তার বাচ্চাগুলোর জন্য আলাদা করে থাকার জায়গা তৈরি করা হয়। আপাতত সেখানেই শাবকদের সঙ্গে নিয়ে আছে কুকুরটি। পশুপ্রেমীদের পথে হেঁটে উঠে এল কলকাতা পুলিশেরর এক মানবিক দিক। সারমেয় শাবকদের আশ্রয় দিতে পেরে খুশি পুলিশ কর্মীরাও।

খড়গপুর আইআইটির ৬৯তম প্রতিষ্ঠা দিবসে কৃতীদের সম্মাননা

খড়গপুর, ১৮ আগস্ট (হি. স.) : খড়গপুর আইআইটির ৬৯তম প্রতিষ্ঠা দিবস পালিত হল রবিবার। ১৯৫১ সালের ১৮ আগস্ট স্বাধীনতা সংগ্রামীদের বন্দি রাখতে ব্রিটিশদের তৈরি একটি জেল নিয়েই এই আইআইটি-র ভবন তৈরি হয়। তখন এই প্রতিষ্ঠানে ২২৪ জন ছাত্রছাত্রী এবং ৪২ জন শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মী ছিলেন। বর্তমানে এই আইআইটি-তে সাড়ে বারো হাজার ছাত্রছাত্রী রয়েছেন। শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মী মিলিয়ে সাড়ে সাতশো জন রয়েছেন। ১৮ আগস্ট, রবিবার এই মর্যাদাপূর্ণ প্রতিষ্ঠানের ৬৯তম প্রতিষ্ঠা দিবস উদযাপনের মুহূর্তে আইআইটির ১৯ জন তরুণ প্রাক্তনীকে সম্মান জানানো হয়।

প্রাক্তনীদের মধ্যে ছিলেন বিশ্বের নামীদামী কোম্পানির প্রতিষ্ঠাতা ও পদাধিকারীরা। ছিলেন নাগপুরের ডেপুটি কমিশনার অফ পুলিশ সহ মুম্বইয়ের নামকরা ফিল্ম মেকারও। উপস্থিত এই সমস্ত কৃতীদের হাতে সম্মান পত্র তুলে দেন খড়গপুর আইআইটি-র ডিরেক্টর অধ্যাপক শ্রীমান ভট্টাচার্য, বোম্বে আইআইটির ডিরেক্টর অধ্যাপক শুভাশীষ চৌধুরি, রেজিস্ট্রার বি এন সিং সহ বিভিন্ন আধিকারিক। এছাড়াও এই আইআইটি-র দীর্ঘদিনের সক্রিয় কর্মী, যাঁরা আইআইটি-র পথ চলার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন, তাঁদেরও সম্মানিত করা হয়েছে।

পিক আপ ভ্যান উল্টে মৃত্যু যুবকের

বাঁকুড়া, ১৮ আগস্ট (হি. স.) : খামারের মুরগির জন্য খাবার আনতে গিয়ে বিপত্তি, পিক আপ ভ্যান উল্টে মৃত্যু হল এক যুবকের। রবিবার সকালে বড়জোড়ার মুক্তা তোড়-দেজুড়ি রাস্তায় এই দুর্ঘটনা ঘটে। মৃত যুবকের নাম আকবর আলী মন্ডল (২০)। ভ্যানের চালক ও অপর এক আরোহী গুরুতর জখম অবস্থায় বাঁকুড়া সম্মিলনী মেডিক্যাল হাসপাতালে চিকিৎসারত রয়েছেন।

সকালে পিক আপ ভ্যান নিয়ে আকবর আলী মুরগির খাবার আনতে মানব গ্রাম থেকে মুক্তারপুরের উদ্দেশ্য রওনা দেন। দেজুড়ি জঙ্গলের রাস্তায় পিক আপ ভ্যানটি আচমকাই নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে উল্টে যায়। ভ্যানের মধ্যে থাকা দুই যাত্রী ও চালক গুরুতর আহত হন। গুরুতর জখম অবস্থায় তিনজনকে উদ্ধার করে বড়জোড়ার সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে আকবর আলীকে মৃত বলে ঘোষণা করা হয়। অপর দু''জনের অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় তাদের বাঁকুড়া সম্মিলনী মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়েছে।

জরুরী পরিষেবা

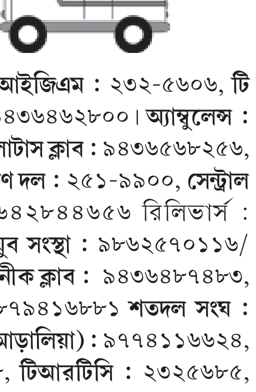

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ **(টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

দুর্গাপুরে ডায়রিয়ার প্রকোপ মৃত ২, আক্রান্ত ৫০, ঘটনাস্থলে মহকুমা শাসক

দুর্গাপুর, ১৮ আগস্ট (হি. স.) : গত দেড় মাস ধরে বেড়ে চলেছে ডাইরিয়ার প্রকোপ। দেড় মাসে দু''জনের মৃত্যু হয়েছে বলে দাবি এলাকাবাসীর। চাঞ্চল্যকর ঘটনাটি ঘটেছে দুর্গাপুরের ১ নং ওয়ার্ড কমলপুরের ওয়াশিং প্লটে। খবর চাউর হতে নড়ে চড়ে বসে দুর্গাপুর মহকুমা প্রশাসন। বসানো হয়েছে মেডিকেল শিবির।

স্থানীয় সুত্রে জানা গিয়েছে, মৃতদের নাম বিধান ভুঁইয়া (৩৮) ও সঙ্গীতা ভুঁইয়া (১৫)। দুর্গাপুর কমলপুর ওয়াশিং প্লটের বাসিন্দা। গত দেড়মাস ধরে এলাকায় ডাইরিয়ার প্রকোপ দেখা দেয়। বাসিন্দারা জানান, 'শুরুতে পায়খানা, বমি ইত্যাদি উপসর্গ দেখা দেয়। সেইমতো মহকুমা হাসপাতালে ভর্তি করা হয় আক্রান্তদের। এখনও পর্যন্ত ৫০ জনের মতো আক্রান্ত হয়েছেন। তাঁদের মধ্যে দুজনের মৃত্যু হয়েছে।' বর্ষার শুরুতেই ডায়রিয়ার প্রকোপ দেখা দেওয়ায় আতঙ্কিত হয়ে পড়েছেন এলাকাবাসীরা।

জানা গিয়েছে, এলাকায় পানীয় জলের উৎস কুয়ো। স্থানীয় বাসিন্দাদের অনুমান, কুয়োর জল থেকেই এই রোগের প্রকোপ দেখা দিয়েছে। পাশাপাশি এলাকায় সেরকম নিকাশী ব্যবস্থা না থাকায় জল দূষণও বাড়ছে ক্রমাগত। বিজেপির পশ্চিম বর্ধমান জেলা সভাপতি লক্ষ্মণ ঘড়ুই জানান, 'দুর্গাপুরে নাগরিক পরিষেবা দীর্ঘদিন ধরে মুখ থুবড়ে পড়েছে। পানীয় জল পরিষেবা ওইসব এলাকায় একেবারে নেই।'

যদিও খবর চাউর হতেই নড়েচড়ে বসে দুর্গাপুর মহকুমা প্রশাসন। এদিন এলাকায় পরিদর্শনে যায় মহকুমাশাসক অনির্বান কোলে। তিনি জানান, 'মেডিকেল টিম রয়েছে। পরিশ্রুত পানীয় জলের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এলাকা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করে জীবাণুনাশক ঔষধ ছড়ানো হচ্ছে।'

বিহারে চুরি যাওয়া লরি উদ্ধার পানাগড়ে

দুর্গাপুর, ১৮ আগস্ট (হি. স.) : ফের পানাগড়ে চোরাই লরি উদ্ধার। ঘটনাকে কেন্দ্র করে বিস্তর চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে এলাকায়। তবে এবারে বিহারের চুরি যাওয়া লরি উদ্ধার হল পানাগড়ে।

পুলিশ সূত্রের খবর, গত ২৭ জুলাই বিহারের বাবুয়া থানা এলাকা থেকে একটি লরি চুরি হয়ে যায়। ঘটনার তদন্তে নামে সেখানকার পুলিশ। তদন্তে নেমে তাঁরা জানতে পারেন, চোরাই লরি পশ্চিমবঙ্গের পশ্চিম বর্ধমান জেলায় রয়েছে। সেইমত খবর দেওয়া হয় পশ্চিম বর্ধমান জেলার সমস্ত থানায়। তল্লাশি চালিয়ে পানাগড় বাজারের গ্যারেজ এলাকা থেকে একটি সন্দেহজনক লরি উদ্ধার করে কাঁকসা থানার পুলিশ।

নম্বরহীন লরিটির রং বদলে দেওয়ায় শনাক্ত করতে বিভ্রান্তিতে পড়ে পুলিশ। তারপর ইঞ্জিন নম্বর দেখে পুলিশ জানতে পারে উদ্ধার হওয়া সন্দেহজনক লরিটিই বিহারের চুরি যাওয়া সেই লরি। নাম্বার প্লেট ছাড়াও লরিটির নকসা বদলে দেওয়া হয়েছিল বলে জানিয়েছে পুলিশ। খবর পেয়ে রবিবার কাঁকসা থানায় পৌঁছায় বিহার পুলিশ। বিহার পুলিশের হাতে লরিটি তুলে দেয় কাঁকসা থানা।

প্রসঙ্গত, অতীতে এই ধরনের চোরাই লরি ও ট্যাঙ্কার উদ্ধার হয়েছে পানাগড়ে। এদিনের ঘটনায় স্বভাবতই চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে এলাকায়। তবে কিভাবে বিহারের চুরি যাওয়া লরি পানাগড়ে পৌঁছাল, তার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

কাঁথিতে জেলা বিজেপির আইটি সেলের বৈঠক

কাঁথি, ১৮ আগস্ট (হি. স.) : কাঁথি সাংগঠনিক জেলা বিজেপির উদ্যোগে সাতমাইল-দুলালপুরে নেতাজী যুব সংঘের পাঠাগারে এক বৈঠকের আয়োজন করা হয়। জেলা বিজেপির আইটি সেল আয়োজিত ওই বৈঠকে রবিবার জেলা, বিধানসভা, মন্ডল, শক্তিকেন্দ্র জেলা মোর্চার কনভেনর ও কো-কনভেনর সহ কয়েকশ'' নেতাকর্মী যোগ দেন।

এদিন জেলা বিজেপির আইটি সেলের বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন কাঁথি সাংগঠনিক জেলা বিজেপি সভাপতি অনুপ চক্রবর্তী, সহ-সভাপতি রমাকান্ত প্রধান, জেলা সম্পাদক নবীন প্রধান, সাধারণ সম্পাদক সুদাম পন্ডিত ও জেলা আইটি ইনচার্জ শিবু ঘটপাত্র প্রমুখ। বৈঠকে কাঁথি সাংগঠনিক জেলা বিজেপি সভাপতি অনুপ চক্রবর্তী বলেন, 'সদস্যতা অভিযান ও কেন্দ্রীয় সরকারের যাবতীয় প্রকল্প সাধারণ মানুষের কাছে তুলে ধরতে হবে। পশ্চিমবঙ্গের শাসকদল তথা তৃণমূলের লাগামহীন সন্ত্রাস ও দুর্নীতি নিষ্ঠুর চিত্র বুথ স্তরের সাধারণ মানুষের সামনে তুলে ধরতেই এই বৈঠকের আয়োজন।' আগামী দিনে তৃণমূলের সন্ত্রাস ও দুর্নীতির বিরুদ্ধে লাগাতার আন্দোলনের হুঁশিয়ারিও দেন জেলা সভাপতি অনুপ চক্রবর্তী।

সংঘর্ষ বাসন্তীতে

দুইয়ের পাতার পর

ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় ব্যাপক উত্তেজনা ছড়ায়। আতঙ্কিত হয়ে পড়েন এলাকার সাধারণ মানুষজন। পড়ে অবশ্য বাসন্তী থানার বিশাল পুলিশ বাহিনী ও এসডিপিও (ক্যানিং)-এর নেতৃত্বে এলাকায় পুলিশ ও র্যাফ নামিয়ে পরিস্থিতি সামাল দেওয়া হয়। এ বিষয়ে বিধায়ক জয়ন্ত নস্কর বলেন, "যুব তৃণমূলের নাম করে সিপিএমের কিছু লোক এলাকায় অশান্তি শুরু করেছে। মাজেদ মোল্লার নেতৃত্বে এই গণ্ডগোল শুরু হয়েছে এলাকায়। প্রচুর পরিমাণে বোমা বন্দুক মজুত করেছে ওরা এলাকায়। এ বিষয়ে ওসিকে ও এসপিকে জানিয়েছি।"

পাল্টা মাজেদ মোল্লা বলেন, "জয়ন্ত নস্কর প্রতিহিংসা পরায়ণ রাজনীতি করছেন। বেছে বেছে যুব তৃণমূল কর্মীদের জমি দখল করছেন। এদিনও এলাকায় জয়ন্ত নস্কর ও তার গুন্ডা বাহিনী বোমাবাজি করেছে।" ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে বাসন্তী থানার পুলিশ। এই ঘটনায় মোট আটজনকে আটক করেছে পুলিশ।

ভুবনেশ্বর

পাচের পাতার পর

বিলের বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়ে ভূমিপুত্র 'খিলঞ্জিয়াদের অস্তিত্ব রক্ষার স্বার্থে' এই ভুবনেশ্বর কলিতা সোচ্চার ছিলেন। বিলের বিরুদ্ধে রাজ্যসভায় সাম্প্রতিককালে 'সবল কণ্ঠে' অসমের যে সকল বিরোধী নেতা প্রতিবাদ করেছিলেন, তাঁদের মধ্যে ভুবনেশ্বর কলিতা ছিলেন অন্যতম। বিলটি যাতে কোনও মতেই বিজেপি সরকার পাশ করতে না পারে সেই স্থিতিতে অটল ছিলেন সদ্যপ্রাক্তন এই সাংসদ।

এদিকে ভুবনেশ্বর কলিতা কংগ্রেস ছেড়ে কেন বিজেপিতে যোগদান করেছেন তার জবাব দিয়েছেন নেডা-র আহ্বায়ক তথা মন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মা। তিনি বলেন, ভুবনেশ্বর কলিতা গান্ধী পরিবার নয়, ড় শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় এবং দীনদয়াল উপাধ্যায়ের প্রদর্শিত নীতি ও আদর্শ মেনে কাজ করার ইচ্ছাতেই বিজেপিতে এসেছেন। বলেন, ৩৭০ ধারা প্রশ্নে কংগ্রেস সমর্থন করবে কি না, তা নিয়ে কংগ্রেস দ্বিধাবিভক্ত হয়ে পড়েছিল, মতবিরোধ চরমে উঠেছিল। কংগ্রেসের জ্যেষ্ঠ নেতাদের সঙ্গে এ প্রসঙ্গে বহু আলোচনা-চর্চার পরও দল যখন রাজ্যসভায় জম্মু-কাশ্মীর পুনর্গঠন বিলের বিরোধিতা করার সিদ্ধান্ত নেয়, সেদিনই ভুবনেশ্বর কলিতা রাজ্যসভার সদস্য পদ ছেড়েছিলেন। তাঁর সাংগঠনিক অভিজ্ঞতার বলে বিজেপি আরও মজবুত হবে, ধারণা হিমন্তবিশ্ব শর্মার।

প্রস্তুতি চলছে

তিনের পাতার পর

জাতিসংঘের শরণার্থী বিষয়ক সংস্থা ইউএনএইচসিআর এর কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে। দুই দেশের সঙ্গে ইউএনএইচসিআর এর এই বিষয়ে চুক্তি রয়েছে।২০১৭ সালের আগস্টে রাখাইনের কয়েকটি নিরাপত্তা চৌকিতে সন্ত্রাসী হামলার অজুহাতে রোহিঙ্গাদের উপর দমন পীড়ন শুরু করে মিয়ানমারের সেনাবাহিনী। হত্যা, ধর্ষণসহ নানা নিপীড়ন থেকে বাঁচতে বাংলাদেশে পালিয়ে আসে ১১ লাখের বেশি রোহিঙ্গা।

যুবক

● **প্রথম পাতার পর**

তখন গৌতম দেব তাকে জিজ্ঞেস করেছিল একটি মোবাইল ফোন খোয়া গিয়েছে সে পেয়েছি কিনা।

বিশ্বজিৎ জানিয়েছিল না সে মোবাইল ফোনটি পায়নি। তার সঙ্গে কথা বলে কিছুক্ষণের মধ্যেই তার বাড়িতে ঢুকে ঘরের দরজা ভেঙে ঘরের ভিতরে প্রবেশ করে। তখনই বিশ্বজিতের স্ত্রী চিৎকার করেন। চিৎকারে বিশ্বজিতের বাবা সন্তোষ সাহা সহ অন্যান্যরা ছুটে আসেন। তাকে আটক করে কিছু উত্তমমধ্যম দিয়ে পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে। এ ব্যাপারে একটি মামলা গৃহীত হয়েছে। মহিলা থানার পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় তীব্র চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে।

জামাতার

● **প্রথম পাতার পর**

আগে বেগতিক দেখে পালিয়ে যায় ঘাতক মধুসুদন গোস্বামী। ঘটনার বেশ কিছুক্ষণ পর কদমতলা থানায় দা-সহ আত্মসমর্পণ করে ঘাতক সমরেন্দ্র। তার মুখে সব শুনে ঘটনাস্থলে ছুটে যায় কদমতলা থানার পুলিশ। তাঁরা কৃষিখেত থেকে অর্চনা শর্মার মৃতদেহ উদ্ধার করে তার ময়না তদন্ত করতে কদমতলা হাসপাতালের মর্গে পাঠিয়েছে।

এ ব্যাপারে কদমতলা থানার ওসি কৃষ্ণধন সরকার জানান, ঘটনা সম্পর্কে খুনি মধুসূদন গোস্বামীর বিরুদ্ধে ভারতীয় ফৌজদারি দণ্ডবিধির ৩৫২, ৩২৬, ৩০৭, ৩০২ ধারায় ৪৮/১৯ নম্বরে মামলা রুজু করা হয়েছে। তদন্ত চলবে। বয়ান নেওয়া হবে তার স্ত্রী রাজশ্রীরও।

এদিকে, ঝুলন্ত অবস্থায় পচা গলা মৃত দেহ উদ্ধারের ঘটনায় চাঞ্চল্য। ঘটনা ধর্মনগর থানার অন্তর্গত পুর্ব কামেশ্বর বরোইরতল ৫নং অয়ার্ড এলাকায়। ঘটনার বিবরনে যানা যায় ধর্মনগর পুর্ব কামেশ্বরের বরোইরথল এলাকায় রাস্তার পাশে জংগল থেকে দুরগন্ধ বেরোচ্ছিল।এলাকাবাসীর সন্দেহ হয়। এলাকাবাসীর তরফ থেকে খবর সেওয়া হয় ধর্মনগর থানায়। ঘটনা স্থলে পৌঁছে পুলিশ দেখতে পায় রাস্তার পাশের জংগলে ঝুলন্ত অবস্থায় রয়েছে একটি পুরুষের পচাগলা মৃত দেহ।যানা যায় এই এলাকারই নিপেন্দ্র দাস ৫৬ নামে এক ব্যক্তি পেশায় দিনমজুর গত ১৪ই আগস্ট থেকে নিখোঁজ প্রথমে ধারনা করা হয় ঝুলন্ত অবস্থায় যে মৃত দেহটি নিপেন্দ্র দাসের। খবর দেওয়া হয় নিপেন্দ্র দাসের পরিবার কে। তারপর নিপেন্দ্র দাসের ছেলে ছুটে আসে এবং মৃত দেহ দেখে জানায় এই মৃত দেহটি তার বাবা নিপেন্দ্র দাসের না তবে কাপর তার বাবার মতই। নিপেন্দ্র দাসের ছেলে অয়ন দাস পরিষ্কার ভাবে মৃত দেহটি চিহ্নিত করতে না পারায় খবর লেখা পর্যন্ত মৃত দেহটী পরিচয় পাওয়া যায়নি। ঝুলন্ত অবস্থায় পচা গলা মৃত দেহ উদ্ধারের ঘটনায় চাঞ্চল্য এলাকায়।

মুখ্যমন্ত্রী

● **প্রথম পাতার পর**

চাইছি রাজ্যে স্বাস্থ্যের সার্বিক উন্নয়নে পাবলিক প্রাইভেট পার্টনারশীপ বা পি পি পি মডেল গড়ে উঠুক। পি পি পি মডেলে রাজ্যবাসী আরও ভাল স্বাস্থ্য পরিষেবার সুযোগ পাবেন।

রাজ্যে কর্মসংস্থানের উল্লেখ করে মুখ্যমন্ত্রী শ্রীদেব বলেন, আগে মানুষ কর্মসংস্থানের বিষয়ে গুজরাট, মহারাষ্ট্র, উত্তর-প্রদেশ, হরিয়ানার নাম উল্লেখ করত। ত্রিপুরাকে গুরুত্ব দিত না। আজ দেশবাসীর কাছে এ ধারণা পাল্টাচ্ছে। ধীরে ধীরে ত্রিপুরা স্বনির্ভর রাজ্য হওয়ার পথে এগিয়ে চলেছে। ক'ষি, পর্যটন, কুটিরশিল্প, বাঁশ চাষ, মৎস্য চাষ প্রভ'তি বিকল্প স্ব-রোজগারে ত্রিপুরা এগিয়ে চলেছে। সরকার চায় সবকা সাথ সবকা বিকাশ। তিনি বলেন, ন্যাশনাল ক্যারিয়ার সার্ভিস সেন্টার থেকে জানাযায় বর্তমানে রাজ্যে প্রক'ত বেকার রয়েছেন ১ লক্ষ ৫৬ হাজার ৪০০ জন। বহু বেকার লোন নিয়ে বা অন্যভাবে কর্মসংস্থানে যুক্ত হয়েছেন।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ত্রিপুরায় যাতে সার্বিক উন্নয়ন হয় সে বিষয়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী সচেষ্ট রয়েছেন। প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, ত্রিপুরার মানুষ থেকে শিখতে হবে। এর চাইতে বড় প্রাপ্তি আর কি হতে পারে। মুখ্যমন্ত্রী ডাক্তারদের উদ্দেশ্যে বলেন, কিছু পাওয়ার জন্য কিছু ত্যাগ করতে হয়। নরেন্দ্র মোদী অনেক কিছু ত্যাগ করেছেন বলেই প্রধানমন্ত্রী হয়েছেন। আমরা সবাইকে নিয়ে মডেল রাজ্য বানাতে চাই।

বিশেষ অতিথির ভাষণে স্বাস্থ্য দপ্তরের সচিব ডা. দেবাশিষ বসু বলেন, দন্ত শল্য চিকিৎসার সার্বিক উন্নয়নে সরকার সচেষ্ট রয়েছেন। দন্ত শল্য চিকিৎসকদের নিজ নিজ কর্মস্থলে আরো আন্তরিকভাবে চিকিৎসা পরিষেবা দেওয়ার আহ্বান জানান তিনি। সচিব বলেন, রাজ্য সরকার ডেন্টাল এসিস্ট্যান্ট ও দন্ত শল্য চিকিৎসক নিয়োগে উদ্যোগ নেবে। এছাড়া বক্তব্য রাখেন ডেন্টাল কাউন্সিল অব ইণ্ডিয়ার সদস্য ডা. মানিক সাহা। স্বাগত ভাষণ দেন জাতীয় স্বাস্থ্য মিশনের মিশন অধিকর্তা অদিতি মজমদার, দন্ত শল্য চিকিৎসা বিষয়ে পাওয়ারপয়েন্ট প্রেজেন্টেশন করেন বহির্রাজ্য থেকে আগত ডা. ধীরেন্দ্র শ্রীবাস্তব ও ডা. বিনীতা শ্রীবাস্তব। কর্মশালায় অন্যান্যদের মধ্যে স্বাস্থ্য অধিকর্তা ডা. পি কে মজমদার, স্বাস্থ্য ও জাতীয় স্বাস্থ্য মিশনের কর্মীগণ উপস্থিত ছিলেন।

মুখ্যমন্ত্রীর

● **প্রথম পাতার পর**

গ্যারান্টার লাগবেনা বলে ঘোষণা দিয়েছেন। প্রধানমন্ত্রীর ঘোষণার পরও মুদ্রা ঋণ প্রদানের ক্ষেত্রে এধরনের তাল বাহানায় রাজ্য সরকার রীতিমতো ক্ষুব্ধ। রাজ্য সরকার বেকারদের স্বরোজগারী করে তোলার জন্য মুদ্রা ঋণের মাধ্যমে ব্যবসা বাণিজ্য, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পে উৎসাহিত করতে চাইছে। কিন্তু ব্যাঙ্কগুলি ঋণ প্রদানের ক্ষেত্রে গড়িমসি করছে।

বেকার যুবক যুবতীদের কর্মসংস্থান নিশ্চিত না হলে রাজ্যের সিডি রেসিও বাড়বে না। রাজ্য সরকার যখন সিডি রেসিও বাড়ানোর জন্য আপ্রাণ চেষ্টা চালাচ্ছে সেক্ষেত্রে ব্যাঙ্কগুলির অসহযোগিতায় রীতিমতো অসন্তুষ্ট মুখ্যমন্ত্রী সহ রাজ্যবাসী। এরই পরিপ্রেক্ষিতে মুখ্যমন্ত্রীর ধমক খেয়ে রাজ্যের লীড ব্যাঙ্ক অবশেষে মুদ্রা ঋণ প্রদানের ক্ষেত্রে কিছুটা নমনীয় মনোভাব গ্রহণ করতেই সবক'টি শাখার কর্মকর্তাদের নিয়ে বৈঠক করেছেন বলে মনে করছেন অনেকেই।

পঞ্চায়েত

● **প্রথম পাতার পর**

গ্রামবাসীরা শপথ গ্রহণ বয়কট করে। এখন দেখার বিষয় হলো আগামী দিনে দল কি ব্যবস্থা নেয়।

হতে থাকবে

আটের পাতার পর

রাজ্যে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল ২৯ দশমিক ৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস। স্বাভাবিকের থেকে ৩ ডিগ্রী কম। সর্বনিম্ন,২৫ দশমিক ৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস। স্বাভাবিকের ১ ডিগ্রি কম। বাতাসে অপেক্ষিক আর্দতার পরিমাণ ছিল সর্বোচ্চ ৯৮ শতাংশ। সর্বনিম্ন,৮১ শতাংশ। গত চব্বিশ ঘন্টায় কলকাতা ও পাশ্ববর্তী অঞ্চলে বৃষ্টিপাত হয়েছে ৭ দশমিক ৯ মিলিমিটার।

ভাঙড়

আটের পাতার পর

বহিরাগতদের এনে দফায় দফায় সংঘর্ষ চালাচ্ছে বলে অভিযোগ তৃণমূলের। যদিও এই অভিযোগ অস্বীকার করেছে বিজেপি। বিজেপির পাল্টা দাবি, দিনের পর দিন এখানকার বিজেপি কর্মীদের ওপর অত্যাচার চালাচ্ছে তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতীরা। এদিন দুপুরে তৃণমূল-বিজেপি সংঘর্ষে উত্তপ্ত হয়ে ওঠে পটাশপুর থানা এলাকার আল্লাম চক সায়বেলদা এলাকা। ঘটনাস্থলে পুলিশ এসে পরিস্থিতি সামাল দেয়। ঘটনায় ৮ বিজেপি কর্মীকে আটক করা হয়েছে। গুরুতর জখম ১১ জন তৃণমূল কর্মী।

হেপাটাইটিস মুক্ত রাজ্য গড়ার লক্ষ্যে কাজ করে চলেছে হেপাটাইটিস ফাউন্ডেশন অব ত্রিপুরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৮ আগস্ট ।। হেপাটাইটিস মুক্ত ত্রিপুরা গড়ার লক্ষ্যে কাজ করে চলেছে হেপাটাইটিস ফাউন্ডেশন অব ত্রিপুরা। রবিবার আগরতলা টাউন হলে সংগঠনের ষোড়শ বার্ষক রাজ্য সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন উপমুখ্যমন্ত্রী যীষ্ণু দেববর্মা। উপস্থিত ছিলেন হেপাটাইটিস ফাউন্ডেশান অব ত্রিপুরার সভাপতি ড. প্রদীপ ভৌমিক সহ স্বাস্থ্য দপ্তরের পদস্থ আধিকারিকরা। হেপাটাইটিস ফাউন্ডেশান অব ত্রিপুরার ষোড়শ রাজ্য সম্মেলনের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন উপমুখ্যমন্ত্রী যীষ্ণু দেববর্মা বলেন, সবাইকে সুস্থ রাখতে হলে স্বাস্থ্য আন্দোলন প্রয়োজন। এজন্য সরকারি প্রয়াসই যথেষ্ট নয়। বেসরকারি সংস্থাগুলিকেও সহযোগিতার হাত আরও সম্প্রসারিত করতে হবে। এক্ষেত্রে হেপাটাইটিস ফাউন্ডেশন অব ত্রিপুরা রাজ্যকে হেপাটাইটিস মুক্ত করার জন্য যে বিরামহীন প্রয়াস জারি রেখেছে তাতে রাজ্যের জনগণ দারুণভাবে উপকৃত হচ্ছেন। রাজ্যকে হেপাটাইটিস মুক্ত করতে হলে একটি সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করে কাজ করতে হবে বলে উল্লেখ করেন উপমুখ্যমন্ত্রী। তিনি বলেন, সবাইকে সুস্থ রাখতে হলে সরকারি উদ্যোগের পাশাপাশি অন্যান্য উদ্যোগীদেরকেও এ ধরনের পরিকল্পনা গ্রহণ করে এগিয়ে আসতে হবে। দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এ বিষয়ে যে কর্মসূচি গ্রহণ করতে পরামর্শ দিয়েছেন তা স্বাস্থ্য ক্ষেত্রেও সপয়োপযোগী বলে উল্লেখ করেন তিনি। সমাজ এবং সরকার যখন একসাথে মিলে কাজ করে তখনই সর্বাধিক সাফল্য আসে বলেও মনে করেন উপমুখ্যমন্ত্রী। প্রসঙ্গক্রমে তিনি বলেন, সরকারি অনুষ্ঠান বা কোন কর্মসূচিকে জনকল্যাণে অনুষ্ঠান বা কর্মসূচি হিসেবে পরিগণিত করতে হবে। মানুষের মধ্যে প্রচলিত একটি ধারণা রয়েছে সরকারি অনুষ্ঠানে তেমন গুরুত্ব নেই। এই হীন মানসিকতা ত্যাগ করতে আহ্বান জানিয়েছেন উপমুখ্যমন্ত্রী। ব্রিটিশ আমলের ধ্যান ধারণা ছেড়ে সময়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে সকলকে এগিয়ে আসতে হবে। উদাহরণস্বরূপ তিনি বলেন, অনেকেই সরকারি স্কুল কিংবা সরকারি হাসপাতালকে গ্রহণযোগ্য মনে করেন না। অথচ এইসব পরিষেবা জনগণের জন্যই করে থাকে সরকার। এইসব পরিষেবার প্রতি জনগণের বিশ্বাস অর্জন করতে হবে। পাশাপাশি মানুষের মধ্যে সচেতনতাও বাড়াতে হবে। সচেতনতার অভাবেই সরকারি কর্মসূচি ও অনুষ্ঠান সম্পর্কে মানুষের মধ্যে আজও ভ্রান্ত ধারণা বিরাজমান বলে অভিমত ব্যক্ত করেন উপমুখ্যমন্ত্রী। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে তিনি আরও বলেন, প্রতিটি মানুষই সুস্থ থাকতে চায়, ভাল থাকতে চায়। কিন্তু কিভাবে ভাল থাকতে পারবে সুস্থ থাকতে পারবে তা অনেকেই জানেন না। এই ঘাটতি পূরণের জন্যই সচেতনতা বাড়াতে হবে। সচেতনতাই সুস্থতার অন্যতম সমাধান সূত্র বলে তিনি উল্লেখ করেন। হেপাটাইটিস ফাউন্ডেশান অব ত্রিপুরা একটানা ১৬ বছর ধরে রাজ্যকে হেপাটাইটিস মুক্ত করার জন্য যে প্রয়াস জারি রেখেছে তা আগামীদিনে আরও বলিষ্ঠ পদক্ষেপ হিসেবে জনগণকে উপহার দেবে বলে আশা ব্যক্ত করেন উপমুখ্যমন্ত্রী।

মহারাজা বীর বিক্রম ছিলেন আধুনিক ত্রিপুরার রূপকার ঃ উপমুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৮ আগস্ট ।। মহারাজা বীর বিক্রম কিশোর দেববর্মণ মাণিক্য বাহাদুর-এর ১১১ তম জন্ম শতবার্ষিকী উৎযাপনের কর্মসূচিতে আজ নজরুল কলাক্ষেত্রের প্রেক্ষাগৃহে 'মহারাজা বীর বিক্রম কিশোর দেববর্মণ মাণিক্য বাহাদুর ম্যামোরিয়াল ল্যাকচার শীর্ষক এক আলোচনা সভা আয়োজিত হয়। তথ্য ও সংস্ক'তি দপ্তরের উদ্যোগে এবং ত্রিবেগ এর সহযোগিতায় আয়োজিত এই আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে উপমুখ্যমন্ত্রী যীষ্ণু দেববর্মণ বলেন, ত্রিপুরার শেষ রাজা ছিলেন মহারাজা বীর বিক্রম কিশোর মাণিক্য বাহাদুর। নতুন সরকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর গতবছর থেকে ত্রিপুরা সরকারের উদ্যোগে মহারাজা বীর বিক্রম কিশোর মাণিক্যের জন্ম শতবার্ষিকী পালন করা হচ্ছে। তিনি বলেন, এর আগেও রাজ্যের নাগরিকগণ মিলে মহারাজা বীর বিক্রম কিশোর দেববর্মণ মাণিক্য বাহাদুর-এর জন্ম শতবার্ষিকী পালনের উদ্যোগ নিয়েছিলেন। এই ব্যাপারে তৎকালীন রাজ্য সরকার ইতিবাচক পদক্ষেপ নেয়নি। কিন্তু রাজ্যে নতুন সরকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর থেকেই মহারাজা বীর বিক্রম কিশোর মাণিক্যের জন্ম শতবার্ষিকী পালন করছে। মহারাজা বীর বিক্রম ছিলেন আধুনিক ত্রিপুরার রূপকার। তাঁর রাজত্বকালে ত্রিপুরা শিক্ষা সহ অন্যান্য ক্ষেত্রে প্রভুত উন্নতি লাভ করেছিল। তিনি রাজ্যে শিক্ষার প্রসারে তৎকালীন সময়ে ত্রিপুরায় কলেজ স্থাপন করেছিলেন। তিনি বলেন, জনগণের প্রতি দেওয়া প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী নতুন সরকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর আগরতলা বিমানবন্দর মহারাজার নামে নামাকরণ করা হয়েছে। উপমুখ্যমন্ত্রী শ্রীদেববর্মা আরও বলেন, ত্রিপুরার রাজাদের একটা অন্যতম বৈশিষ্ট ছিল যে তারা আত্মপ্রচার বিমুখ ছিলেন। কারণ তাঁরা জানতেন ইতিহাসে থাকতে হলে মানুষের হৃদয়ে নাম লিখতে হবে। তিনি ত্রিপুরার রাজপরিবারের সাথে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সুসম্পর্কের কথা উল্লেখ করে বলেন, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ত্রিপুরাকে খব ভালবাসতেন। তিনি সাঁতবার রাজ্যে এসেছিলেন। ত্রিপুরার রাজ পরিবারের পক্ষ থেকে তাঁকে ভারত ভাষ্কর উপাধিতে ভূষিত করা হয়েছিল। এ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ একসময়ে শান্তিনিকেতনে বলেছিলেন এই ভারত ভাষ্কর উপাধি তাঁর কাছে অন্যান্য উপাধির চেয়ে অন্যতম। তিনি রাজন্য ঐতিহ্য ও সংস্ক'তি রক্ষায় এই ধরণের অনুষ্ঠান আয়োজনের জন্য আয়োজকদের ধন্যবাদ জানান।

এই আলোচনা সভায় মুখ্য আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন হিমাচল প্রদেশ কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ড. কূলদীপ চাঁন অগীহোত্রী। এছাড়া বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মণিপুরের আই এম এ এস আই ফাউণ্ডেশনের এল সোমী রায় ও তথ্য সংস্ক'তি দপ্তরের অধিকর্তা রতন বিশ্বাস। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন ত্রিবেগ এর সভাপতি ড. শৌভিক দেববর্মা। অনুষ্ঠানে বিধায়ক ড. অতুল দেববর্মা, বিধায়ক রামপদ জমাতিয়া, বিধায়ক শম্ভুলাল চাকমা, বিশিষ্ট চিকিৎসক ডা. অশোক সিনহা প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে আলোচনা সভায় 'হোয়াই সাইন্স এণ্ড ফিলোসফি হেড নো কনফ্লিক্ট ইন এনসিয়ান্ট ইণ্ডিয়া-আনটোল্ড এ'পেক্ট অফ ইণ্ডিয়ান সিভিলাইজেশান' বিষয়ের উপর আলোচনা করতে গিয়ে হিমাচল প্রদেশ কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ড. কূলদীপ চাঁন অগীহোত্রী বলেন, এক সময় সারা বিশ্বে ভারতবর্ষের প্রচলিত 'ান বি'ানে খ্যাতি ছিল। কিন্তু কোন এক সময়ে এই 'ান বি'ানের এই প্রাচুর্যতা হারিয়ে গিয়েছিল। হারিয়ে যাওয়া এই প্রচলিত 'ান বি'ানকে সাধারণ মানুষের কাছে নিয়ে যেতে হবে। নব প্রজন্মের কাছে এই মৌলিক চিন্তাধারা বিকশিত করতে হবে। তিনি বলেন, প্রচলিত 'ান বি'ানের এই মৌলিক চিন্তাধারাকে আধুনিক বি'ানের সাথে তালমিলিয়ে চলতে হবে। প্রচলিত 'ান বি'ান ও আধুনিক বি'ানের মধ্যে যে সেতুবন্ধনটি ভেঙ্গে গেছে সেটিকে আবার পুনরুজ্জীবিত করতে হবে। আই এম এ এস আই ফাউণ্ডেশনের এল সোমী রায় ঊনবিংশ শতকে ত্রিপুরা ও মণিপুরের রাজপরিবারের মধ্যে সুসম্পর্ক ও সংস্ক'তি আদান প্রদানের উপর আলোচনা করেন। অনুষ্ঠানে সবাইকে স্বাগত জানিয়ে বক্তব্য রাখেন তথ্য ও সংস্ক'তি দপ্তরের অধিকর্তা রতন বিশ্বাস। এছাড়াও বক্তব্য রাখেন ত্রিবেগ এর সভাপতি ড. শৌভিক দেববর্মা। অনুষ্ঠানে ড. কূলদীপ চাঁন অগীহোত্রী এবং এল সোমী রায়কে উদ্যোক্তাদের পক্ষ থেকে সংবর্ধনা দেওয়া হয়। উপমুখ্যমন্ত্রী যীষ্ণু দেববর্মা তাঁদের হাতে মারক উপহার তুলেদেন। অনুষ্ঠানের শুরুতে উপমুখ্যমন্ত্রী যীষ্ণু দেববর্মা সহ উপস্থিত অন্যান্য অতিথিগণ মহারাজা বীর বিক্রম কিশোর দেববর্মণ মাণিক্য বাহাদুর-এর প্রতিক'তিতে পুপার্ঘ্য অর্পন করে শ্রদ্ধা 'াপন করেন।

াঙ্গন

হলদিয়া বিএমএস-এর সৌজন্যে মহিলা ফুটবল প্রদর্শনী ম্যাচ

পূর্ব মেদিনীপুর, ১৮ আগস্ট (হি. স.) : রবিবার হলদিয়া সিপিটি ফুটবল ময়দানে একদিনের প্রদর্শনী ফুটবল ম্যাচের আয়োজন করল হলদিয়া কলকাতা পোর্ট ট্রাস্ট ও ডক শ্রমিক ইউনিয়ন (বিএমএস)। স্বাধীনতা সংগ্রামের বীর শহীদদের প্রতি সম্মান এবং হলদিয়া ক্রীড়া ও সংস্কৃতি চর্চার মনোনয়নে একদিনের এই আকর্ষণীয় মহিলা ফুটবল প্রদর্শনী ম্যাচ অনুষ্ঠিত হয়। এই খেলায় অংশগ্রহণ করেন জঙ্গলমহল একাদশ বনাম কলকাতা একাদশ। উদ্বোধন করেন বাংলার প্রাক্তন ফুটবলার ও বর্তমান প্রশিক্ষক রঘু নন্দী। উপস্থিত ছিলেন কলকাতা পোর্ট ট্রাস্টের জিএল, জিএম আর সি জানা। ম্যাচ শুরুর আগে চুনিবালা হাঁসদা মশাল জ্বালিয়ে পুরো মাঠ প্রদক্ষিণ করেন। প্রদর্শনী ম্যাচে স্থানীয় বেশ কিছু ক্লাবের খেলোয়াড়দের জার্সি ও চারা গাছ হাতে তুলে দেওয়া হয়।

খেলার শুরুতে সম্বর্ধিত করা হয় উপস্থিত জাতীয় স্তরে স্বর্ণপদক প্রাপ্ত মহিলা অ্যাথলেটিক্স ও জঙ্গলমহলের সেরা মহিলা ক্রীড়াবিদ আভা খাটুয়া, জাতীয় মহিলা ফুটবলার এবং বর্তমান বাংলার মহিলা ফুটবল প্রশিক্ষণ ও আইএফএ-র মহিলা ফুটবল কমিটির সদস্যা রত্না নন্দী, প্রাক্তন জাতীয় মহিলা ফুটবলার ও আন্তর্জাতিক ফিফা স্বীকৃতি প্রাপ্ত মহিলা রেফারি অনামিকা সেন, জাতীয় স্তরের সঞ্চালক সঙ্গীতা বণিক, জাতীয় এফএলইটি বাংলা ও রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের অ্যাথলেটিকস প্রশিক্ষক ও ক্রীড়া সংগঠক সুখেন মন্ডল এবং মাস্টার্স অ্যাথলেটিক অ্যাসোসিয়েশন অফ বেঙ্গল-এর কার্যকরী সভাপতি ও দমদম বিবেকানন্দ স্পোর্টস ফাউন্ডেশনের চেয়ারম্যান সমিরন সাহা-কে।

হলদিয়া কলকাতা পোর্ট ও ডক শ্রমিক ইউনিয়ন ডিএমএস-এর সাধারণ সম্পাদক প্রদীপ বিজলি বলেন, 'আমরা সারা বছর বিভিন্ন কাজ করে থাকি রক্তদান শিবির থেকে শুরু করে বস্ত্র দান শিবির। এখন আমরা নতুন ভাবে খেলাধুলার দিকে মন দিয়েছি আমরা আরও সামাজিক কাজে এগিয়ে যাব।'

খেলার প্রথমার্ধে একটি গোল এবং দ্বিতীয়ার্ধে আরেকটি গোলে এগিয়ে যায় কলকাতা একাদশ। অনেক চেষ্টা করেও জঙ্গলমহল একাদশ গোল শোধ করতে পারেনি। কলকাতা একাদশ ২-০ গোলে জয়লাভ করে চ্যাম্পিয়ন শিরোপা লাভ করে। সবশেষে জঙ্গলমহলের বিখ্যাত অ্যাথলেটিক্স ও দু''বারের বিধায়ক চুনিবালা হাঁসদা বলেন, 'কলকাতা প্রশিক্ষণের জন্য যথেষ্ট সুযোগ সুবিধা পায়। আমাদের জঙ্গলমহলে সেধরনের মাঠ ও প্রশিক্ষক না থাকায় আমরা চেষ্টা করেও পিছিয়ে যাচ্ছি। তবে আগামী দিনে আমরা ঘুরে দাঁড়াবার চেষ্টা করব।'

হাথুরু নেই তো কী হয়েছে!

গল টেস্ট নিউজিল্যান্ডকে ৬ উইকেটে হারিয়ে সিরিজে ১-০তে এগিয়ে গেল শ্রীলঙ্কা। পঞ্চম দিনে লাঞ্চের আগেই ২৬৮ রানের লক্ষ্য ছুঁয়েছে স্বাগতিকেরা

চণ্ডিকা হাথুরুসিংহের অধীনে দক্ষিণ আফ্রিকার মাটিতে ঐতিহাসিক টেস্ট সিরিজ জিতেছিল শ্রীলঙ্কা। সেই হাথুরুসিংহেকে তাঁর 'কর্মগুণে'র জন্যই সম্পর্কটা শুধু কাগজে-কলমে রেখেছে শ্রীলঙ্কা ক্রিকেট বোর্ড (এসএলসি)। এ সিদ্ধান্তের পর লঙ্কান সংবাদমাধ্যম একটা শঙ্কাও তুলে ধরেছিল, ঘরের মাঠে নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে সিরিজে কৌশল ঠিক করে দেবে কে? অন্তর্বর্তীকালীন কোচ আছে ঠিকই কিন্তু তিনি তো আর হাথুরুর মতো 'থিংক ট্যাংক' নন। জবাবটা দিয়ে দিলেন খেলোয়াড়েরাই। হাথুরু নেই তো কী হয়েছে, নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে প্রথম টেস্ট জিততে কোনো অসুবিধাই হয়নি দিমুথ করুণারত্নের দলের।

জয়ের জন্য চতুর্থ ইনিংসে ২৬৮ রানের লক্ষ্য পেয়েছিল শ্রীলঙ্কা। গলে স্পিনবান্ধব উইকেট টেস্টের চতুর্থ ও পঞ্চম দিনে আরও ভয়ংকর হয়। কাল চতুর্থ দিনে বিনা উইকেটে ১৩৩ রান তুলে লঙ্কানরা বুঝিয়ে দিয়েছিল, বিশ্বকাপের ফাইনাল খেলা দল প্রতিপক্ষ হলেও সেটি কোনো সমস্যা নয়। বিশ্বকাপ চ্যাম্পিয়ন হওয়ার পর ইংল্যান্ড যেমন প্রথম টেস্টে মাঠে নেমেই হেরেছে তেমনি ফাইনাল খেলা আরেক দলকেও তাঁদের প্রথম টেস্টে হারানো সম্ভব। আজ তা প্রমাণ করতে মাত্র ৩৬.১ ওভার লেগেছে শ্রীলঙ্কা। সময়ের হিসেবে লাঞ্চের কিছু পরই ৬ উইকেটের জয় তুলে নিয়েছে শ্রীলঙ্কা। স্বাগতিকদের জয় প্রায় নিশ্চিত থাকায় নির্দিষ্ট সময়ে লাঞ্চ বিরতিতে যায়নি দুই দল। প্রথম সেশনের খেলার সময় আরবও ৩০ মিনিট বাড়ানো হয়। নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে ৬ বছর পর শ্রীলঙ্কার এই প্রথম টেস্ট জয়ে চতুর্থ ইনিংসের নায়ক দুই ওপেনার। আরও নির্দিষ্ট করে বললে অধিনায়ক করুণারত্নে। ২৪৩ বলে ১২২ রানের দুর্দান্ত এক ইনিংস খেলেন করুণারত্নে। ৬৪ রান করেছেন আরেক ওপেনার লাহিরু থিরিমান্নে। ওপেনিং জুটিতে ১৬১ রান তোলেন দুজন। আর এখানেও উঠে আসছে হাথুরুসিংহের প্রসঙ্গ। শ্রীলঙ্কার মাটিতে এর আগে চতুর্থ ইনিংসে স্বাগতিকদের হয়ে সর্বোচ্চ রানের ওপেনিং জুটিতে জড়িয়ে আছে হাথুরুসিংহের নাম। ১৯৯২ সালে অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে ১১০ রান তুলেছিলেন রোশন মহানামা ও হাথুরুসিংহে। শ্রীলঙ্কা সেই টেস্ট জিততে না পারলেও করুণারত্নে-থিরিমান্নেরা কিন্তু দেখিয়ে দিলেন।

এশিয়ার মাটিতে চতুর্থ ইনিংসে এটি এগারোতম সফল রান তাড়ার নজির। অভিজ্ঞ অ্যাঞ্জেলো ম্যাথুস ও দনঞ্জয়া সিলভা দুই প্রান্ত ধরে রেখে জয় নিশ্চিত করেছেন শ্রীলঙ্কার। হাথুরু কোচ থাকতে বেশ ভালোই ঠোকাঠুকি হয়েছে ম্যাথুসের সঙ্গে। আর দিনেশ চান্ডিমাল ও নিরোশান ডিকভেলাকে তো দল থেকে ছেঁটেই ফেলেছিলেন হাথুরু। এ দুজনকে দলে ফিরিয়েই নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে টেস্ট জিতল শ্রীলঙ্কা। প্রথম ইনিংসে ৫০ আর দ্বিতীয় ইনিংসে ৭৩ বলে ২৮ রানের ম্যাচ জেতানো ইনিংস খেলে ম্যাথুসও বুঝিয়ে দিলেন, যতই ক্রান্তিকালীন সময় যাক এই শ্রীলঙ্কা হাথুরু ছাড়াও পারে।

স্মিথ, এতটা দুঃসাহস ভালো না

লর্ডস টেস্টে কাল মাথায় মারাত্মক আঘাত পেয়েছিলেন স্টিভ স্মিথ। হেলমেট পরা থাকলেও বল আঘাত হেনেছে বাঁ কানের নিচে উন্মুক্ত জায়গায়। হেলমেটের নিচে স্টেম গার্ড না পরায় চোটটা আরও বেশি লেগেছে স্মিথের। দ্বিতীয়বার মাঠে নামার সময়েও ওই গার্ড তিনি ব্যবহার করেননি বলেই জানা গেছে

অ্যাশেজে এ পর্যন্ত তিন ইনিংস ব্যাট করার সুযোগ পেয়েছেন স্টিভ স্মিথ। ১৪৪, ১৪২ ও ৯২এজবাস্টন ও চলতি লর্ডস টেস্ট মিলিয়ে তিন ইনিংসে স্মিথের স্কোর। ইংলিশ ধারাভাষ্যকার ডেভিড লয়েড তাই রসিকতা করেছেন, 'স্টিভ স্মিথকে কীভাবে আউট করতে হবে, তা জানা থাকলে দয়া করে ইংল্যান্ড ড্রেসিং রুমকে জানান।'জফরা আর্চার পথটা বের করেছিলেন। কাল ঘণ্টায় ১৫০ কিমি গতির আশপাশে গোলার মতো বাউন্সার দিয়েছেন স্মিথকে। তেমনই একটি ডেলিভারি এড়াতে গিয়েও পারেননি। বল আঘাত হানে বাঁ কানের নিচে উন্মুক্ত জায়গায়। আঘাতটা যে বেশ মারাত্মক ছিল তা স্মিথের হুমড়ি খেয়ে পড়া দেখেই বোঝা গেছে। পরে উঠে দাঁড়িয়েছেন, চিকিৎসার জন্য মাঠ ছেড়ে গিয়ে আবার ফিরে এসে আউটও হয়েছেন। লর্ডসে কাল সাবেক অস্ট্রেলিয়া অধিনায়কের বলের আঘাত পাওয়ার পর একটা প্রশ্ন উঠেছে, হেলমেটের নিচের অংশে অতিরিক্ত যে নিরাপত্তা 'স্টেম গার্ড' তা স্মিথ ব্যবহার করেননি কেন?২০১৪ সালে মাথায় বলের আঘাত পেয়ে মারা যান অস্ট্রেলিয়ার ওপেনার ফিল হিউজ। তাঁর মৃত্যুর পর ব্যাটসম্যানদের নিরাপত্তা বাড়াতে হেলমেটের পেছনে নিচের অংশে 'স্টেম গার্ড' ব্যবহার শুরু হয়। আর এটি তৈরি করেছিল ব্রিটেনের হেলমেট প্রস্তুতকারক প্রতিষ্ঠান মাসুরি। তারপর থেকে বিশ্বের বেশির ভাগ ব্যাটসম্যানই স্টেম গার্ড জুড়ে দেওয়া হেলমেট পরে ব্যাট করে থাকেন। ফোম ও প্লাস্টিকে বানানো এ স্টেম গার্ড মাথার পেছনে নিচের অংশ ও ঘাড়ের ওপরে নিরাপত্তা নিশ্চিত করে থাকে।অস্ট্রেলিয়ার কোচ জাস্টিন ল্যাঙ্গার সংবাদমাধ্যমকে জানিয়েছেন, হেলমেটের সঙ্গে এ স্টেম গার্ড পরে ব্যাট করতে স্বচ্ছন্দবোধ করেন না স্মিথ। আর এটি ব্যবহার করা বাধ্যতামূলকও নয়। তবে ল্যাঙ্গার মনে করেন, কালকের ঘটনার পর স্মিথ হয়তো হেলমেটে স্টেম গার্ড ব্যবহার করা শুরু করবেন। আর এটি ব্যবহার করা বাধ্যতামূলক করা হলেও অবাক হবেন না ল্যাঙ্গার।শুধু হেলমেট পরে স্মিথ ব্যাট করতে নামার পেছনে অস্ট্রেলিয়ার এ কোচ নিজেকেও কিছুটা দোষী বলে মনে করেন, 'আসলে বুঝতে পারিনি...হয়তো আমারই ভুল...বুঝতে পারিনি আজকের আগ পর্যন্ত এটা (স্টেম গার্ড) বাধ্যতামূলক ছিল না। তা ছাড়া স্টিভ তার বইয়েও লিখেছে এটা পরতে পছন্দ করে না। ঠিক স্বস্তি পায় না। সবারই এমন কিছু নিজস্ব ছোটখাটো পছন্দ-অপছন্দ থাকে। জুতো নোংরা করা যেমন তার অপছন্দ।'স্মিথ আঘাত পাওয়ার পর এই স্টেম গার্ড পরা না পরা নিয়ে নতুন করে আলোচনা শুরু হবে বলেও মনে করেন ল্যাঙ্গার, 'আমি নিশ্চিত আজকের (কাল) পর এ নিয়ে আবার কথা শুরু হবে। হিউজ মারা যাওয়ার পর এটা (স্টেম গার্ড) এসেছে। আর আজকের পর সে (স্মিথ) নিজেও এটা পরার ব্যাপারে পুনর্বিবেচনা করতে পারে। এ মুহূর্তে পছন্দটা খেলোয়াড়ের তবে ভবিষ্যতে তা বাধ্যতামূলক করা হলে আমি অবাক হব না।' মাথায় এমন আঘাত নিয়ে মাঠ ছেড়ে বেরিয়ে যান স্মিথ। তখন তাঁর রান ছিল ৮০। ১০ ওভার পর আবারও মাঠে নামেন। ১২ রান যোগ করে যেভাবে বল ছেড়ে এলবিডব্লু হয়েছেন, তা দেখে মনে হয়েছে, মাথার আঘাতটা মনে দ্বিধার বীজ ঢুকিয়ে দিয়েছে হয়তো! অ্যাশেজে টানা তৃতীয় সেঞ্চুরিটা হাতছাড়া হলো মাত্র ৮ রানের জন্য।তবে এর কিছুই নয়, স্মিথ সবচেয়ে বেশি চমকে দিয়েছেন, দ্বিতীয়বার ব্যাট করতে নামার সময়েও স্টেম গার্ড পরেননি! সামাজিক মাধ্যমে তাঁর ভক্তেরা এর জন্য অনুযোগই করছেন। স্মিথকে এরপর থেকে স্টেম গার্ড পরে খেলার অনুরোধ তাঁদের কণ্ঠে।

হলদিয়া পোর্ট ট্রাস্টের উদ্যোগে মহিলা ফুটবল প্রদর্শনী ম্যাচ

হলদিয়া, ১৮ আগস্ট (হি. স.) : মানুষের সঙ্গে জনসংযোগ বাড়াতে অনুষ্ঠিত হল মহিলা ফুটবল প্রদর্শনী ম্যাচ। উদ্যোগে হলদিয়া পোর্ট ট্রাস্ট। পরিচালনায় ভারতীয় মজদুর সংঘ। রবিবাসরীয় বিকেলে ৪টে নাগাদ হলদিয়া পোর্ট ট্রাস্টের মাঠেই এই ফুটবল প্রদর্শনী ম্যাচ অনুষ্ঠিত হয়। প্রদর্শনী ম্যাচে ২ টি দল অংশগ্রহণ করে - জঙ্গলমহল একাদশ বনাম কলকাতা একাদশ। ম্যাচ শেষে কলকাতা একাদশ ২-০ গোলে জঙ্গলমহল একাদশকে হারিয়ে দেয়। উভয় দলের হাতে পুরস্কার তুলে দেন হলদিয়া পোর্ট ট্রাস্টের জি সিম্বলভেল। ভারতীয় মজদুর সংঘের পক্ষ থেকে এলাকার ক্লাবগুলিকে ফুটবল ও চারাগাছ তুলে দেওয়া হয়। ভারতীয় মজদুর সংঘের কার্যকারী সভাপতি প্রদীপ বিজলী বলেন, 'খেলাধুলা ও শরীরচর্চা মানুষকে ভালো রাখে, সুস্থ রাখে।

সৃষ্টির প্রেরণায় নতুন প্রতিশ্রুতি
উন্নত মুদ্রণ
সাদা, কালো, রঙিন
নতুন ধারায়
রেণ্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস
জাগরণ ভবন, (লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির সংলগ্ন), এন এল বাড়ি লেইন
প্রভূবাড়ী, বনমালীপুর, আগরতলা, ত্রিপুরা পশ্চিম - ৭৯৯০০১
ফোন - ০৩৮১-২৩৮ ৪৯৮৪
ই-মেল ঃ rainbowprintingworks@gmail.com

জাগরণ 19 August, 2019, Monday আগরতলা ১৯ আগস্ট, ২০১৯ ইং, ১ ভাদ্র, ১৪২৬ বঙ্গাব্দ, সোমবার
■ Phone : 0381- 2384984, e-mail : jagarandaily@gmail.com
■ Postal Regd. No. AGT/NE-928/2018- 2019

রবিবার সাংসদ প্রতিমা ভৌমিক জাগরণ ভবনে এসে অসুস্থ জাগরণ সম্পাদক পরিতোষ বিশ্বাসের শারীরিক অবস্থার খোঁজ খবর নেন এবং পুষ্পস্তবক দিয়ে প্রবীণ এই সম্পাদককে শুভেচ্ছা জানান। বিজেপির মুখপাত্র নবেন্দু ভট্টাচার্যও এই প্রবীন সম্পাদকের খোঁজ খবর নেন। ছবি- নিজস্ব।

স্কুলে শ্লীলতাহানির অভিযোগ,অথচ উধাও সিসিটিভি ফুটেজ

শিলিগুড়ি, ১৮ আগস্ট (হি.স): শিলিগুড়ির স্কুলে শ্লীলতাহানির অভিযোগ, অথচ উধাও সিসিটিভি ফুটেজ। শিলিগুড়ির তৃণমূল কাউন্সিলর রঞ্জন শীল শর্মার বিরুদ্ধে রয়েছে শ্লীলতাহানির মত একাধিক গুরুতর অভিযোগ। এদিকে আচমকা উধাও হয়ে গিয়েছে স্কুলের সিসিটিভিতে ওই শ্লীলতাহানির ফুটেজ। কীভাবে নষ্ট হল সিসিটিভি হার্ড ডিস্ক ? গোটা ঘটনাটিই দলের অভ্যন্তরের চক্রান্ত বলে তোপ দেগেছেন রঞ্জন শীল শর্মা।

বিতর্কের কেন্দ্রে শিলিগুড়ি পুরসভার ৩৭ নম্বর ওয়ার্ডের তৃণমূল কাউন্সিলর রঞ্জন শীল শর্মা। রঞ্জন শীল শর্মা আবার স্থানীয় নেতাজি জিএস ফ্রি প্রাইমারি স্কুলের প্রধান শিক্ষক। তাঁর বিরুদ্ধে চাঞ্চল্যকর অভিযোগ এনেছেন স্কুলের এক শিক্ষিকা। শিক্ষিকার অভিযোগ, দীর্ঘদিন ধরে প্রধান শিক্ষক স্কুলের মধ্যেই তাঁর শ্লীলতাহানি করছেন। বার বার তাঁকে কুপ্রস্তাব দেওয়া হয়েছে। শিক্ষিকার আরও অভিযোগ, গত ১৩ আগস্ট স্কুলের মধ্যেই তাঁর সঙ্গে অভব্যতা করেন প্রধান শিক্ষক রঞ্জন শীল শর্মা। এই ঘটনায় শিলিগুড়ি থানা ও ডিআই-এর কাছে লিখিত অভিযোগ জানিয়েছেন শিক্ষিকা। শিক্ষিকা দাবি করেছেন, স্কুলের সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখা হোক। এখন প্রাইমারি স্কুলের সিসিটিভি ফুটেজ সিস্টেম থাকে হাইস্কুলে। হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষিকা দু”পক্ষের সামনেই সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখার সিদ্ধান্ত নেন। ১৩ তারিখের ঘটনার পর, আগস্ট সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখতে গিয়ে দেখা যায় হার্ড ডিস্ক খারাপ হয়ে গিয়েছে। নষ্ট হয়ে গেছে সব ফুটেজ।

প্রসঙ্গত, ১৩ তারিখে ঘটনার অভিযোগ দায়ের করা হয়। ১৪ তারিখ স্কুলে কন্যাশ্রী দিবসের অনুষ্ঠান ছিল। তারপর ১৫ তারিখ স্বাধীনতা দিবস উদযাপন হয়।

এরপর ১৬ তারিখে দেখা যায় সিসিটিভি ফুটেজ নষ্ট। এখানেই উঠে আসছে আরও একটি চাঞ্চল্যকর তথ্য। হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষিকার দাবি, ১৬ তারিখ তিনি স্কুলে ঢোকার আগেই প্রাইমারি স্কুলের টিচাররা তাঁকে না জানিয়ে তাঁর রুমে ঢুকেছিলেন। সিসিটিভি ফুটেজ নষ্ট হয়ে যাওয়ার সঙ্গে কি এই ঘটনার কোনও সম্পর্ক আছে ?

এদিকে শুধু স্কুলই নয়, আরও একটি অনাথ আশ্রম থেকেও শ্লীলতাহানির অভিযোগ উঠেছে রঞ্জন শীল শর্মার বিরুদ্ধে। গোটা ঘটনায় সরগরম শিলিগুড়ির রাজনীতি। যদিও, রঞ্জন শীল শর্মার দাবি, সবটাই দলের একাংশের চক্রান্ত। তাঁর দাবি, দলে থেকে নানা অবৈধ কাজে বাধা দেওয়াতেই এই চক্রান্ত চলছে। রঞ্জন শীল শর্মার বিরুদ্ধে গুরুতর অভিযোগ প্রসঙ্গে মন্ত্রী তথা উত্তরবঙ্গের তৃণমূল নেতা গৌতম দেব বলেছেন, যা বলার দলের অন্দরেই বলব।

আজ থেকে কলকাতার আকাশ পরিষ্কার হতে থাকবে

কলকাতা, ১৮ আগস্ট (হি.স): গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গ ও ঝাড়খন্ডের ওপর নিম্নচাপ। কলকাতার ওপর দিয়ে মৌসুমী অক্ষরেখার অবস্থান। তাই, আগামী ২৪ ঘণ্টা মাঝারি থেকে বজ্রবিদ্যুৎ সহ ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে। নিম্নচাপের প্রভাবে দক্ষিণবঙ্গের হাওড়া, হুগলি, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পূর্ব মেদিনীপুর ও পশ্চিম মেদিনীপুরে ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। তারপর থেকে আবহাওয়া পরিস্থিতি ধীরে ধীরে উন্নতি হবে। তবে, কলকাতায় ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস নেই। মঙ্গলবার থেকে কলকাতার আকাশ পরিষ্কার হতে থাকবে। খানিকটা বৃদ্ধি পাবে তাপমাত্রাও। গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গের উপকূলীয় জেলাগুলোতেও এই মুহূর্তে ভারী বৃষ্টির কোনও সম্ভাবনা নেই। তবে, বিক্ষিপ্তভাবে গোটা রাজ্যে হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি চলবে বলে জানিয়েছেন আলিপুর আবহাওয়া দফতরের অধিকর্তা গণেশ দাস। ঝাড়গ্রাম, পশ্চিম মেদিনীপুর, পুরুলিয়া, বাঁকুড়ায় অতিভারী বৃষ্টিপাত হবে । পূর্ব মেদিনীপুর, পূর্ব ও পশ্চিম বর্ধমান, বীরভূম, কলকাতা সহ বাকি জেলাগুলোতে হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টিপাত হবে । বিশেষ করে দক্ষিণবঙ্গের ৪ জেলাজুড়ে জোরদার বৃষ্টিপাতের সতর্কতা রয়েছে ।

গণেশ দাস জানিয়েছেন, মধ্য পশ্চিমবঙ্গ ও ঝাড়খন্ড লাগোয়া এলাকাতে এখন নিম্নচাপ অবস্থান করছে। এর ফলে দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় হাল্কা থেকে মাঝারি বৃষ্টিপাত হবে। অন্যান্য জেলার তুলনায় পশ্চিমাঞ্চলের জেলাগুলো যেমন, বাঁকুড়া , পুরুলিয়া, ঝাড়গ্রাম, পশ্চিম মেদিনীপুর, বীরভূমে বৃষ্টির পরিমাণ কিছুটা বেশি থাকবে। এছাড়া নদিয়া, উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা, হাওড়া এবং হুগলিতে হাল্কা বৃষ্টি হবে। বীরভূম এবং পশ্চিম বর্ধমানে হলুদ সতর্কতা জারি করা হয়েছে। বাঁকুড়া, পশ্চিম মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম, পুরুলিয়ায় বজ্র বিদ্যুৎ সহ ভারী থেকে অতি ভারী অর্থাৎ ৭ থেকে ২০ সেন্টিমিটার বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা রয়েছে বলে জানিয়েছে আবহাওয়া দফতর। তবে, কলকাতায় সে ভাবে বৃষ্টির সম্ভাবনা নেই। তবে আর্দতা জনিত অস্বস্তি বজায় থাকবে বলেই জানিয়েছেন তিনি।

এখনও পর্যন্ত কলকাতায় গত তিন দিনে বৃষ্টি হয়েছে ৪৩০ মিলিমিটার। যেটা হওয়ার কথা ছিল ২১২ মিলিমিটার। দক্ষিণবঙ্গে এই আগস্টে বৃষ্টি হয়েছে স্বাভাবিকের তুলনায় প্রায় ৩২ শতাংশেরও বেশি। আর কলকাতায় আগস্ট মাসে বৃষ্টির পরিমাণ ১০৩ শতাংশ বেশি। তবে জুন-জুলাই-আগস্ট, এই তিন মাসের নীরিখে দক্ষিণবঙ্গে বৃষ্টির ঘাটতি ২৭ শতাংশ। আর কলকাতায় ২২ শতাংশ। আগামী কয়েকদিনের মধ্যে দক্ষিণবঙ্গে সে ভাবে আর বৃষ্টির সম্ভাবনা নেই বলেই পূর্বাভাস আলিপুর আবহাওয়া দফতরের।

আলিপুর আবহাওয়া দফতরের তরফে জানানো হয়েছে, গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গ ও বাংলাদেশ সংলগ্ন এলাকায় গত শুক্রবার থেকে একটি ঘূর্ণাবর্ত অবস্থান করছে। সেই ঘূর্ণাবর্ত এবার নিম্নচাপে পরিণত হয়েছে। তার জেরেই এই বৃষ্টিপাত। দক্ষিণবঙ্গের পাশাপাশি উত্তরবঙ্গের জেলাগুলিতেও বৃষ্টি হয়েছে মৌসুমী অক্ষরেখার কারণে। তবে এই নিম্নচাপ অতটা শক্তিশালী নয়। তাই সোমবার থেকে আবহাওয়ার উন্নতি আশা করা যায়।

অন্যদিকে ২৪ ঘণ্টার বেশি সময় এক টানা বৃষ্টির কারণে কলকাতার বেশ কিছু এলাকা বিদ্যুৎহীন হয়ে রয়েছে। অভিযোগ আসছে খিদিরপুর, লেকগার্ডেন্স কয়েকটি অঞ্চলের বাসিন্দাদের থেকে। বেহালা পশ্চিমের প্রধান নিকাশি খাল বেগোর খালের বর্তমান অবস্থা চূড়ান্ত খারাপ। ময়লা জমে রয়েছে দীর্ঘ দিন ধরে। তার ফলেই জল নামছে পার্শ্ববর্তী অঞ্চলগুলি থেকে। টানা বৃষ্টি, রাস্তায় জমা জলের কারণে শনিবার কলকাতায় যান চলাচলে ব্যাপক সমস্যা হয়েছে। ছুটির দিনে গাড়ির চাপ কম হওয়ায় রবিবার নতুন করে ভোগান্তি হয় নি বলে জানিয়েছে পুলিশ।

সোমবার কলকাতার আকাশ থাকবে সাধারণত মেঘলা। কোথাও কোথাও বজ্রবিদ্যুৎ সহ বৃষ্টির সম্ভবনা। আদ্রতা জনিত অস্বস্তি থাকবে। শনিবার অবশ্য কলকাতার আকাশ ছিল আংশিক মেঘলা। আবহাওয়াবিদরা জানান, এদিন

ছয়ের পাতায় দেখুন

শোভনের যোগদান বিজেপিকে আরও শক্তিশালী করবে : দিলীপ

বারুইপুর, ১৮ আগস্ট (হি. স.) : সম্প্রতি বিজেপিতে যোগ দিয়েছেন রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রী তথা তৃণমূলের এক সময়ের অন্যতম ভরসার পাত্র শোভন চট্টোপাধ্যায়। শোভনবাবুর এই যোগদান বিজেপি দলকে আরও শক্তিশালী করবে বলে রবিবার দাবি করলেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষ। রবিবার দক্ষিণ ২৪ পরগণার বারুইপুরে একাধিক কর্মসূচীতে যোগ দেন দিলীপবাবু। কালীপূজার খুঁটিপুজো থেকে শুরু করে বিজেপির সদস্য সংগ্রহ কর্মসূচী ও কর্মীদের নিয়ে বৈঠকে যোগ দিতে এদিন বারুইপুরে আসেন দিলীপ ঘোষ। সঙ্গে ছিলেন বিজেপির মহিলা মোর্চার অন্যতম নেত্রী তথা বিখ্যাত ফ্যাশান ডিজাইনার অগ্নিমিত্রা পল।

'তৃণমূল কংগ্রেসে এখন দমবন্ধ অবস্থা। তাই দম নেওয়ার জন্য লোকজন বিজেপিতে আসছে', সকালে বারুইপুর মদারাট দিশেহারা ক্লাবের কালীপূজার খুঁটিপুজোর উদ্বোধন ও সদস্যদের পর্যালোচনা বৈঠকে যোগ দিতে এসে সাংবাদিকদের এমনটাই বললেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি। তিনি আরও বলেন, "শোভনবাবু বিজেপিতে আসায় দল আরও শক্তিশালী হবে।

বিশেষ করে দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলায় ভালো ফল করবে দল। পরে তৃণমূলের আরও অনেককেই যোগ দান করবে বিজেপিতে। আমরা চাই আরও অভিজ্ঞ নেতারা আসুন দলে।"

সম্প্রতি শোভন চট্টোপাধ্যায়ের নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। সে প্রসঙ্গে দিলীপবাবু বলেন, "শোভনবাবুর নিরাপত্তা কেন্দ্রীয় বাহিনী দেখবে।" কল্যাণীতে শিক্ষকদের উপর হামলা সহ কাকদ্বীপে বিজেপি কর্মীকে খুনের ঘটনার নিন্দাও করেন দিলীপ ঘোষ। এদিন দক্ষিণ ২৪ পরগণার বাসন্তী, ভাঙড়, ক্যানিং এলাকা থেকে প্রায় শ'তিনেক কর্মী তৃণমূল ও অন্যান্য রাজনৈতিক দল ছেড়ে বিজেপিতে যোগ দিয়েছেন।

রবিবার গোটা রাজ্যে সারম্ভরে আয়োজিত হয় দেবী মনসার পূজা। ছবি- নিজস্ব।

URGENT REQUIREMENT
Direct joining for Airlines (M/F) Ground staff,Air ticketing, CSA, GSA, Supervisor, Take Boy, Store In charge, Driver, Eligibility (10 to Graduate) Salary (28500 to 72500) Food+Room Send Resume at this WhatsApp # 09711775016 #09654270677

এইমস-এ অসুস্থ প্রাক্তন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী অরুণ জেটলিকে দেখে এলেন কেজরিওয়াল, সিসোদিয়া

নয়াদিল্লি, ১৮ আগস্ট (হি. স.) : গুরুতর অসুস্থ প্রাক্তন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী অরুণ জেটলিকে দেখতে রবিবার দুপুরে নয়াদিল্লির এইমস (অল ইন্ডিয়া ইনস্টিটিউট অফ মেডিকেল সায়েন্সেস)-এ এলেন দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়াল এবং উপ-মুখ্যমন্ত্রী মণীশ সিসোদিয়া। গত ৯ আগস্ট গুরুতর অসুস্থ হয়ে এইমস-এ ভর্তি হন অরুণ জেটলি। সেদিনই তাঁকে দেখতে হাসপাতালে আসেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী।

গুরুতর অসুস্থ প্রাক্তন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী অরুণ জেটলি। বর্তমানে দিল্লির এইমসের কার্ডিও-নিউরো বিভাগের চিকিৎসকদের তত্ত্বাবধানে রয়েছেন তিনি। এদিন সকালেই তাঁকে দেখতে এইমস আসেন আরএসএস-এর সরসংঘ চালক মোহন ভাগবত। তাঁকে দেখতে এই মুহূর্তে এইমস পৌঁছেছেন কেন্দ্রীয় প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং। শুক্রবারই তাঁকে দেখতে গিয়েছিলেন রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দ, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ, স্বাস্থ্যমন্ত্রী হর্ষ বর্ধন এবং উত্তপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ। শনিবার তাঁকে দেখতে আসেন বিএসপি নেত্রী মায়াবতী, কংগ্রেস সাংসদ অভিষেক মনু সিংভি এবং বায়ুসেনা প্রধান বীরেন্দ্র সিং ধানোয়া। দীর্ঘদিন ধরেই অসুস্থ আছেন প্রাক্তন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী থাকাকালীনই তাঁর কিডনি প্রতিস্থাপন হয়েছিল। শারীরিক অসুস্থতার কারণে সক্রিয় রাজনীতি থেকেও নিজেকে সরিয়ে নেন জেটলি।

দশ বছর পর জেল থেকে ছাড়া পেলেন দুই মানবাধিকার কর্মী

কলকাতা, ১৮ আগস্ট (হি.স): কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশে দশ বছর পর বেকসুর খালাস পেলেন মানবাধিকার কর্মী প্রসূন চট্টোপাধ্যায় এবং রাজা সরখেল। রবিবার দমদম সেন্ট্রাল জেল থেকে ছাড়া পান তাঁরা। জঙ্গলমহলে আন্দোলনের সময়ে গ্রেফতার হয়েছিলেন ওরা। কারও বিরুদ্ধে হত্যার অভিযোগ না থাকলে সমস্ত রাজনৈতিক বন্দিদের মুক্তির দাবি তুলেছেন সদ্য মুক্তিপ্রাপ্ত এই মানবাধিকার কর্মী। রাজ্যে বাম জমানার শেষের দিকে মাওবাদীদের দৌরাত্ম্যে রক্তাক্ত হয়ে উঠেছিল জঙ্গলমহল। মাওবাদী নিধনের নামে পুলিশের বিরুদ্ধে অত্যাচারের অভিযোগে জঙ্গলমহলে পালটা আন্দোলনে নেমেছিলেন স্থানীয় বাসিন্দাদের একাংশ। জনসাধারণের কমিটির মুখ হয়ে উঠেছিলেন ছত্রধর মাহাতো, সুখশান্তি বাস্কে, শম্ভু সোরেন, সগুন মুর্মুররা। সেই আন্দোলনে নাম জড়িয়েছিল রাজা সরখেল, প্রসূন চট্টোপাধ্যায়ের মতো মানবাধিকার কর্মীদেরও। ২০০৯ সালে গ্রেফতার করা হয় প্রসূন চট্টোপাধ্যায়কে। দশ বছর দমদম সেন্ট্রাল জেলে বন্দি ছিলেন তিনি।

এক দশক আগে জঙ্গলমহলে মাওবাদীদের আন্দোলনের সময়ে গ্রেফতার হওয়া রাজনৈতিক বন্দিদের মুক্তি দেওয়ার উদ্যোগ নিয়েছে রাজ্য সরকার। রাজ্য সরকারের আরজি মেনে প্রসূন চট্টোপাধ্যায়কে বেকসুর খালাসের নির্দেশ দেয় কলকাতা হাইকোর্ট। কাঁটাপাহাড়ি বিস্ফোরণ মামলায় যাবজ্জীবন সাজা হয়েছিল জঙ্গমহলের জনসাধারণের কমিটির নেতার ছত্রধর মাহাতোর। তিনিও ২০০৯ সালে গ্রেফতার হন। গত বুধবারই তাঁর যাবজ্জীবনের সাজা রদ করেছে কলকাতা হাইকোর্ট। সাজা মেয়াদ কমে হয়েছে ১০ বছর। সাজার মেয়াদ কমানো হয়েছে মাওবাদী কার্যকলাপের সঙ্গে জড়িত থাকায় অপরাধী সুখশান্তি বাস্কে, শম্ভু সোরেন ও সুগুন মুর্মুরও। রবিবার বেকসুর খালাস পেলেন প্রসূন চট্টোপাধ্যায় ও রাজা সরখেল।

পার্টি অফিস ভাঙচুর

পটাশপুর, ১৮ আগস্ট (হি. স.) : ফের তৃণমূল বিজেপির সংঘর্ষ। এবার ঘটনাস্থল পূর্ব মেদিনীপুর জেলার পটাশপুর এলাকা। সংঘর্ষ চলাকালীন আহত হয়েছেন ১১ তৃণমূল কর্মী। ঘটনায় ৮ বিজেপি কর্মীকে আটক করা হয়েছে। পরিস্থিতি এখনও থমথমে।

রবিবার দুই দলের মধ্যে সংঘর্ষের সময় তৃণমূলের পার্টি অফিস ভাঙচুর করে বোমাবাজি করার অভিযোগ ওঠে বিজেপির বিরুদ্ধে। বিজেপি

ছয়ের পাতায় দেখুন

রবিবার হেপাটাইটিস ফাউন্ডেশন আয়োজিত অনুষ্ঠান মঞ্চে উপমুখ্যমন্ত্রী যীষ্ণু দেববর্মা সহ অন্যান্যরা। ছবি- নিজস্ব।

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেনবো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।